প্রতাপসংহার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

উপক্রমণিকা।

"বঙ্গ" এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত অমৃতপূর্ণ শব্দটী জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করিতে কার হৃদয় না আনন্দে আপ্লুত হয়!! কোন বঙ্গবাসী জন্মভূমি ও মোক্ষ-ফলদাত্রী বঙ্গের নাম উচ্চারণ করিয়া অন্তরে না আনন্দিত হয়েন!! যে ভূমি জননীর তুল্য গরীয়সী, যে ভূমি আমাদের পক্ষে স্বর্গাপেক্ষা মাননীয়া, সেই রত্নময় আবাসভূমি স্বরূপ বঙ্গের কিঞ্চিৎ ইতিহাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। রচনার পরিপাট্য থাকুক বা না থাকুক, যে স্থানের মাহাত্ম্য স্বর্গাপেক্ষা গুরুতর, তাহার গুণকীর্ত্তন মাহাত্ম্য যে তদধিক ফলদায়ী, ইহাই বা কে না স্বীকার করিবেন।

আমি স্বপ্নে কৃষ্ণসর্পের মস্তকস্থ মণি আহরণ করিতে যাইতেছি!! না—ভেলার সাহায্যে সমুদ্র পার হইতে যাইতেছি!! কোথায় বঙ্গ!! কোথায় বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য—আর কোথায় আমি—সামান্য লোক!! খদ্যোতের চন্দ্রকে পরাভব করণ আশা—না—শৃগালের করিকুম্ভ ভেদ করণ আশা!! অসম্ভব—অসম্ভব—অসম্ভব!!

কোথায় সুমেরুর উচ্চ চূড়ায় স্থির সৌদামিনী!! কোথায় নিম্নতলে পঙ্গু দণ্ডায়মান!! স্থির সৌদামিনী স্পর্শ করা কি পঙ্গুর কাজ!! কোথায় জগৎ বিখ্যাত পবিত্র ভূমি বঙ্গের সিংহাসনে প্রতাপাদিত্য—আর কোথায় আমার ন্যায় সামান্যকুটীরবাসী জীব!! স্বর্ণে—লৌহে যত প্রভেদ

তাহাপেক্ষা অধিক ভেদ!! তবে এ আশা মনে উদয় কেন?? বৃথা আশা!! বিকারীর আশা—আর আমার আশা উভয়ই সমান!! কিন্তু সাধনায় কি না হয়!! প্রতি শাস্ত্রেই স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইতেছে—অধিক কথা কি বলা যাইবে—সাধনা মাত্রে—মরে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে!! সাধনায় রঘুগণ গঙ্গাকে জননীরূপে পাইয়াছিলেন। সাধনায় ব্যাস নূতন কাশী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সাধনায় অর্জ্জুন বিশ্ববিজয়ী মহাদেবকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সাধনায় সাবিত্রি সত্যবানকে যমপুরী হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। সাধনায় দময়ন্তী নলরাজাকে মাল্য প্রদান করিয়াছিলেন। সাধনায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। সাধনায় অপর কথা দূরে থাকুক, সমস্ত জগতই আয়ত্ত হইতে পারে!! তবে পুণ্যভূমির ইতিহাস রচনারূপ মহাপুণ্যের কার্য্যে বিমুখ বা নৈরাশ হই কেন? পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা ও মহানারীগণ যে মন্ত্রের সাধনা করিয়া মহাপুরুষত্ব বা মহানারীত্ব লাভ করিয়াছিলেন; আমিও সেই সাধনাদেবের বীজ মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিলাম। যে বাগ্দেবীর কৃপায় এই বঙ্গসংসারে আমি সাহিত্যভাণ্ডারের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, বিস্মিত চিত্তে সাহিত্যের মনোহর মূর্ত্তি দেখিতেছি ঃ—সেই ত্রিলোক জননী—মহা প্রকৃতির কৃপাবলে পুনরায় এই মহতী কার্য্য হইতে উদ্ধার হইতে পারিব!!

বঙ্গীয় ১০১৯ সালে ভারতের কি শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হইল। যে ইন্দ্রপ্রস্থের রত্নময় সিংহাসনে পাণ্ডব ও কৌরব প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। যে অযোধ্যার রত্নময় রাজ সিংহাসনে সূর্য্যবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। সেই ইন্দ্র-ইর্ষাস্থলরূপী ইন্দ্রপ্রস্থ ও অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে অস্পৃষ্য বিধর্ম্মী যবনগণ রাজত্ব করিল। বিধির লীলা বোঝা ভার!! যে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়গণের প্রতাপে পৃথিবীও কম্পিত হইতেন, তাঁহারা শীতাক্রান্ত ফণির ন্যায় তাঁহাদেয় পিতৃসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আজমীরের পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইলেন। প্রকৃতির মায়া বোঝে কার সাধ্য!!

জাহাঙ্গীর দীল্লির সিংহাসনে বাদসা হইয়াছেন। মহাবীর আকবর স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়া হিমালয় হইতে কুমারীকা অবধি করস্থ করিয়া গিয়াছেন। কুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করত পিতৃ বিজিত রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহাবীর আকবর ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকল রাজগণকে সহজে করায়ত্ত করিতে পারেন নাই!! কাহারও সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; কাহারও সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থান তদবধিও স্বাধীন ছিল। আকবরের সময়ে মহাবীর অজিজ কর্তৃক একবার বঙ্গ আক্রান্ত হয়। সেই অবধি কোন ২ রাজা বাদসাহের বশবর্ত্তী হয়েন।

যখন মহাবীর জাহাঙ্গীর রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন, তখন এই বঙ্গভূমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের প্রধান নগর মুরসিদাবাদ; এইটী পশ্চিম ভাগ। মধ্যভাগের রাজধানী নবদ্বীপ। পূর্ব্বভাগের রাজধানী যশোর। মুরসিবাদের অধীনে বর্দ্ধমান নগর অবধি শাসিত হইত। নবদ্বীপের অধীনে পদ্মার পশ্চিম পার হইতে সাগর সঙ্গম অবধি শাসিত হইত। যশোহরের অধীনে পদ্মানদীর পূর্ব্ব পার হইতে সমুদ্র অবধি শাসিত হইত।

এই ভীষণ কালতরঙ্গে একমাত্র বাঙ্গালা রাজ্যে যশোহর বিভাগ স্বাধীন ছিল। স্বাধীন শব্দ উচ্চারণ করিয়া কোন হীনহৃদয়ার হৃদয় না একবার নৃত্য করিবে। বঙ্গমাতা—স্বাধীনা!!! সেই স্বাধীনতামণ্ডিত বঙ্গীয় রত্নময় সিংহাসনে কায়স্থকুলজ রায় বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজনিয়মে প্রজাপুঞ্জের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রকৃতিও বিস্মিতা হইতেন। তাঁহাদের গুণানুবাদ স্বয়ং পবনরাজ বহন করিতেন। তাঁহাদের স্তুতিবাদে দেবগণ পরিতুষ্ট হইতেন। তাঁহাদের হুহুঙ্কারে শত্রুগণ হৃদয়ে কম্পিত হইত। কালের করালদৃষ্টি কে আবরিত করিবে। তাহার চক্ষের কটাক্ষমাত্রেই সমস্ত গঠিত ভস্মীভূত হয়।

কালক্রমে সেই পূজ্য রাজবংশে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মী

চঞ্চলা হইলেন। মহারাজ বসন্তরায়ের সহিত কুমার প্রতাপাদিত্যের বিবাদ ঘটিল। ভীষণ সংগ্রাম হইল। মহারাজ বসন্ত রায় ভ্রাতষ্পুত্র প্রতাপের প্রতাপে পরাজিত হইয়া, সবংশে নষ্ট হইলেন! কেবল মহারাণী আনন্দময়ী মহারাজ বসন্তকুমারের একমাত্র বংশধরকে লুকাইয়া রাখিলেন। কুমার প্রতাপাদিত্য খুড়াকে সবংশে নাশ করিয়াছেন ভাবিয়া সিংহাসনাধিরোহন করিলেন। রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া, এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া, মহারাজ বসন্তের কিশোর কুমারকে রাজ্য দিবার উপায় অনুধাবন করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য পরে জানিয়া পিতৃব্যপুত্রের জীবন গ্রহণ করণার্থে অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

অধর্ম্মের পথে কয় দিবস সুখে বাস করা যায়। কারাবাস করিয়া রাজভোগ পাইলে কে তাহাতে সুখ ভাবে! মন যদি অসন্তুষ্ট রহিল, তবে রাজ্যে প্রতাপের কি সুখ হইবে! প্রতাপ সতত পিতৃব্যপুত্রের কারণ ভাবিত রহিলেন।

এদিকে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও রাজ্যশাসনের কথা দীল্লিতে পঁহুছাইল। দীল্লির রাজসিংহাসনে জাহাঙ্গীর বসিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের ক্ষত্রির শ্যালক সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়প্রবর মানসিংহ—তাঁহার সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। সকলেরই কর্ণে প্রতাপাদিত্যের কথা প্রবেশ করিল। ভীষণ কটাক্ষপূর্ণ যবন সম্রাট কি উপায়ে প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, যশোহর স্বহস্তে লইবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

এই সামান্য উপক্রমণিকায় দীল্লির সিংহাসনের সহিত বঙ্গের সিংহাসনের সামঞ্জস্য প্রমাণিত হইল। এক্ষণে আখ্যায়িকার সাহায্যে কি প্রকারে প্রতাপাদিত্য বিনাশ হইবেন, তাহা আমি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

১৭ অগ্রহায়ণ
১২৮৬। } শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

প্রতাপসংহার।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গীয় ১০১৮ সালের শেষ হইয়া আসিয়াছে। মধু চৈত্র মাহা সমাগত হইয়াছে। ইন্দ্রপ্রস্থের দুর্দ্দশার পূর্ব্বশোক বিস্মৃত হইয়া এতদিন পরে যেন ঋতুরাজ যবন সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি কৃপা করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রকাশিত হইয়াছেন। লতা গুল্মাবলীর প্রফুল্ল প্রসূনের সৌরভ মন্দানিলে ইতস্ততঃ বহন করিয়া সকলের হৃদয় প্রফুল্ল করিয়া দিতেছে। নদ, নদী, সরোবর, কূপ প্রভৃতি আরসীর ন্যায় স্বচ্ছরূপ ধারণ করিয়া ঋতুরাজের সমাদর করিতেছে।

অশোক, কিংশুক, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতাকুল ফুলভরে অবনত হইয়া যেন বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব্বকীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। চূতশাখায় মুকুলের আঘ্রাণে উন্মত্ত হইয়া বসন্তসহচর বসন্তের মঙ্গল গীত কুহুরবে চারিদিকে প্রচারিত করিবার কারণ পঞ্চম স্বরে নিষাদ, ধৈবৎ, গান্ধার মিলাইয়া মনের সহিত মদন সঙ্গীত গাহিতেছে। গিরিকুল নব নব প্রস্রবণ বারিতে পরিভূষিত হইয়াছে। তপনরাজ হিমস্তূপ হইতে প্রকাশিত হইয়া যমপুরের অভিমুখে গমন করিতেছেন। তাঁহার খরতেজে ইন্দ্রপ্রস্থবাসীগণ যেন নব দেহ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে।

মধুমাহার কয়েক দিবস অতীত হইল। মহারাজ জাহাঙ্গীরের কিশোর বয়সের ইচ্ছা আজ সমাধিত হইবে। আজ তিনি সেরআফগানরূপী সমুদ্র নিহিত মিহিরুন্নিশা বিবিরূপ রত্নকে বক্ষে ধারণ করিবেন। এই সংবাদে

রাজধানীর সকলেই আমোদে উন্মত্ত হইয়াছে। সকলেই বাদ্য—নৃত্য করিয়া জীবনকে চরিতার্থ করিতেছে।

রাজবাটীতে আজ মহাধুম; মিহিরুন্নিশা রাজ্ঞী হইবেন। কুতব খাঁ বঙ্গের নবাব হইবেন। সের আফগানের সমাধি হইবে। এই সমারোহে রাজসভায় মহা মহা বীরের অভিনয় হইবে। বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা ও ভারতের আর আর প্রদেশীয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও যবনগণের মধ্যে যে যে বীর অদ্য স্বীয় স্বীয় দক্ষতায় বাদশাহকে পরিতুষ্ট করিতে পারিবেন, বাদশাহ তাঁহাকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন। এই সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইয়া সেই সমারোহ দর্শনে গমন করিতেছেন।

এমন সময় দীল্লি সহরের প্রান্তে একটি সামান্য উপবনস্থ কুটীরে একটী অপরূপ রূপ লাবণ্য সম্পন্ন যুবা বীরবেশে সজ্জিত হইতেছেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হয় ইহা দেখিয়া যুবক অতি ত্বরায় বেশবিন্যাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার একে কিশোর বয়স; তাহাতে তেজোপূর্ণ কান্তি; অঙ্গের জ্যোতিকে হটাৎ দেখিলে কৌমুদী বলিয়াও ভ্রম হয়। এই সুকান্তি-সম্পান্ন যুবা রাজ দরবারে যাইয়া জাহাঙ্গীরের রাজসভায় বীরগণের দক্ষতা দর্শন করিয়া হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে যাইতেছেন।

যুবক অগ্রে মহামূল্যবান্ পায়জামা পরিধান করিলেন। তদুপরি স্বর্ণখচিত বর্ম্ম চর্ম্ম পরিধান করিলেন। কণ্ঠে মুক্তার মালা পরিলেন। কটীদেশে অসিকোষে অসি ধারণ করিলেন। উভয় স্কন্ধের এক দিকে শরপূর্ণ তূণ অপর দিকে ধনু ধারণ করিলেন। মস্তকে উষ্ণীষ পরিলেন। পদে পাদুকা ধারণ করিলেন। সম্মুখস্থ দর্পণে বেশবিন্যাসের শোভা দেখিলেন। দর্পনে দেখিয়া বেশকে মনোমত ভাবিলেন। শেষে কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া একবার আকাশপটে চাহিয়া দেখিলেন ঃ—তপনরাজ বিষুবরেখার অতিথী হইয়াছেন। তদ্দর্শনে ক্ষণেক গম্ভীর ভাবে ভুমি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"জননি! আজ তোমার নাম লইয়া, তোমার উপদেশ হৃদয়ে ধারণ

করিয়া কর্ত্তব্যকার্য্য সাধনার্থ যবন সম্রাটের সম্মুখে চলিলাম। দেখ মা—আমাকে অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আমি সম্রাটের নয়নে পতিত হইয়া আমার পিতৃঘাতীর রক্ত লইয়া তোমার চরণে উপহার দিতে পারি !! যেন সেই রক্তমণ্ডিত হস্তে তোমার নয়ন-বিগলিত অশ্রু মুছাইতে পারি !! গুরুদেব !! তোমায় উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আমার কামনা যেন সফল হয় !!"

যুবক এই কথা বলিয়া জানুপাতিয়া গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া যেমন সবেগে দ্বারের বাহিরে যাইবেন :—অমনি একটী আলুলায়িতা কেশা—যৌবন বয়স প্রবেশোন্মুখী কিশোরী তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিতা হইলেন।

কিশোরীর অপরূপ কান্তিতে তদ্দেশ আলোকময় হইল। কিশোরীকে দেখিয়া যুবক চমকাইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিশোরীও যুবকের এবম্বিধ রূপ দেখিয়া চমকাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

কতক্ষণের পরে যুবক কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"শৈবলিনি ! তুমি কি মনে করে এসেচো ?"

কিশোরীর নাম শৈবলিনী—কুটীরাধিপতির কন্যা !!

শৈবলিনী বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু ! আজ তোমার এ বেশ কেন ?"

যুবকের নাম চন্দ্রকেতু, বিশেষ পরিচয় পরে দেওয়া যাইবে। চন্দ্রকেতু একটু হাসিয়া বলিলেন :—

"আমি রাজসভায় সমারোহ দর্শনে গমন করিব।"

শৈবলিনী বলিলেন :—

"আমার পিতাও তো রাজসভায় গেলেন ; তিনি তো এমন বেশ পরেন নি !!"

শৈবলিনী এই কথা বলিয়া, আশ্চর্য্য চিত্তে—একদৃষ্টে চন্দ্রকেতুর হীরক ও স্বর্ণ খচিত পোষাকের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে সূর্য্য

জ্যোতিতে উষ্ণীষের প্রতিফলিত হীরকখণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! তোমার মাথায় ও কি জ্বল্‌চে?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"হীরক!!"

কুমারী চমকাইয়া বলিলেন :—

"তোমার এত মূল্যবান্ বস্তু আছে!! কই আমাকে তো দাও নি!!"

সরলতার সরলতা দেখিয়া যুবক বিস্মিত হইয়া বলিলেন :—

"শৈবলিনি! আমি রাজসভায় যাই—সমারোহের সময় উপস্থিত, ঐ শোন নহবৎ বাজিতেছে, প্রত্যাগমন করিয়া তোমাকে আমি হীরা প্রদান করিব!"

শৈবলিনী পূর্ব্ব কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কোষস্থ অসি দেখিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু!! তোমার কোমরে ও—কি?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—"তরবার!!

তরবারের নাম শুনিয়া কিশোরী চমকাইয়া বলিলেন :—

"তরবার—তুমি তরবার লইয়া—তীর ধনুক লইয়া—সম্রাটের সভায় জীবন হারাইতে যাইতেছ!! তুমি যে বেশ পরিধান করিয়াছ, লোকে এই বেশে যুদ্ধ করে, তোমাকে যোদ্ধা ভাবিয়া হয়ত যবনেরা বিনাশ করিবে, তোমার জীবনে মায়া নাই!!

চন্দ্রকেতু বলিলেন :

"শৈবলিনি! তুমি বালিকা মাত্র তোমার বুদ্ধি নাই!! বীরেরা কি বীর দর্শনে তাহার জীবন গ্রহণ করে!! এ কথা তোমাকে কে বল্লে!! বীরে বীর সন্দর্শন লাভ করিলে বলের পরীক্ষা করিবে!! সুশীলা! আমি বলের পরীক্ষা প্রদান করিতেই সম্রাটের সম্মুখে গমন করিতেছি; তুমি যাও? আমি ফিরিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিব।

এই বলিয়া চন্দ্রকেতু প্রস্থান করিলেন। শৈবলিনী কতক্ষণ যুবকের গমন পথে চাহিয়া কি ভাবিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বীর সন্দর্শন।

বেলা অপরাহ্ন প্রায়। তপনরাজ অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইবেন, মনে করিতেছেন; সেই কারণে রশ্মিজাল গুটাইয়া তাহাদের তেজকে হীন করিয়া আনিতেছেন। মধুকর মধুকরী সানন্দে পদ্মের মধু খাইতেছে আর আকাশে উড়িয়া সূর্য্যের প্রতি দেখিতেছে, তাহাদের ইচ্ছা যে তপন যেন অস্তে গমন না করেন। তাহারা তপনকে পশ্চিম পথের পথিক দেখিয়া কমলিনীকে মধুর স্বরে ভুলাইয়া আকণ্ঠ মধুশোষণ করিতেছে। বসন্ত-সেনা পঞ্চমস্বরে বিরহী ও বিরহিণীর হৃদয়ের বেগ উথলিয়া দিতেছে। সান্ধ্য প্রস্ফুটিত প্রসূনাবলী সূর্য্যের অস্তগমন নিরীক্ষণ করিয়া কোরক ভাব হইতে প্রস্ফুটিত হইতে চেষ্টা করিতেছে।

এমন মনোহর সময়ে বাদসাহের অভিনব অঙ্গনে মহা সমারোহ হইয়াছে। সভামণ্ডপে রাজকীয় সভ্যগণের মধ্যে মন্ত্রিবেষ্টিত বাদসাহ জাহাঙ্গীর রত্নময় সিংহাসনে বসিয়াছেন। সিংহাসনের প্রতি সোপানে নিয়মিত রূপে ছত্র-দণ্ড চামরধারিগণ তাহাদের কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সভামণ্ডপ অতি মনোরমে সাজানো হইয়াছে। স্বর্ণের উপরে মহা মহামূল্যবান প্রস্তর খচিত হইয়া স্তম্ভাবলীর শিরঃপ্রদেশ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অগুরু, চন্দন, চুয়া ও অপরাপর গন্ধদ্রব্যে চারিদিক আমোদিত রহিয়াছে। মহাবীর জাহাঙ্গীর আজ জগতের একমাত্র সুন্দরীস্বরূপা মিহিরুন্নিশাকে বিবাহ করিবেন সেই আশায় আনন্দিত হইয়া তপনের অস্তগমন

অভিলাষ করিতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সমস্ত ভারত কম্পিত হইবে, কিন্তু তপন তো কাহারো আজ্ঞাকারী নহেন—এই কারণে তপন সম্রাটের অভিলাষানুসারে কার্য্য করিলেন না।

সভামণ্ডপের চারিদিকে দিল্লী নগরের প্রজাবৃন্দ বীরাভিনয় দর্শনার্থে আগমন করিয়াছে। মহা গোলে সভাপ্রাঙ্গণ যেন ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে একটী গোলাকার স্থান রাখা হইয়াছে। সেই স্থানে সেনাপতি মানসিংহের সহিত কুতবখাঁর বলের পরীক্ষা হইবে।

প্রায় তপনরাজ পশ্চিম সাগরে ডুবিতেছেন এমন সময়ে চারিদিকে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। নহবতের বাদ্যের সহিত একটী অশ্বে আরোহণ করিয়া একজন মহাবীর পুরুষ বীরোচিত অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষ, খর্ব্ব আকৃতি ও সুন্দর কান্তি দেখিয়া সকলে চমকাইয়া উঠিল। বীরেন্দ্র সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতল চুম্বন পূর্ব্বক বাদসাহকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ক্রমে অনেক বীর বীরোচিত বেশে সেই সভামণ্ডপে সমাগত হইতে লাগিল। অভিনয়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া সেই বীরবর অভিনয় স্থলে প্রবেশ করিয়া কাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে আর একটী বীরপুরুষ মহামূল্যবান্ বর্ম্ম পরিধান করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

দণ্ডায়মান বীরপুরুষ তাঁহার হস্ত ধরিয়া সদালাপ করিলেন। আর আর বীরেরা চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিল। উভয় বীরের মধ্যে প্রথমটী—ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভূত মহাবীর মানসিংহ। অপরটী কুতব খাঁ। কুতবখাঁ ধার্ম্মিক-প্রবর সের আফগানকে হত্যা করিয়া মিহিরুন্নিশা বিবিকে সম্রাটের হস্তে আনিয়া দিয়াছেন, ইহাতে জাহাঙ্গীর তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বীর আখ্যা প্রদান করেন।

সম্রাটের নিকট হইতে বীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া কুতব খাঁ মনে মনে একজন মহাবীর ভাবিয়া গর্ব্বিত হইলেন। তিনি এই কারণে মানসিংহ বর্ত্তমানে তাঁহার যশঃ প্রকাশিত হইবার উপায় নাই দেখিয়া কোন প্রকারে কপটাচরণে মানসিংহের জীবন গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া, সম্রাটকে বলিয়া এই আনন্দের দিবসে বীরাভিনয়ের স্থির করেন।

বলের পরীক্ষা করা দূরে থাকুক উভয়ে একত্রে দাঁড়াইলেই বোধ হয়—মানসিংহের তেজে কুতবখাঁর দেহ ভস্মীভূত হইতেছে। স্তুতি পাঠক উভয় বীরের স্তুতি ও পরিচয় পাঠ করিল। ঘোষণাকারী চারিদিকে ঘোষণা করিল। উপযুক্ত সময় উপস্থিত দেখিয়া কুতব একটু ম্লান হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখের চারিদিকে হাস্যের তরঙ্গ দেখা যাইল, তাহাতে বোধ হইল, যেন তাঁহার কোন কূট বুদ্ধির আবির্ভাব অন্তরে আছে।

কতক্ষণের পরে মানসিংহ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বলিলেন :—

"কুতব বিলম্বে প্রয়োজন!!

কুতব নিরাশ অন্তঃকরণে বলিলেন :—

"সেনাপতি! আমার একটী কথা আছে, তাহাতে আপনাকে সম্মত হইতে হইবে।

মানসিংহ বলিলেন :—

"তুমি স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করিতে পার?

কুতব বলিলেন :—

"দেখুন, আপনি হিন্দু, আমি যবন। আমাতে আপনাতে কত প্রভেদ। এক জাতি বিভিন্নতায় মনও উভয়ের ভিন্ন। সেই কারণে বলিতেছি একবার অগ্নি ধরিলে, কি উপায়ে নির্ব্বাপিত করিতে পারিব।"

মানসিংহ এ প্রহেলিকার ভাব না বুঝিয়া বলিলেন :—

"সূর্য্য ও চন্দ্র যত প্রভেদ, নদী ও সরোবরে যত প্রভেদ, সমুদ্রে ও পুষ্করিণীতে যত প্রভেদ,—যবনে ও ক্ষত্রিয়ে তত প্রভেদ!! তবে তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা কচ্চো কেন? প্রস্তুত হও?

এই কথা শ্রবণ করিয়া কুতব বলিল ঃ—

"সেই কারণে অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম, দেখুন, পরিণামের কথা বলা কাহারো ক্ষমতা নাই!! আমি যদি আপনার অসিবলে পরাজিত হইয়া জীবন প্রদান করি, তাহা হইলে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আমাকে কবরশায়ী করিবেন। আর আমিও সর্ব্ব সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে—যদি আমার শাণিত অসির আঘাতে আপনি পতিত হয়েন, তাহা হইলে আমি আপনার দেহকে পবিত্র হিন্দুর দ্বারা গঙ্গার তীরে লইয়া ভস্মীভূত করিব।"

কুতবের অসমসাহসিকতার কথা শুনিয়া মানসিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"এ পরীক্ষা সকলের চিত্ত বিনোদনার্থে দেখান হইতেছে। জীবনের কারণ নহে। যদি প্রকৃতিবশে তাহাই ঘটে—তাহা হইলে অবশ্য উভয়েই উভয়ের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে।"

কুতব খাঁ মানসিংহের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অসি যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মানসিংহের হস্তচালনা কৌশলে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই উভয়ের বিচিত্র সমর দেখিতে লাগিল। হঠাৎ কুতব খাঁ একখানি বর্শা পার্শ্বস্থ কোন অনুচরের হস্ত হইতে লইয়া মানসিংহকে মারিতে উদ্যত হইল। যেমন কুতব খাঁ বর্শাটীকে মানসিংহের উপরে নিক্ষেপ করিবে; অমনি কোথা হইতে তদুপরি একটী লৌহ তীর আসিয়া তাহার বর্শাকে দ্বিখণ্ড করিল। কুতব পরাস্ত হইল। সভাস্থ সকলেই তীর ক্ষেপণকারীর কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিহিরুন্নিশা

কুতবের অবৈধ আচরণে মানসিংহ ক্রুদ্ধ হইলেন। মনে মনে তীরক্ষেপণকারীকে ধন্যবাদ দিয়া, তীরক্ষেপণকারীর অনুসন্ধানের কারণ আপনার পার্শ্বচরকে অনুমতি দিলেন। পরে কুতবকে স্বীয় কক্ষ মধ্যে ধারণ করত অশ্ব হইতে লাফাইয়া সম্রাটের পদতলে উপহার দিলেন।

কুতবের সকল আশা বিফল হইল। তিনি অবমানিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। জাহাঙ্গীর মানসিংহের বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, স্বীয় কণ্ঠের মুক্তার মালা তাঁহার গলায় পরিধান করাইয়া বলিলেন :—

"পাপিষ্ঠ কুতব কু-অভিসন্ধিতে তোমার জীবন গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্তু যাহার তীক্ষ্ণ তীরের সাহায্যে সেই বর্শা দ্বিখণ্ড হইয়াছিল, তাহাকে অনুসন্ধান কর, সে বড় সামান্য লোক নহে।"

জাহাঙ্গীর স্বয়ং বীরপুরুষ ছিলেন। বীরের পরীক্ষা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিতেন। মানসিংহ বীরান্বেষণে প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, সকলে স্বীয় স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। সম্রাট— মিহিরুন্নিশাকে বিবাহ করিলেন। এই আনন্দস্রোত কিছু দিন প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একরাত্রে বাদশাহের সুসজ্জিত অন্তঃপুরে মহারাজ্ঞী মিহিরুন্নিশার মহলে, একটী কক্ষে রাজ্ঞী একখানি পুস্তক লইয়া শয্যাতে শয়নপূর্ব্বক পাঠ

করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে সখীবৃন্দ তাঁহার সেবা করিতেছে। এমন সময়ে মহারাজ্ঞী একজন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

" পেসমান!! তুমি সে বীরের আবাসের স্থির কত্তে পেরেচো?"

পেসমান উত্তর করিল—" না "।

মিহিরুন্নিশা রূপবতী :—যদি শরতের মেঘে সময়ে সময়ে চন্দ্র না আবৃত হইতেন, তাহা হইলে শরতের পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মুখের উপমাস্থল হইত। যদি পদ্মের পল্লবোপরি সারি সারি ভ্রমর সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গিমার তুলনা হইত। যদি সৌদামিনী মেঘের কোলে অচলা হইয়া প্রকাশিতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার ললাটের উপরিভাগস্থ কেশরাশির উপমা হইত। যদি সিংহ চতুষ্পদ না হইত, তাহা হইলে তাহার কটীর সহিত বা যদি ডম্বরু জীবনহীন পদার্থ না হইত, তাহা হইলে তাঁহার মাজার সহিত কটীর উপমা হইত। যদি ফণী চঞ্চল না হইত, তাহা হইলে তাঁহার বেণীর সহিত উপমা হইত। যদি দাড়িম্ব বিদীর্ণ না হইত, কুচযুগের উপমার স্থল হইত। যদি বিম্ব আজীবন রক্তবর্ণ ও কোমল হইত, তাহা হইলে তাঁহার অধরোষ্ঠের উপমার স্থল হইত। যদি অরুণ প্রভৃত তেজঃসম্পন্ন না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উষাকালীন বিভা, মিহিরুন্নিশার বর্ণের উপমাস্থল হইত। বিধি বহু কৌশলে এই মনোহারিণী কামিনীর গঠন করিয়াছিলেন। ইহার উপমা, ইহা ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইবে।

মিহিরুন্নিশার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বোধ হয়, বিধি ইহাপেক্ষাও সুন্দরী গঠিতে পারেন, এই কারণে লোকে রতিকে সুন্দরী কহে। মিহিরুন্নিশা পারস্যদেশীয় কোন বণিকের কন্যা। আকবর বাদশাহের রাজত্ব কালে পারস্যদেশীয় এক নির্ধন বণিকদম্পতী বাণিজ্যকরণার্থে পদব্রজে ভারতে আসিতেছিল। আসিবার কালে বণিকের স্ত্রী পূর্ণগর্ভা ছিল। কাবুলের পথে তাহার গর্ভবেদনা উপস্থিত হয়। সেই স্থানে বণিকের স্ত্রী প্রসূত হয়। সেই গর্ভে মিহিরুন্নিশা জন্মগ্রহণ করেন। বণিক দম্পতী দৈন্য

নিবন্ধন সন্তানের পরিপোষণ অসম্ভব জ্ঞানে সেই কন্যাকে কোন বণিককে দান করে। মিহিরের জননী অপত্যস্নেহে কাতর হইয়া, সেই বণিকের নিকট বিনা বেতনে দাসীত্ব স্বীকার করে। ক্রমে শশীকলায় ন্যায় মিহির দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া, ঈশ্বরানুগ্রহে রূপজ্যোতিসম্পন্না হইলেন। তাঁহার অতুল রূপ দেখিয়া, বণিক স্বদেশে প্রস্থান কালে মিহিরকে আকবরের নিকটে প্রদান করেন। আকবর মিহিরের রূপ দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রতিপালন করিতে দেন। আকবরের রাজ্ঞীগণ মিহিরকে কন্যার ন্যায় পালন করেন। তাঁহাদের পালনে মিহির অতুল কান্তিসম্পন্না হইয়া সকলের নয়ন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যৌবন পদবীতে উপস্থিত হইলে, রাজকুমার জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহেন। আকবর কুমারের রাজকার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা দেখিয়া কুমারীকে বর্দ্ধমানের নবাব সের আফগানের সহিত বিবাহিত করান। কুমারীও সেই অবধি জাহাঙ্গীরকে ভুলিতে পারেন নাই। কুমারও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। সের আফগান অন্তঃপুরে যাইয়া কেবল মিহিরের রূপজ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতেন। মিহির তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহাদের বিবাহের দুই বৎসর পরে আকবর কালগ্রাসে পতিত হয়েন। জাহাঙ্গীর সের আফগানের জীবন লইয়া, যৌবনকালের হৃদয়স্থ হৃতরত্নকে আহরণ করিয়া, আজ কয় দিবস হইল বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। মিহির অন্যমনস্কা হইয়া পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। সখীরা তাঁহার তুষ্টিসম্পাদনার্থে গাহিল ঃ—

"কোন বিধি নিরজনে প্রেমনিধি সিরজিল।
কেবল তাহার হৃদে বিচ্ছেদ গরল দিল ॥
বোধ হয় যেই জন ঃ—
কমলে করে সৃজন ঃ—
কণ্টকী মৃণাল করি ঃ—
জলে তারে ডুবাইল ॥

অথবা চন্দনে লয়ে ঃ—
গঠিয়া সুগন্ধ কায়ে—
তার অঙ্গে নব বেশে ঃ—
নাহি ফুল ফুটাইল ॥ ”

মিহির সঙ্গীত থামাইতে বলিয়া পেসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

“ পেসমান ! আমি যে দিন দামোদরে ঝম্পপ্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিশাযোগে আফগানের ভবন পরিত্যাগ করিয়া জলে ঝম্পপ্রদান করি, সে দিনকার কথা তোমার মনে পড়ে ?”

পেসমান বলিল ঃ—

“ স্মরণ হয় ! ! ”

মিহির বলিলেন ঃ—

“ কে আমাদের রক্ষা করিয়াছিল ? ”

পেসমান বলিল ঃ—

“ ঐ তীর ক্ষেপণকারী বীর যুবকের ন্যায় একটী সুন্দর যুবক।”

মিহিরের মনোভাব মিলিল বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। সখীরা পূর্ব্বগীত গাহিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পেসমানের চাতুরী।

পেসমান মিহিরুন্নিশার প্রধানা সহচরী ছিল। মিহির পেসমানকে না দেখিলে ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকিতে পারিতেন না। সের আফগানের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে আকবরের রাজপ্রাসাদেই পেসমান মিহিরের পরিচর্য্যা আরম্ভ করে। তাহার আশা ছিল যে মিহিরের রূপশশী কখন অন্ধকারে থাকিবে না, এক সময় না এক সময়ে উহা জ্যোতিঃপথে আসিবেই আসিবে। সেই ভাবিয়াই পেসমান ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ জাহাঙ্গীরের চক্ষে মিহিরকে পাতিত করে। পেসমানের কৌশলে মিহির জাহাঙ্গীর পাইলেন। জাহাঙ্গীরও মিহির পাইলেন।

সৌন্দর্য্য !! সৌন্দর্য্যের কথা প্রণয়ের মধ্যে লেখা কই!! পবিত্রভাবে সৌন্দর্য্যের কি প্রয়োজন !! অর্থের কি প্রয়োজন !! মিহির ইতিপূর্ব্বে যে বীরের কথা পেসমানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই বীরের চিত্রকে ক্ষণকালের কারণ হৃদয়েও অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অমাবস্যার রাত্রেই নক্ষত্রের আদর হইতে পারে !! পূর্ণিমার নিশায় কে তাহাদের আদর করে !!

মিহিরের যৌবন কাল !! সের আফগানের কুচরিত্রে ও কদাকারে মিহির অত্যন্ত অসন্তুষ্টা হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার যৌবন সমুদ্রের স্রোত সতত প্রবাহমান ছিল। যখন জাহাঙ্গীরের আশা ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় ছিল !! তখন মিহির এক নিশাযোগে জীবন বিনাশকরণেচ্ছায় পেসমানকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

"পেসমান ! আমার ন্যায় অভাগী পৃথিবীতে আর নাই। বাল্যকাল

হইতে মাতা পিতা প্রভৃতির মুখ সন্দর্শনে ঈশ্বর আমার প্রতি বিরোধী হইলেন। যৌবনে জীবনের সুখে ভস্ম ক্ষেপণ করিলাম, তবে কেন মিথ্যা আর এ জীবন বহন করি, চল পেসমান! অদূর প্রবাহিত দামোদরে ঝম্প দিয়া উভয়ে প্রাণত্যাগ করি; কারণ তুমিও আমার কারণ আজন্ম কাঁদিবে; সে ক্রন্দন একেবারে নিঃশেষ করিবে চল।"

পেসমান তাহাতে সম্মত হইল। উভয়ে তৎক্ষণাৎ দামোদরের তীরে যাইল। দামোদরের শ্মশান ভূমিতে যাইয়া উভয়ে ক্ষণেক ক্রন্দন পূর্ব্বক জলে ঝম্প দিল। সেই শ্মশানস্থ দেবাগারে একটী বীর যুবক সে রাত্রিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার নিদ্রা না হওয়াতে তিনি জাগরিত ছিলেন। কামিনীদ্বয়ের ক্রন্দনে তিনি কাতর হইলেন। যখন কামিনীদ্বয় জলে ঝম্প প্রদান করিল, তখন তিনি জীব হত্যা সন্দর্শন মহাপাপ, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করিলেন। মিহির ও পেসমান তীরে উঠিয়া যুবকের অলৌকিক রূপ ও সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া দেবতা ভাবিয়া অনেক বিনতী করিল। যুবক কোন কথার উত্তর না করাতে মিহির তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বীয় জীবনে মায়া ভাবিলেন। মিহির তাঁহাকে বেশ করিয়া চিনিলেন; সেই স্থানে তাঁহার কয় দিবস অবস্থিতি হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় দগ্ধচিত্তে সেরআফগানের প্রাসাদে ফিরিলেন। তাহার পরে কয় দিবস পেসমান সেই বীরের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। সেই ভীষণ বিপদের পরে তিন মাস অতীত হইতে না হইতে মিহির রাজ্ঞী হইলেন। বীরাভিনয় সভায় সেই বীর যুবককে দেখিলেন। মিহির বীর যুবককে দেখিয়া কাতর হইলেন। যে বীর যুবকের করুণায় তিনি জীবন লাভ করিয়া জাহাঙ্গীরের কোমল কর পুনরায় কণ্ঠে ধারণ করিলেন। সেই বীর যুবককে স্বয়ং প্রসাদিত করিতে ইচ্ছা করিয়া তৎপ্রদত্ত জীবনের মূল্য দিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সভাভঙ্গ হইলে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মিহির সারা নিশা যুবকের প্রত্যুপকারের উপায় ভাবিলেন; পরিশেষে পেসমানকে তাঁহার অনুসন্ধানার্থে প্রেরণ করিলেন। পেসমান যখন মিহিরের কারণ জীবন প্রদান করিতেও পারে, তখন সে যে এই কষ্টসাধ্য কার্য্যে সফলতা লাভ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে!! তপনরাজ মধ্যমাকাশে মধ্যমরেখা হইতে অপসৃত হইয়া পশ্চিমমুখী হইবেন মনে করিতেছেন। তিথি অমাবস্যার অষ্টমী; দুই প্রহর হইয়াছে, তথাপি অমাবস্যার ভয়ে চন্দ্র—সূর্য্যের উত্তাপ সহ্য করিয়াও পৃথিবীর নিকটে আশ্রয় লইবার কারণ দুই প্রহর কালেই আকাশের একধারে লগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কুমুদিনী ও সরোজিনী উভয়েই হাসিতেছে। যে যার প্রিয়, সে তাহার প্রতি চাহিয়াই হাসিতেছে। ভ্রমরকুলের আনন্দের সীমা নাই। আজ কাহারো অভিমান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিতে হইতেছে না। কমলিনী না বলিলে—তাহারা কুমুদের মধু পান করিতেছে, আর কুমুদিনী—না বলিলেও—কমলের মধু পান করিতেছে। বিধাতা আজ অভিমানিনীদের মান বিনাশ করিয়াছেন।

এমন মনোহর সময়ে দিল্লীনগরের প্রান্তস্থিত সেই কুটীরের একটী কক্ষে চন্দ্রকেতু একটী কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন। অদ্যও তিনি বীরবেশ পরিধান করিয়াছেন। তরবারির মূলভাগ গণ্ডদেশে লগ্ন করিয়া নিম্ন দৃষ্টিতে কি ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি স্থির হইয়া বলিলেন :—

"মানসিংহ—বীর! তাঁহার নিকট আমার গমন কর্ত্তব্য!! তীরক্ষেপণে বিশ্বাস না করেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইব!! যদি তিনি পরাস্ত হন; তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইব। যদি আমি পরাস্ত হই, ভাগ্য বলিয়া মানিব। তথাপি তিনি আমার হস্ত হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ কথা তিনি ভুলিবেন না। দেখি, গুরুদেবের উপদেশ কতদূর সফল করিতে পারি!!"

শৈবলিনীও সেই অবধি চন্দ্রকেতুকে দেখিতে আসেন নাই

এক্ষণে তাঁহার মনে কি হইল; তিনি বাল্য চপলতা বশতঃ দৌড়াইয়া চন্দ্রকেতুর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে কতক গুলি পুষ্প ছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন যে চন্দ্রকেতু বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি অলক্ষ্যে যাইয়া তাঁহার শয্যায় ঐ ফুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া আসিবেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের আশা মনেই শুকাইল। তাঁহার হস্ত কম্পিত হইয়া ফুলগুলি ভূমে পতিত হইল। তাঁহাকে বিস্মিতা দেখিয়া চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"শৈবলিনি! তুমি আশ্চর্য্য হোলে যে?"

শৈবলিনী একটী একটী করিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! আজো যে তুমি যুদ্ধের পোষাক পরেচো? তুমি কি তরবার ছাড়া—তীর ছাড়া—ধনুক ছাড়া—এক দণ্ডও থাকতে পারো না?"

চন্দ্রকেতু একটু হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন :—

"শৈবলিনি! তুমি যেমন আহারের সময়—আহার না করিলে কাতর হও, অবসর পাইলে ফুলের মালা গাঁথো! তেমনি আমার আবশ্যক হইলেই আমি এই বেশ পরিধান করি, না পরিধান করিতে পাইলে জীবনে ক্ষুব্ধ হই!!"

শৈবলিনী বালিকা বয়স হইতে যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন। তাঁহার স্বভাব এক্ষণে অত্যন্ত চঞ্চল। তিনি পূর্ব্বের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; শেষে বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু!! তুমি মানসিংহকে দেখেচো। তিনি রণে গমন করিলে এই পোষাক পরেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব। তিনি কখন কখন ঐ পোষাক পরে আমাদের বাটীতে আসেন; তাই আমি ঐ পোষাককে যুদ্ধের পোষাক বলিয়া জানি!! আচ্ছা চন্দ্রকেতু! এই চমৎকার সময়ে ফুলবাগানে ভ্রমণ করা অপেক্ষা কি এই তরবার ধারণ করা ভাল?"

চন্দ্রকেতু হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"মৎস্যের বারিই জীবন। বারিহীন হইলে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়।"

ইহা শ্রবণ করিয়া শৈবলিনী বলিলেন ঃ—

"তবে কি তরবারি ও এই পোষাক তোমার জীবন!! আমি মনে ভাবতেম, তুমি আমার ন্যায় ফুল ভাল বাসো, তাই আমি ফুল তুলে আন্‌ছিলেম। কাল আমি তোমার কারণ তরবার লইয়া আসিব, তাহা হইলে তুমি আমাকে ভাল বাসিবে!!"

সরলতার সরলতায় বিমুগ্ধ হইয়া চন্দ্রকেতু চাহিয়া রহিলেন। শৈবলিনী পুনরায় বলিলেন ঃ—

"তুমি ও আমি এক সঙ্গে থাকিলে আমি কেমন প্রফুল্লিত হই, এর কারণ কিছু বুঝ্‌তে পারি না। একথা পিতাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, তিনি বোলেছিলেম, চন্দ্রকেতুর সহিত ভ্রমণ তোমার ভাগ্য!! তাই বোল্‌চি ভাই, তুমি তো তরবার পাইলেই আমার সহিত একত্রে বেড়াইবে। আর আমি তোমার কারণ ফুল আন্‌বো না।"

এই কথা বলিয়া শৈবলিনী চপলতা বশতঃ দৌড়াইয়া প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রকেতু প্রহেলিকা ভাবিয়া অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভিখারিণী বেশে অনুসন্ধান করিতেং পেসমান সেইস্থানে আসিয়া বলিল ঃ—

"ময়! ভুঁখা—হো বৃন্দাবন স্বামী কি জয়!"

পেসমান বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া অনেক হিন্দুয়ানী শিখিয়াছিল। বৃন্দাবনেরও যে ভাব সে তাহা বেশ নকল করিতে পারিত!! সেই কারণে সে গাহিল ঃ—

"তুমি যাও হে বঁধু—কালবঁধু—চাহি না তোমায়।
তোমার হৃদয় ভরা শঠতাতে—শুন শ্যামরায়॥
বৃথা তব সাধনা,— রাই তোমায় চাহে না;
(বঁধু) তুমি যেমন নবীন প্রেমিক—জানা গেছে তায়॥"

যবনীর মুখে বাঙ্গালা গান অতি স্পষ্ট উচ্চারিত হইল, চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া পেসমানকে কোথায় দেখিয়াছেন, মনে করিলেন; কতক্ষণের পরে গীত থামিলে পেসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ভিখারিণি! তুমি কি আমায় কোথাও দেখেচো?"

পেসমান রসিকতার সহিত পূর্ব্ব গীত গাইল।

গানের শেষে চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"ভিখারিণি! তুমি কি বর্দ্ধমানে ছিলে?"

পেসমান পরিচয় প্রদানে প্রয়োজন ভাবিয়া বলিল :—

"হাঁ! আমি সেই দামোদরে—ডোবা মিহিরের—সহচরী!!!

মিহিরের নাম চন্দ্রকেতু ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু ঐরূপ নাম পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তাহা তাহার স্মরণ ছিল। তিনি ভিখারিণীর বেশধারিণী পেসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"সেই মিহিরুন্নিশা কি এক্ষণে মহারাজ্ঞী হইলেন!! আচ্ছা আমার নিকটে কি প্রয়োজন!!

"প্রয়োজন আছে।" বলিয়া পেসমান বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রতধারিণী।

পূর্ব্ব বঙ্গের পদদেশ চুম্বন করিয়া পদ্মাদেবী কলকল স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিশিতেছেন। তাঁহার সেই কলকল নাদে প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ দিগ্বিদিকে প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু প্রতাপের অহিতাচরণে তিনি ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছেন।

সেই স্রোতে একখানি নৌকা ভাসিয়া আসিতেছে। নৌকাখানি স্রোতের প্রভাবে কখন উচ্চে উঠিতেছে, কখন নিম্নে নামিতেছে; যেন কাহাকে হৃদয়ে নাচাইতেছে। নাবিকেরা প্রাণপণে দাঁড় বাহিতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গে তাহারা প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া পদ্মার পূর্ব্ব তীরে পোঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই তরঙ্গসম্পন্না পদ্মার ভীষণ ভ্রূকুটীতে তাহারা ভীত না হইয়া স্বচ্ছন্দে ক্ষেপণী বাহিতে বাহিতে গাহিল :—

" (ঐ) বিদ্যা নামে রূপসী সই বর্দ্ধমানেতে।
ভাল কীর্ত্তি কোল্লে মেয়ে কুলের মাঝেতে॥"

সকলে মিলিয়া একতানে চীৎকার করিয়া গাহিতে গাহিতে দ্রুত ক্ষেপণী বাহিতে লাগিল, যেন সেই চীৎকারে উন্মত্ত হইয়া তাহারা ত্বরায় বাহিতে লাগিল। তাহারা পুনরায় গাহিল :—

" ছিল সে হীরে মাসী :—
জোটালে সুন্দর শশী :—

ভোলালে বিদ্যা ধনী :—

ফুলের মালার ছলেতে।"

এই প্রকার গীত উচ্চস্বরে গাহিতে গাহিতে নৌকাখানিকে ক্রমে তীরে লগ্ন করাইল। নৌকা তীরে লগ্ন হইলে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া নামিতে বলিল।

উপকূলে জলগর্ভ বালুকা থাকায় আরোহী আস্তে আস্তে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া তীরে নামিলেন। আরোহী একজন ব্রহ্মচারী। তাঁহার তীরে পদলগ্ন হইবামাত্রেই পদ ডুবিয়া যাইতে লাগিল। তিনি কত কষ্টে "বিষ্ণু বিষ্ণু!!" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে মৃদু পদবিক্ষেপে কঠিন মৃত্তিকাভাগে উপস্থিত হইলেন।

সময়টীতে সন্ধ্যার আবির্ভাব। কুলের উপরিভাগে একটী কুটীর হইতে একটী দীপশিখা সেই দিকে আসিতেছিল। সেই দীপশিখা লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী উপরে উঠিতে লাগিলেন; কতক্ষণের পর সেই কুটীরের সন্নিহিত হইলেন।

কুটীরের মধ্যে একটী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী কামিনী আহ্নিক করিতেছেন। তাঁহার রক্ষিণীবেশে অপর একটী কামিনী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। আহ্নিক সমাপন করিয়া ব্রতাবলম্বিনী বলিলেন ঃ—

"সুরবালা! আমাদের আশা কি পূর্ণ হবে!!"

ক্রমে তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি কাঁদিতে২ বলিলেন ঃ—

"সুরবালা! বাপ্ চন্দ্রকেতু আমার কোথায় আছে, কেমন আছে। বাপ্ আমার—গুরুদেবের পরামর্শে অহর্নিশা আমার অশ্রু মুছাইবার চেষ্টা করিতেছে। পরমেশ্বর যে আমার কপালে এত কষ্ট লিখেছিলেন তা আর—আমি জানি না। কোথায় রাজরাণী আর কোথায় ভিখারিণী!! দারুণ পরিবর্ত্তন! বাপ্ চন্দ্রকেতু!! আমি তোকে কায়মনে আশীর্ব্বাদ কোচ্চি। বাপ্‌রে! আমি এক নিমিষও যদি স্বামিপদে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদবলে তুমি সিদ্ধকাম হইয়া, অবিলম্বেই আমাকে

"মা" বোলে আমার তাপিত হৃদয় শীতল কোরবে!! বাপ্‌রে! আমার প্রাণ কি কঠিন!! 'আমি ভাবিসম্পদাশয়ে, তোর বিরহও সহ্য কোচ্চি!! বাপ আমার—অনিদ্রায়—অনাহারে, পিতৃহন্তার জীবন লইবে বলিয়া কত আয়াসই স্বীকার করিতেছ!!"

কামিনী এই প্রকার বিলাপ করিয়া স্বীয় গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়নাশ্রু মুছিলেন।

সুরবালা স্বীয় অঞ্চল লইয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইতে লাগিল। কতক্ষণের পরে কুটীরের মধ্যে ব্রহ্মচারী আসিয়া একেবারেই জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"আনন্দময়ি! মা আমার—কেমন আছো!!"

কামিনীর নাম আনন্দময়ী, মৃত মহারাজ বসন্তরায়ের পত্নী। আনন্দময়ী শোকে অধীরা হইয়া "গুরুদেব!" শব্দে ক্রন্দন পূর্ব্বক তাঁহার চরণমূলে পতিত হইলেন। সুরবালাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারীর আদেশে সুরবালা, ব্রতাবলম্বিনীকে উত্তোলন করিলঃ—

ব্রতধারিণী আনন্দময়ী ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"গুরুদেব! আমার চন্দ্রকেতু কেমন আছে? বাপ আমার কত আয়াসই সহ্য করিতেছে!! ওঃ মাগো!"

আনন্দময়ী কত ক্ষণের পরে ধৈর্য্য লাভ করিয়া বলিলেনঃ—

"গুরুদেব! আমার চন্দ্রকেতু কোথায়!!"

গুরুদেব আনন্দময়ীকে প্রবোধ দিবার কারণ বলিলেনঃ—

'আনন্দময়ি! তুমি বীরকুমারী, বীরপত্নী, তোমার মনে কি প্রতিহিংসার লেশ মাত্র চিত্রিত হয় নাই!! দুরাত্মা প্রতাপাদিত্য তোমার কি দুর্দ্দশাই না করিল? তোমার স্বামীকে বিনাশ করিল, তোমাকে পথের ভিখারিণী করিল, চন্দ্রকেতুর জীবনের প্রতি কটাক্ষ করিল। এতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার কে সহ্য করিতে পারে? স্বয়ং সর্ব্বংসহ পারেন কি না সন্দেহ!! আনন্দময়ি! তুমি বহুপুণ্যবলে চন্দ্রকেতুরূপ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছ। ভবিষ্যতে সেই অলোকসামান্য ধৃতিমান্ চন্দ্রকেতুর তেজে যশোহরের সিংহাসন

ব্রহ্মচারী স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আনন্দময়ী শোকে আকুল হইলেন। ব্রহ্মচারী গমন করিলে, তিনি "হা চন্দ্রকেতু!!" বলিয়া ভূমে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। স্বামী-বিচ্ছেদ ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে, পুত্র মুখ সন্দর্শন বিরহে আনন্দময়ীর মূর্চ্ছাই জীবনের প্রধান বস্তু হইয়া উঠিল। তিনি শয়নে, স্বপনে "চন্দ্রকেতু" শব্দ, উচ্চারণ করিয়া জীবিত রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যুপকার।

বেলা অপরাহ্ন; তপনরাজ পৃথিবীর লীলাখেলা দেখিতে দেখিতে এক দিক হইতে অবসর লইয়া অপর দিক পরিদর্শনার্থে গমন করিলেন। রক্তিম মেঘাবলী স্তরে স্তরে আকাশপটে চিত্রিত হইল। গোপালেরা গোধুলী উপস্থিত ভাবিয়া গোগণকে গৃহে ফিরাইতে লাগিল। পক্ষিকুল শাখিকুলের আশ্রয় লইল। পৃথিবীর আহ্নিক গতির অর্দ্ধেক কার্য্য শেষ হইল।

দিল্লীনগরের এক প্রান্তে একটী মনোহর উদ্যান বাটী। বাটীটীর চারি-ধারে প্রস্তরের প্রাচীর; সম্মুখে প্রশস্ত সিংহদ্বার। উদ্যানের দীর্ঘ প্রস্থ নয়নগোচর হয় কি না সন্দেহ। উদ্যানের মধ্যে দক্ষিণদ্বারী একটী ত্রিতল মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদ। প্রাসাদের চারিদিকে গজদন্ত নির্ম্মিত বাতায়ন পল্লব বিবিধ রঙ্গের প্রস্তরাবলীর দ্বারা কারুকার্য্যে স্তম্ভাদি শোভিত। প্রাসাদটী দেখিলে, শোচীর শোক দূরে যায়, হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। উদ্যানটীও বেশ সাজানো, একধারে একটী গভীর পুষ্করিণী, যেন গভীর খনন করিয়া

বহু নিম্ন হইতে তথায় জল প্রকাশিত করিতে হইয়াছে। পুষ্করিণীর জলে এখনও দু-একটী জলচর পক্ষী ক্রীড়া করিতেছে; তীরে প্রস্তরময় সোপান; উপরে মর্ম্মর প্রস্তরের বেদিকা। বেদিকার চারিধারে পুষ্পকুঞ্জ। কুঞ্জের মধ্যে কৃত্রিম প্রস্রবণ!! অতি মনোহর চিত্র!! সেই মনোহর বেদিকায় অম্বরের একমাত্র বীর মানসিংহ বীরবেশে উপবেশন করিয়া আছেন।

মানসিংহ স্বীয় তরবারিকেযের উপরে স্বীয় গণ্ডদেশ সংরক্ষণ পূর্ব্বক কি ভাবিতেছেন। তাঁহার মস্তকের উষ্ণীষ বিভিন্ন হইয়া অপর স্থানে পতিত আছে। মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাশিকে অনাবৃত পাইয়া পবন তাহা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

প্রকৃতি শোভায় ও স্বীয় হৃদয়স্থ ভাবনায় মানসিংহের মন একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। তিনি অস্থির হইয়া মনের কথা মনে না রাখিতে পারিয়া প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেনঃ—

" বাদসাহের প্রিয় পত্নী মিহিরুন্নিশা—আমি ক্ষত্রিয়রাজ ও বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ!! উভয়ে যখন সেই উপকারীকে উপকৃত করিতে পারিলাম না, তাহার সন্দর্শন লাভ করিতেও পারিলাম না, তখন সেই জীবন-প্রদানকারী—কোন দেবতা—না—গন্ধর্ব্ব!! না—দেবতাই বা—কেমন কোরে হ'বেন; রাজ্ঞী তাঁহাকে বর্দ্ধমানে দেখিয়াছেন। রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিলে চিনিতেও পারেন!!"

মানসিংহ ক্ষত্রিয়, নীতি অনুসারে প্রত্যুপকার করিবার চিন্তায় রত হইলেন। কতক্ষণের পর আবার তাঁহার মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেনঃ—

" বাদসাহের অনুমতি, প্রিয় রাজ্ঞীর অনুমতি—আমার হৃদয়ের ভাব, এই তিন বজ্রসম দ্রব। তাঁহার উপকারার্থে ব্যস্ত—এই তিন একত্র হইলে সেই বীর যদ্যপি অর্থহীন হয়—অর্থ প্রাপ্ত হইবে, রাজ্যহীন হয়—রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, সংসারে বৈরাগী হয়—পুনঃ নবসংসার প্রাপ্ত হইবে!! তথাপি আমি মানসিংহ, আমার জীবন কাহারো নিকটে বিক্রীত থাকিতে পারিবে না।"

মানসিংহ নানা প্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়াছেন। তপনের শ্বেত প্রভা মাত্র অল্প ক্ষণের কারণ পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। এমন সময়ে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যশালী বীরপরিচ্ছদ পরিধান করত চন্দ্রকেতু তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন।

অসির ঝনঝনায়—মানসিংহ সতর্ক হইয়া সম্মুখে চন্দ্রকেতুর দেব তুল্য কান্তি দেখিয়া সসম্ভমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কুমার চন্দ্রকেতুও মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন। মানসিংহ স্বীয় তরবারি তাঁহার মস্তকে স্পর্শ করিয়া অভয় প্রদান করিলেন। উভয়েই নির্ব্বাক ভাবে রহিলেন। চন্দ্রকেতু মানসিংহের বীর প্রভা দেখিতে লাগিলেন। মানসিংহ চন্দ্রকেতুর বীরশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই বিস্মিতভাব ধারণ করিলেন!

কতক্ষণের পরে মানসিংহ বলিলেন:—

"বীরবর! তোমার পরিচয় কি প্রকারে জানিব!!"

চন্দ্রকেতু মনে মনে হাসিলেন। মহাবীর মানসিংহ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন তাহাও বুঝিলেন, কতক্ষণের পরে বলিলেন:—

"সেনাপতি! যদি আমার পরিচয় জানিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে এইমাত্র জানিবেন, আমি তরবারির ক্রীত দাস। যদি আমার বংশের পরিচয় জানিতে চাহেন, তাহা হইলে এইমাত্র জানিবেন—যে যে, যশোরেশ্বরের প্রতাপে আকবরের মহাপ্রতাপী সেনাপতি আজিজ পরাস্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই বীরাগ্রণী মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু!!"

মানসিংহ চমৎকৃত হইলেন। বসন্তরায়ের প্রতাপে দিল্লীশ্বর কম্পিত হইতেন, তিনি তাহা জানিতেন। মানসিংহ কুমারের তেজোযুক্ত বাক্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া কুমারকে অলিঙ্গন করিলেন।

কুমার অপ্যায়িত হইয়া মানসিংহের পদস্পর্শ করিলেন। মানসিংহ এই বিংশতি বর্ষীয় যুবকের আশ্চর্য্য বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া আরো কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"কুমার ! কি অভিলাষে তোমার প্রবাসে পরিভ্রমণ হইতেছে।"

কুমার সগর্ব্বে বলিলেন :—

"পিতৃঘাতীর বক্ষের শোণিত কি উপায়ে আহরণ করিব, সেই উপায়ের—অনুসন্ধানের ইচ্ছায় !! জননীর অশ্রু—কি নিধি দিয়া মুছাইব—সেই রত্ন সংগ্রহের ইচ্ছায় !!"

মানসিংহ ইতিপূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের নৃশংস ব্যবহার শুনিয়াছিলেন। তিনি বীর কুমারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"কুমার ! এখানে কি অভিলাষে আগমন হোয়েচে !!"

চন্দ্রকেতু মানসিংহের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবার কারণ বলিলেন:—

"অসতর্ক বীরকে—দেখিবার কারণ !"

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"অসতর্ক বীর কে ?"

কুমার উত্তর করিলেন :—

"আপনি।"

মানসিংহ আশ্চর্য্য—হইয়া বলিলেন :—

"আমি—আমি—অসতর্ক !!"

কুমার মৃদুহাস্যে বলিলেন :—

"সেনাপতি ! বোধ হয় এখনো আপনার রণাভিনয়ের কথা স্মরণ হয় !! কোন বীর—প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরে বিশ্বাস করিয়া অভিনয় প্রদর্শন করায় !! সেনাপতি !! কুতবখাঁর কথা স্মরণ করুন !! আপনার জীবনের কথা স্মরণ করুন !!"

সেনাপতি কুমার চন্দ্রকেতুর বিচক্ষণতায় পরাজিত হইলেন। শেষে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"কুমার ! তুমিই কি তীর ক্ষেপণে বল্লমচ্ছেদন করিয়া আমার জীবনকে সেই বিশ্বাসঘাতক কুতবখাঁর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলে ?"

চন্দ্রকেতু স্বীয় তূণ হইতে অপর একটী তীর বাহির করিয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি! আমার পিতার রাজ্যের আর কোন বিষয়েরই আমি অধি-পতি হই নাই!! আমার জননী আমাকে এইরূপ দুইটী পিতৃদত্ত তীর প্রদান করিয়াছেন মাত্র। তাহার একটীতে আপনার জীবন রক্ষা করি-য়াছি, অপর এইটীতে পিতৃহন্তার বক্ষের শোণিত পান করিব। বিশ্বাস না হয়—সেই তীরের সহিত ইহাকে মিলন করুন!!"

মানসিংহ সে তীর দেখিয়াছিলেন; এ তীরের সহিত তাহার মিলন হওয়াতে তিনি চন্দ্রকেতুর বীরত্বে ও সাহসিকতাতে একেবারে পুলকিত হইয়া চন্দ্রকেতুকে জীবনরক্ষক জানিয়া তাহার নিকটে আপনাকে ভদ্র-তার—অনুরোধে হীন স্বীকার করিয়া. ত্বরায় চন্দ্রকেতুর উভয় হস্ত স্বীয় হস্তে ধারণ করিলেন।

চন্দ্রকেতু মানসিংহের এবম্বিধ সৌজন্যে পরিতুষ্ট হইয়া বিনম্রভাব অবলম্বন করিলেন।

মানসিংহ স্বীয় আশাকে চরিতার্থ করিবার কারণ স্বীয় জানু প্রদেশ অর্দ্ধ বক্র করিয়া জীবনরক্ষক চন্দ্রকেতুর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার কারণ স্মিত নয়নে কাতরতার সহিত বলিলেন:—

"কুমার! তুমি আমার জীবন—বিশ্বাসঘাতক যবনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছ। যদি তুমি আমা অপেক্ষা মান্যে বা বয়সে লঘু;—তথাপি তোমার গুণ আমার নিকটে আমাপেক্ষা গুরু, অতএব আমি—হৃদয়ের সহিত বলিতেছি; যে—তুমি জীবন রক্ষা করিয়া আমার জীবন ক্রয় করি-য়াছ। আমি সেই জীবনের কারণ তোমাকে উপকৃত করিয়া আমার জীবন ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করি!! তোমার কি অভিলাষ বল!!"

কুমার—মানসিংহের সৌজন্যে একেবারে মোহিত হইয়া স্বয়ং জানু পাতিয়া যোড় হস্তে বলিলেন:—

"সেনাপতি! আমাকে মার্জ্জনা কোর্ব্বেন। আমি যত দিন না আমার জননীর নয়নের—অশ্রু মুছাইতে পারিতেছি, যত দিন না আমার কোষসুপ্ত অসিকে জাগরিত করিতে পারিতেছি, তত দিন কাহারো নিকটে

পুরস্কৃত বা উপকৃত হইতে ইচ্ছা করি না! যখন প্রবাসই—আমার—আশ্রয়, তখন উপকারে কি প্রয়োজন!"

কুমারের কণ্ঠ বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; কুমারকে উভয় হস্তে ধরিয়া তুলিলেন;—শেষে বলিলেন :—

"কুমার! আমি জীবনকে বিক্রীত রাখিতে ইচ্ছা করি না। তোমার জীবনের—কি অভিলাষ সফল করিতে হইবে বল; আমি তাহা জীবন সত্বে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত আছি। আরো বলি শ্রবণ কর। স্বয়ং বাদসাহ ও তাঁহার প্রিয়পত্নী মিহিরুন্নিশা তোমাকে পুরস্কৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। যখন তোমার সন্দর্শন লাভ করিয়াছি—তখন তাঁহাদের সমক্ষে তোমাকে আমন্ত্রিত করিব। তখন তুমি কি বলিবে?"

কুমারেরর নয়নে উজ্জ্বলতা আবিভূর্ত হইল, কুমার বলিলেন :—

"আমি যে ব্রত উজ্জাপন করিবার কারণ যে বস্তুর অন্বেষণ করিয়া দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছি, যদি কোন মহাত্মা আমাকে সেই বস্তু প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলেই গ্রহণ করিব, নচেৎ অন্য আশা করি না।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে যাহা ভারতের বাদসাহ জাহাঙ্গীর দিতে পারেন না! সে দ্রব্যটী কি?"

কুমার তেজোভরে বলিলেন :—

"আমার পিতৃহন্তার বক্ষের শোণিত!!"

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"কুমার যে মানসিংহের প্রতাপে সমস্ত ভারত কম্পিত, যে বাদসাহের মাহাত্ম্যে পৃথিবী চঞ্চল, তাঁহারা তোমার এই সামান্য উপকার করিতে পারিবেন না? কুমার আরো কোন উচ্চ আশা প্রকাশ কর?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"উহাপেক্ষা উচ্চ আশা চন্দ্রকেতু গুরুদেবের নিকটে শিক্ষা করে নাই !!"

চন্দ্রকেতু অবনত মস্তকে রহিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আশা সফল করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রতাপাদিত্য।

যে রাজ্যের উত্তরে প্রাকৃতিক দুর্গবেশে প্রাক্‌জ্যোতিষ্‌পুর জ্যোতিঃ পথ অবধি আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। যে রাজ্যের পূর্ব্বে দেবদেব মহাদেবের কৈলাস্থল বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহার দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সংবেষ্টিত মহারণ্যানী সংবেষ্টিত মহা সমুদ্র সতত চঞ্চলমান-ভাবে অবস্থান করিতেছে। যে রাজ্যের পশ্চিমভাগে কলনাদিনী পবিত্র-কারিণী গাঙ্গিনী প্রবাহিতা হইতেছে। সেই চতুঃসীমাবদ্ধ বঙ্গ রাজ্যাংশকে পূর্ব্ববঙ্গ কহে। পূর্ব্ব বঙ্গ রাজ্যের রাজধানী যশোহর নামে খ্যাত হইয়া অপরাপর রাজগণের যশঃ হরণ করত স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছে।

প্রতাপাদিত্য পূর্ব্ববঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছেন। প্রতাপের প্রতাপে পূর্ব্ব বঙ্গে মেঘ উপযুক্ত সময়ে বরষিত হইতেছে। পবনদেব নিয়মিত সময়ে প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত প্রকৃতিই প্রতাপের প্রতাপে কম্পমান।

স্বর্ণে সোহাগা মিশ্রিত হইলে স্বর্ণের রূপাধিক্য প্রদর্শিত হয়, কিন্তু পিতলে সোহাগা মিশাইলে কি ফল হইবে। প্রতাপের নিষ্ঠুরান্তঃকরণ থাকা প্রযুক্ত কেহই সন্তুষ্ট নহে। যে রাজার উপরে প্রজার ভক্তি নাই, সে রাজার রাজ্য করা বৃথা!!

প্রতাপ স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিয়া পিতৃব্য বসন্তরায়কে নিহত করিয়া তাঁহার পরিজনগণকে নাশ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছেন। মহারাণী আনন্দময়ী—সামান্যবেশে প্রস্থান করিয়া ও বসন্তরায়ের বংশধর চন্দ্রকেতু বিরাগী হইয়া জীবন রাখিয়াছেন। নচেৎ প্রতাপের কুটিল দৃষ্টিতে সকলেই নিহত হইতেন।

যশোহর নগরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ; প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে গড়খাই। মধ্যস্থলে অতি স্বচ্ছ স্ফটিকে গঠিত রাজভবন, সভাভবন, অন্তঃপুর প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছে। রাজপথ, রাজদেবালয়, রাজসরোবর, রাজ উপবন প্রভৃতিতে নগরটী—অতি মনোরম ভাবে সজ্জীভূত রহিয়াছে। অদ্যাবধি প্রতাপাদিত্যস্থাপিতা যশোরেশ্বরী মূর্ত্তি যশোহরে বিরাজিতা আছেন।

নগরের শোভা দেখিলে ইন্দ্রালয়কে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। মন্দুরায় সহস্র সহস্র অশ্ব হ্রেষারব করিতেছে! গজালয়ে সহস্র সহস্র গজ বৃংহিত করিতেছে। সৈনিক বিভাগে, পদাতিক, স্বাদী, নিষাদী প্রভৃতি প্রস্তুত রহিয়াছে। অস্ত্রালয়ে আগ্নেয় ও হস্তচালনার অস্ত্র রাশি রাশি রহিয়াছে জনপদবর্গ যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পাবলীর ন্যায় চারিদিকে শোভিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্য শোভা।

এমন শোভাময় বঙ্গরাজ্যের রাজসভায় সিংহাসনোপরি মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমাত্য—সভ্য ও মন্ত্রিগণ বেষ্টিত হইয়া যেন মণ্ডল পরিবেষ্টিত

গগনপটস্থ রাখী পূর্ণ শশীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। প্রতাপাদিত্যের প্রতাপে সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন। কোন একটা অশুভ ঘটনা অতি ত্বরায় সজ্বটিত হইবে তাহার ভাবনায় সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তিনি প্রফুল্লিত হইয়া আছেন। সভাজনের বিনম্রতায় যেন সভার সমস্ত শোভাই ম্রিয়মাণ প্রায় হইয়া রহিয়াছে। স্ফটিক নির্ম্মিত স্তম্ভাবলীর—চারিদিকে নানাবিধ মণি সংযুক্ত স্বর্ণখচিত বিবিধ কারুকার্য্যে সভাজনের হৃদয় পুলকিত না করিয়া হীনদীপ্তি হইয়া রহিয়াছে। প্রতাপের মস্তকের মুকুট সর্ব্বদাই কম্পিত হইতেছে। চামরী ও দণ্ডধারী প্রভৃতি কম্পিত হইয়া গোপানপথ হইতে স্খলিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে।

সভ্যগণের মধ্যে যাহার যাহা প্রয়োজন ছিল তাহা ক্রমে সমাপ্ত হইল। সকলেই গৃহে ফিরিলেন। কেবল মন্ত্রীর সহিত মহারাজ প্রতাপ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। ক্রুরমতি মন্ত্রী মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"মহারাজ! আর সকলকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সর্প ও অগ্নি ইহাদের বিশ্বাস কোন মতে হয় না। চন্দ্রকেতুকে বিশ্বাস নাই। মহারাণী আনন্দময়ীকেও বিশ্বাস নাই!! আমার বিবেচনায় ইহাঁদের সত্বর ধ্বংস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গল কার্য্য!!"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় অভিলাষমত মন্ত্রণা শ্রবণ পূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে বলিলেন ঃ—

"আমি মহারাণী আনন্দময়ীর গুপ্তবাসের সংবাদ পাইয়াছি, তাঁহাকে বন্দিনী করিতে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে চন্দ্রকেতুকে করায়ত্ত করিতে পারিলেই আমার হৃদয়ের উদ্বেগ দূর হয়।"

এই প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে রক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল যে "মহারাণী—বন্দিনী হইয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে সভামণ্ডপে আনয়ন করিতে বলিলেন।

সেনাগণ ভিখারিণীবেশধারিণী আনন্দময়ীকে রাজসভায় আনয়ন করিল। ও দিকে যশোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা প্রতাপের ক্রূরাচরণে কম্পিত হইলেন। তিনি কি উপায়ে প্রতাপকে পরিত্যাগ করিবেন, তাহার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। প্রতাপের অচলা ভক্তি প্রভাবে তিনি প্রতাপকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। তিনি একদা প্রতাপকে উপদেশচ্ছলে কয়েকটি কথা বলিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন ঃ—

"প্রতাপ! ভক্তিতে মানবে ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিতে পারে; তুমি সংসারে যাহাই করো কিন্তু ঈশ্বরে অচলা ভক্তি থাকিলেই তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না। তুমি যে দিবস সতী নারীর কিম্বা অবিবাহিতা কুমারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপণ করিবে, সেই দিবস আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব। ধনলোভ মহালোভ। ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে মানবের পূর্ব্বকথা স্মরণ থাকে না।"

আজ প্রতাপের তাহাই হইল। তিনি ধনগর্ব্বে ঈশ্বরীকে ভুলিলেন; স্বচ্ছন্দে সিংহাসন হইতে নামিয়া সকলের সমক্ষে পিতৃব্যপত্নীকে অবমাননা করিবার কারণ তাঁহার কেশ ধরিলেন।

সতীর নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। স্বামীর শোকেও পুত্রবিচ্ছেদে সতী একেবারে কাতরা হইয়াছিলেন, এক্ষণে এবম্প্রকার অপমানে তিনি একেবারে উন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে জ্যোতি প্রকাশিত হইতে লাগিল।

প্রতাপ তাঁহার কেশ ধরিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবার কারণ বলিলেন ঃ—

"সিংহ শাবক ধরিতে প্রয়াস পাইলে হরিণী কতক্ষণ শিশুকে লুকাইতে পারে!! ভিখারিণি! তুমি সে আশা পরিত্যাগ করো, বল—চন্দ্রকেতুকে কোথায় রেখেছো, বল??"

মহারাণী আনন্দময়ী তাঁহার কথার ভাব সংগ্রহ করিতে না পারিয়া

উন্মত্তের ন্যায় প্রতাপের মুখের প্রতি ভীষণ কটাক্ষে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিলেন, শেষে হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—

"ঐ দেখ, ঐ দেখ, একটা চাঁদের উপরে—একটা চাঁদ, তাহার উপর—আর একটা চাঁদ !! আহা কি শোভাই হোয়েচে !! আমার চন্দ্রকেতু ঐ চাঁদের ভিতর আছে !! তুই কি চাঁদ খোতে পারবি !!"

প্রতাপাদিত্য দেখিলেন, তাঁহার পিতৃব্যপত্নী উন্মত্তা হইয়াছেন। আনন্দময়ীর এই ভাব সন্দর্শন করিয়া পুনরায় প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রশ্ন করিলেন। এবারেও তিনি আনন্দময়ীর নিকট হইতে পূর্ব্ব উত্তর পাইলেন।

এইরূপে আনন্দময়ীকে অপমানিতা করিয়া তিনি তাঁহাকে বন্দিনী করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পেসমানের প্রয়াস

এ দিকে প্রতাপাদিত্য স্বীয় মনের অভিলাষমতে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা করিয়া জীবনকে প্রফুল্লিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতায় সতীর অঙ্গে

পতিত হইতে লাগিল। শিশু কাঁদিতে লাগিল। নির্ঘোষ চমকাইতে লাগিল। স্বয়ং যশোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী চঞ্চলা হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ও দিকে কুমার চন্দ্রকেতু মানসিংহের নিকটে পরিচিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনের বীজ রোপণ করিলেন। মহারাণী মিহিরুন্নিশা সেই সংবাদ পাইলেন। সহচরী পেসমান মহারাণীকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলেন। মিহির আনন্দিত চিত্তে চন্দ্রকেতুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় পেসমানকে পাঠাইলেন। পেসমান অতি চতুরা ও বিশ্বাসিনী ছিল। সে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় ব্রজবাসিনী সাজিয়া ভিক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া রাজপথের বাহির হইল।

তপনদেব মধ্যম পথে আসিয়া পৃথিবী রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে তাহা জানিবার কারণ চারিদিকে কিরণরূপ আঁখিদৃষ্টি ক্ষেপণ করিতেছেন। এমন সময়ে চন্দ্রকেতু সেই কুটীরের মধ্যে একটী কাষ্ঠাসনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন কাতর হইয়া উঠিল। তিনি অস্থির ভাবে বলিলেন ঃ—

"মানসিংহ—কৃতজ্ঞ—ক্ষত্রিয় বীর—কেনই না কৃতজ্ঞ না হবেন। আমি মানসিংহের সহায়ে রাজ্য পাইব! বঙ্গ ও দিল্লী বহু দিবসের পথ, তবে শৈবলিনীর কি হইবে!! আমার হৃদয়ে শৈবলিনী অঙ্কিত হইয়াছেন, কিন্তু স্বকার্য্য সাধন ভিন্ন দারপরিগ্রহ করা গুরুদেবের অনভিমত; তবে আমি কি করিব! না—মিছা ভাবনায় প্রয়োজন নাই!!"

চন্দ্রকেতু মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। এমন সময়ে পেসমান বাহিরে আসিয়া গাহিল ঃ—

"(বলি) আর কেন শ্যাম, গুণমণি—নিশি যে পোহায়।
গগনের মাঝে হের শশী যে পলায়॥
চেয়ে দেখ বনমালী ঃ—
কেন কর চাতুরালী ঃ—

দেখ দেখ শুকতারা শোভিছে শোভায় ॥
যাও হে তুমি প্রাণহরি ঃ—
চাহে না তোমায় কিশোরী ঃ—
নবীনা কামিনী জ্বলে বিরহজ্বালায় ।"

চন্দ্রকেতু সঙ্গীত ভাল বাসিতেন। তিনি একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন; সঙ্গীত যতক্ষণ হইল ততক্ষণ শ্রবণ করিলেন; সঙ্গীত থামিলে আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে পেসমান চন্দ্রকেতুর সন্মুখে আসিয়া গাহিল ঃ—

"কেন ভাব কালা-ধন।
ব্রজপুরী তেয়াগিয়া ঃ—
হ'য়েছ রাজন ॥
কি শোভা হোয়েছে তব ঃ—
উজলিয়া রাজভব ঃ—
বামে শোভে কুব্জা রাণী
ভুবনমোহন ॥
মনে কর শ্যামরায় ঃ—
কি বলিলে গোপিকায় ঃ—
ধরি নানা ছলনায় ঃ—
হরিলে হে মন।"

পেসমান আশ্চর্য্য হইয়া গাহিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু শুনিলেন। চন্দ্রকেতু পেসমানকে বর্দ্ধমান হইতে চিনিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"পেসমান তুমি কি আশায় এসেছো ?"

পেসমান উত্তর করিল ঃ—

"মহারাজ্ঞীর স্মরণ জানাইতে আসিয়াছি !!"

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইলেন। কতক্ষণের পরে বলিলেন ঃ—

"পেসমান! তোমার স্মরণ হয় কি? আমি যে দিবস বর্দ্ধমানে মিহিরের কথা অবহেলা করিয়া তাঁহাকে বলি ঃ—"যে যে অবধি আমার ব্রত সমাপ্ত না হয়, সে অবধি আমি কাহারো সম্মান রক্ষা করিতে পারি না।" আজিও আমার সেই কথা। আমি সামান্য লোক। তিনি এক্ষণে মহারাজ্ঞী; তবে যদি ধর্ম্মপথে চাহিয়া আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েন, তাহা হইলে আমার ভাগ্য!! তিনি আমার ব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিলে পুরস্কার লইব; নচেৎ চন্দ্রকেতু কখন কাহারো প্রত্যাশী নহে!!"

পেসমান প্রস্থান করিল।

সহচরীর মান্যার্থে—চন্দ্রকেতু গাত্রোত্থান করিলেন। পেসমান ক্রমে কুটীরের বাহির হইল। চন্দ্রকেতু পূর্ব্বমত বসিলেন—বসিয়া কত কি ভাবিলেন; পরে আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"শৈবলিনী, শৈবলিনী কে? শৈবলিনীকে আমি কেন ভাবি। আমার হৃদয়—তাঁহার কারণ কেন কাতর হয়। মহারাণী—মিহিরুন্নিশা ঃ—পাপিষ্ঠা মিহিরুন্নিশা; স্বামীর জীবন নাশকারিণী মিহিরুন্নিশা, তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমার প্রয়োজন!! আমি ইচ্ছা করি না।"

এই প্রকার ভাবনাসমুদ্রে চন্দ্রকেতু ভাসিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শৈবলিনীর প্রয়াস।

পোসমান গমন করিলেও চন্দ্রকেতু ভাবনাসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। কত কি ভাবিলেন, তাহার স্থির করিতে পারিলেন না। যখন যাহা মনে আসিতে লাগিল, তখনিই তাহার ন্যায়মত মীমাংসা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু কখন স্বকার্য্যের বিষয় ভাবিলেন। কখন প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার বিষয় ভাবিলেন, কখন জননীর দুঃখের কথা ভাবিলেন। কখন আপনার প্রবাস পরিভ্রমণের কারণ ভাবিলেন। নানা ভাবনারূপ সরিৎ প্রবাহিত হইল। তিনি তাহার উপরে ভাসিতে লাগিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন তন্ময় হইয়া আসিল। তিনি অস্থির হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন ঃ—

"এক দিকে পিতৃহন্তার বক্ষের শোণিত, জননীর নয়নের অশ্রু, গুরুদেবের উপদেশ ঃ—আর এক দিকে শৈবলিনীর বাল্য সৌদামিনী মূর্ত্তি!! এতগুলি কার্য্য আমাকে সংসাধন করিতে হইবে। আমি বাতুল, নচেৎ এভাব মনে ভাবি কেন? আমার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আশ্রয় নাই; আমি পথের ভিখারী;—ভিখারী কি?—ভিখারীরা জীবনের ভয় করে না, আমি এমন অসহায় যে—আমার জীবনের কারণেও আমি ভীত!! ভিখারীর অধম! তবে আমি এ আশা মনে কেন করি!! সাহায্যের প্রত্যাশায়!! বাদসাহের প্রিয়পত্নী সিহিরের উপকারের প্রত্যাশায়—না মহাবীর মান-সিংহের প্রত্যাশায়!! না—আর ভাবিব না।"

যুবক চন্দ্রকেতুর মনে অভিমানে উদয় হইল। তিনি অসহায় ভাবিয়া মনের উচ্চ আশাকে নিম্ন করিলেন। যদিও তাঁহার সহায় নাই, কিন্তু ব্যাঘ্র কোন কালে বশ্যতা স্বীকার করে!! মহাপ্রতাপী বসন্তরায়ের পুত্র চন্দ্রকেতু!! তিনি সহজে হীনমতি হইবার নহেন। যদিও তাঁহার রাজ্য নাই, তথাপি তাঁহার উচ্চ আশা ভিন্ন অন্য কোন ভাব মনে উদয় হয় না।

চন্দ্রকেতু অভিমানে কাতর হইয়া বলিলেন ঃ—

"না। ভিক্ষা—সাহায্য ভিক্ষা! আর করিব না!! যদি মানসিংহ কৃতজ্ঞ হয়েন, তিনি আমার উপকার করিবেন। জননীর আশীর্ব্বাদ থাকে তো আমি পুনরায় রাজসিংহাসন পাইব; নচেৎ জননীর পাদপদ্ম হৃদয়ে ভাবনা করিতে করিতে এ লীলা সম্বরণ করিব।—শৈ—ব—লিনী!! অমৃতের আধার—না—অগ্নির প্রদীপ্ত শিখা!! হৃদয় হইতে সে শিখা নির্ব্বাপিত করিব। যদি যমুনার জলে না পারি, গঙ্গার পবিত্র স্রোতে ভাসিয়া সে জ্বালা নিবাইব!!"

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রকেতু পুনরায় বলিলেন ঃ—

"আমি বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়াছি, নচেৎ আমার এক দণ্ড অবস্থিতির স্থান নাই, কিন্তু আমি মনে বঙ্গের ঈশ্বর হইবার সঙ্কল্প করিতেছি!! আমি শৈবলিনীকে হৃদয়েশ্বরী করিতে প্রয়াস পাইতেছি!! মন! তুমি কি লীলাই দেখাইতেছ?"

চন্দ্রকেতুর মনে বিবেকের উদয় হইল, তিনি জ্ঞানচক্ষে বিবেকের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে শৈবলিনী—বালিকা—বুদ্ধি—শৈবলিনী ফুল সাজে সাজিয়া কতকগুলি ফুলসজ্জা হস্তে করিয়া চপল ভাবে তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! আমি কেমন ফুলের গহনা পরিধান করেছি!!"

চন্দ্রকেতুর হৃদয়ের বিবেক আকাশে উড়িয়া গেল। ভবিষ্যতের আশা আগমন করিল। চন্দ্রকেতু সেই আশা ভরে চাহিয়া দেখিলেন

শৈবলিনী বনদেবী সাজিয়াছেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার শোভা দেখিতে লাগিলেন।

শৈবলিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন:—

"দেখ চন্দ্রকেতু!! আজ বাগানে ফুলের অপূর্ব্ব শোভা হোয়েছে, আমি যত পারলেম ফুল চয়ন কোরে পিতার কাছে লয়ে গেলেম।

পিতা আমাকে এমনি সাজে সাজাইয়া বাকী এই সমস্ত গহনা আমার হাতে দিলেন। দিবার সময় বলিলেন "শৈবলিনী তুমি যাঁকে ভাল বাস; তাঁহাকে এইগুলি পরাইও, আর তোমার গায়ে ধরে না!!"

এই কথা শেষ করিয়া বালিকা একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন:—

"চন্দ্রকেতু!! তুমি বোধ হয় জানো যে আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাকেও ভাল বাসি না, কাহারো সহিত কথা কহি না, কি স্ত্রী—কি পুরুষ কাহারো মুখ সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না!! পিতার অনুমতি মতে আমি এ গহনাগুলি ভালবাসার বস্তুকে পরাইতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে দেখিলে ভাল থাকি, সেই কারণে তোমাকে ভাল বাসি, এসো ভাই তোমাকে পরাইয়া দি!!"

শৈবলিনী সহাস্যবদনে এই কথা বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

কুমার বিবেশূন্যহৃদয়ে শৈবলিনীকে ফুলসজ্জায় সজ্জিত দেখিতে লাগিলেন।

কুমার দেখিলেন শৈবলিনীর মস্তকে ফুল, বেণীর অগ্রভাগে ফুল, কর্ণে ফুল, কণ্ঠে ফুল, গলায় ফুলের মালা, কটীতে ফুল, সর্ব্বাঙ্গ ফুলের দ্বারা সাজানো।

কতক্ষণ চাহিয়া শেষে অতৃপ্তদৃষ্ট হইয়া চন্দ্রকেতু শৈবলিনীকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিলেন:—

"শৈবলিনি! আমার কথা রাখবে!!"

শৈবলিনী বলিলেন:—

"লোকে যাহাকে দেখিলে সুখী হয়; তাহার কথা কেনই বা না রক্ষা করিবে।"

চন্দ্রকেতু বিবেক মিশ্রিত হৃদয়ে শৈবলিনীকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন ঃ—

"শৈবলিনি!! তুমি কুমারী—কিন্তু যৌবনাঙ্কুরে অঙ্কুরিত হইতেছ; এক্ষণে তুমি আমার ন্যায় অপর পুরুষের সহিত কথা কহিতেছ, ইহা দেখিলে তোমার পরিজনেরা তোমার নিন্দাবাদ করিবে।"

শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"তবে লোকে ক্ষুধা পাইলে আহার করে কেন? পরিজনের ভয়ে তো ইচ্ছামত আহার করিতে পাওয়া যায় না!! তবে লোকে ফুল তোলে কেন, এ ফুল পূজায় প্রয়োজন হয়, পরিজনেরা যদি সর্ব্বদাই আমাকে ভৎর্সনা করে, তবে আমি ফুল তুলি কেন?"

সরলা চন্দ্রকেতুর মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি স্বীয় প্রভাব অনুসারে উপমা দিয়া চন্দ্রকেতুকে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকেতু হাসিলেন। শৈবলিনীর সরলান্তঃকরণ দেখিয়া হৃদয়ে কাতর হইলেন। তিনি ভাবিলেন সংসারে একের অভাবে অপরে আদর দুর্লভ!! আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"আমি রাজকুমার!! আমিই—সেই কিন্তু আমার রাজকুমারত্ব কই!! সূর্য্য না থাকিলে জীব বাঁচে না, কিন্তু জীব না থাকিলে সূর্য্যের আদর কে করিবে!! আমার রাজত্ব থাকিলে আমি এ প্রণয়ে সুখী হইতাম। আমার রাজত্ব অভাবেই আমার হৃদয় কাতর হইতেছে!! প্রণয়—প্রণয়!!"

শৈবলিনী চন্দ্রকেতুর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু আমি তোমার মুখ দেখ্‌তেই আসি!! তুমি কথা কও আর না—ই—কও? ভাই, তুমি তোমার মুখখানি আমার সম্মুখে রাখ? আমি দেখি!!—এসো—তোমায় ফুল দিয়া সাজাই!"

শৈবলিনী কে? শৈবলিনী বাদসাহ জাহাঙ্গীরের একটী প্রধানতম সভ্যের কন্যা। বাদসাহ জাহাঙ্গীর পিতার নিয়মানুসারে স্বীয় সভায় প্রতিদেশীয়

রীতি, নীতি, জানিবার কারণ প্রত্যেক রাজা হইতে একটী করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তি আনয়ন করিয়া স্বীয় সভাতলে রাখিয়াছেন। শৈবলিনীর পিতার নাম হরনারায়ণ চৌধুরী। হরনারায়ণ একজন বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থের পুত্র? নিবাস বৰ্দ্ধমান, বাদসাহের আমন্ত্রণে আকবরের সময় হইতেই রাজ—সভ্য হয়েন। তাঁহার নীতি চাতুর্য্যে ও যুক্তিতে সময়ে সময়ে বাদসাহ আকবরও আশ্চর্য্য হইতেন। তিনি সস্ত্রীক যবন সম্রাটের অধীনস্থ হয়েন। যবন প্রদেশে আসেন বলিয়া দেশীয় আত্মীয়েরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই দুঃখে কালাতিপাত করিতে করিতে তাঁহার পত্নী শৈবলিনীকে প্রসব করেন। শৈবলিনীকে পঞ্চ বৎসরের শিশু রাখিয়া তাঁহার পত্নী কালগ্রাসে পতিত হয়েন! পত্নী বিয়োগে হরনারায়ণ কাতর হইয়া কন্যার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সে শোক ভুলেন। তিনি বঙ্গসমাজ চ্যুত হইয়াছেন বলিয়া কন্যাকে কি উপায়ে সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন—তাহার ভাবনা সৰ্ব্বদাই ভাবিতেন।

পণ্ডিত জীবানন্দস্বামী বঙ্গীয় রাজার গুরু ছিলেন। হরনারায়ণও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। গুরুমহাশয় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া মথুরায় আসিবার কালে হরনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। স্বামী মহাশয় প্রতাপের ক্রূরাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া মহারাণী আনন্দময়ীর করুণার্দ্রবচনে কুমার চন্দ্রকেতুকে প্রচ্ছন্নে রাখিবার কারণ প্রথমে বৰ্দ্ধমানে রাখেন। তথায় মিহিরের ঘটনায় চন্দ্রকেতুর সৌভাগ্যের সম্ভাবনা ভাবিয়া চন্দ্রকেতুকে উপদেশ দিয়া হরনারায়ণের বাটীতে তাঁহার পরিচয় গুপ্তভাবে প্রদান পূৰ্ব্বক প্রস্থান করেন। হরনারায়ণ কুমারকে যত্ন করেন এবং স্বয়ং ভাবী আশয়ে উন্মত্ত হইয়া শৈবলিনীকে তাঁহার সেবা করিতে বলিতেন। সেই কারণে শৈবলিনী সেবা না করিয়া সৰ্ব্বদা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখমণ্ডল দেখিতে আসিতেন।

শৈবলিনী ফুল দিয়া সাজাইবার কারণ অগ্রসর হইলে চন্দ্রকেতুর নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু প্রকাশিত হইল:—

শৈবলিনী তাহা দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"ভাই চন্দ্রকেতু! তুমি কাঁদচো!!"

চন্দ্রকেতু মনোভাব গোপন করিয়া নয়নের অশ্রু নয়নে মুছিয়া বলিলেন ঃ—

"শৈবলিনি! আমি অতিথী!! আমার প্রতি তোমার এমন প্রয়াস প্রকাশ করা কোন মতে উচিত নহে!! তোমার পিতা আমাকে আশ্রয় দিয়া জীবন রাখিয়াছেন, তিনি অন্যভাব ভাবিয়া আমাকে বহিস্কৃত করিয়া দিলে, দিল্লীতে আর আমার থাকিবার উপায় নাই!!"

শৈবলিনী তাঁহার অন্তরের ভাব না বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! তোমার হীরক আছে, মূল্যবান পোষাক আছে!! তুমি কি দুঃখী,—যে তোমার ভয়!! আমার পিতাই যখন তখন আমাকে তোমার সেবা করিতে বলেন কিন্তু আমি তোমার সেবা না করিয়া তোমার মুখ দেখিতে আসি।"

দশম পরিচ্ছেদ।

হরনারায়ণের আশা।

হরনারায়ণ প্রত্যহই রাজসভায় যাইয়া সভার কার্য্য করেন। অদ্যও রাজসভায় গিয়াছিলেন। হরনারায়ণ প্রত্যহই কুটীরে ফিরিয়া শৈবলিনীর

সহাস্য বদন দেখিয়া সুখী হন। যে দিন কুটীরে না দেখিতে পান, সে দিন শৈবলিনীর অনুসন্ধান করিয়া অগ্রে তাঁহাকে আদর করিয়া তবে পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করেন।

আজ তিনি বাদসাহের সভায় মানসিংহের মুখে সম্রাটের সম্মুখে চন্দ্রকেতুর পরিচয়ের আবেদন শ্রবণ করিয়া—চন্দ্রকেতুর সৌভাগ্যের উদয়ের আর বিলম্ব নাই দেখিয়া—ক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় আবাস কুটীরে ফিরিলেন। আসিবার কালে কখন হাসিলেন—কখন বিমর্ষ হইলেন। একবার ভাবিলেন, মানসিংহের সাহায্যে দুই দিন পরে চন্দ্রকেতু বঙ্গেশ্বর হইবেন। তিনি শৈবলিনীকে পদতলে স্থান কেন দিবেন। তাই ভাবিয়া ক্ষুদ্ধ ও বিমর্ষ হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন ঃ—বোধ হয় চন্দ্রকেতু শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছেন, তা না হইলে দ্বিপ্রহরের পরে শৈবলিনী তাঁহার নিকটে স্বয়ং ফুলে সাজিয়া পরের জন্য ফুল লইয়া যাইবে কেন? চন্দ্রকেতু ভাল বাসিলে, দুই দিবস পরে শৈবলিনী রাজ্ঞী হইবেন, তাঁহার আশা সফল হইবে, এই ভাবিয়া তিনি আনন্দিত হইতে লাগিলেন। হরনারায়ণ বাটীতে আসিয়া প্রথমে শৈবলিনীকে অনুসন্ধান করিলেন। শৈবলিনীকে না পাইয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া মৃদুপদসঞ্চারে কুমারের গৃহের বাহিরে প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া দেখিলেন ঃ—শৈবলিনী কুমারের সহিত কথা কহিতেছেন। জনকের মনে আনন্দের উদয় হইল। এত যত্নের শৈবলিনী উপযুক্ত ভাবী পতির সহিত কথা কহিয়া পতির হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। তাহা শ্রবণে পুলকিত হইলেন।

শৈবলিনী পূর্ব্ব মত প্রশ্ন করিয়া কুমারকে নিরস্ত হইতে দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার!! তবে আমি পিতৃ আজ্ঞা পালন করি, আমি তোমাকে ফুল সাজে সাজাইয়া তোমার পদ সেবা করি!!"

কুমার গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন ঃ—

শৈবলিনী—আমি জানি, তুমি নিতান্ত বালিকা নও, তোমার বুদ্ধি

আছে!! আচ্ছা কুমারি! তুমি বল দেখি:—সর্প যদি বিষহীন হয়, তখন তাহার মনে সুখের উদয় হয় কি দুঃখের উদয় হয়!!

শৈবলিনী গম্ভীর ভাবে বলিলেন:—

"কেন? দুঃখের উদয় হয়!!"

সেই কথা শুনিয়া কুমার কাতর হইয়া বলিলেন:—

"তবে কুমারি! আমার অশ্রু মিথ্যা পতিত হয় নাই, আমার হৃদয় মণিহীন হইয়াছে—তাই কাঁদিতেছে!! তা না হইলে, তুমি আজ আমার সম্মুখে আমার জীবনের একাংশ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছ, আর আমি বঙ্গেশ্বরের পুত্র চন্দ্রকেতু—তোমাকে সামান্য ফুলে—ভূষিত দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিতেছি!!"

চন্দ্রকেতুর হৃদয় কম্পিত হওয়াতে তিনি প্রাচীন সৌভাগ্যের কথা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

শৈবলিনী স্বীয় প্রখরা বুদ্ধি প্রভাবে এতক্ষণের পরে কুমারের মনের ভাব বুঝিলেন; তিনি বলিলেন:—

"কুমার! তুমি অলঙ্কারের কথা কোচ্চো, আমার অলঙ্কার আছে, আমার স্বর্ণের অলঙ্কার আছে!! তবে তোমার ন্যায় হীরক আমি কখন পরি নাই!! আর এক কথা!! এই সামান্য আশয়ে কুমার তুমি ক্রন্দন ক'চ্চো!! আমি ভালবাসি তাই তোমায় দেখি, আর তুমি ভালবাস বলিয়া তুমি আমাকে দেখ!! ভাই! ভালবাসার নিকটে অলঙ্কার!! ভাই!! ছি—ছি—ছি—লোকে শুনলে নিন্দা কোরবে, ও কথা আর কখন বলো না।

এই কথা বলিবার পরে শৈবলিনীর মন শৈবলিনীকে উন্মত্ত করিয়া দিল।

শৈবলিনী হাসিতে হাসিতে কুমারের নিকটে যাইয়া কুমারের মস্তকে ফুলের মুকুট পরাইলেন। কর্ণে ফুলের বীরবৌলী পরাইলেন। কণ্ঠে ফুলের মালা পরাইলেন। হস্তে ফুলের বলয় পরাইলেন। সর্ব্বাঙ্গে ফুল আট্‌কাইয়া দিলেন। আপনি তাঁহার বামদিকে বসিয়া উভয় হস্তে কুমারের চিবুক ধরিয়া বলিলেন:—

"ভাই চন্দ্রকেতু !! এইবার বদন তুলে আমার প্রতি চাও ? আমি দেখি তোমায় কেমন দেখতে হোয়েচে !!"

চন্দ্রকেতু অবাক হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। শৈবলিনী হস্ত দ্বারা চন্দ্রকেতুর চিবুক ধরিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকেতু বলিলেন ঃ—

"কুমারি ! তোমার আর কি অভিলাষ আছে !!"

শৈবলিনী বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু ! তোমার মুখ সন্দর্শনে এখনো আমার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় নাই !! লোকে যেমন শারদীয় পূর্ণ শশীকে দেখাইয়া শিশুকে প্রলোভিন দেখায় ; আজ আমার মন আমাকে তোমার মুখ দেখাইয়া তোমার নিকট হইতে আরো কোন সুন্দর বস্তু আহরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে !!"

চন্দ্রকেতু বিনম্র হইয়া রহিলেন ; কতক্ষণের পরে আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

"চলোর্ম্মির ন্যায় মনের গতির স্থির নাই !! যে দিকে বাতাস, যে দিকে ঘূর্ণা—সেই দিকেই উর্ম্মী ধাবিত হয়, মানবের মনও আকর্ষণ অনুসারে গমন করে !! আমার মনে এ—কি ভাবের উদয় হইল ? কোথায় আমি ধৃতিবলে বাদসাহকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়া কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উন্মোচন করিব ;—না আর একটী কণ্টক আমার বক্ষে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিল।"

চন্দ্রকেতু প্রকাশ্যে বলিলেন ঃ—

শৈবলিনি ! তুমি কুমারী, যৌবন পদবীতে আরোহণ করিবে ; এ সময়ে আমার নিকটে একা অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে !!"

শৈবলিনী কুমারের চিবুক পরিত্যাগ করিয়া সত্বরেই দণ্ডায়মান হইলেন। ভূমি দৃষ্টে আঁখি অশ্রুপূর্ণ করিলেন। উভয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা উভয় হস্তের অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমান ভরে অভিমানিনী এক বিন্দু অশ্রু ভূমে পাতিত করিলেন। চন্দ্রকেতু তাহাও দেখিতে পাইলেন।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্যে দাঁড়াইয়া শৈবলিনীর হস্ত ধারণান্তর বলিলেন :—

"শৈবলিনি! তুমি কাঁদচো? আমার কথায় তোমার ক্রোধ হইয়াছে, ক্রোধ করা উচিত নহে!!"

চন্দ্রকেতু স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা শৈবলিনীর অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

পরে শৈবলিনী বলিলেন :—

"ভাই চন্দ্রকেতু! আর আমি তোমার কাছে আসবো না, আমি আসিলে তুমি বিরক্ত হও, আর আসিব না; যদি মন তোমাকে না ভোলে তোমাকে দূর হইতে দেখিব। ভাই, তুমিও আমাকে ভুলিও!!"

এই কথা বলিয়া শৈবলিনী দ্রুত প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"কুসুমায়ুধ! তোমাকে ধন্য!!"

শৈবলিনীর পিতা এই সমস্ত দেখিয়া প্রথম প্রণয়ের অনুরাগ বলিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। আর দুই দিন পরে শৈবলিনী যে মহারাণী হইবেন তাহার সূত্র স্থির করিয়া স্বীয় কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব গোপনে রাখিলেন কাহারো নিকটে প্রকাশ করিলেন না। এমন কি শৈবলিনীও তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিলেন না। হরকুমার ভবিষ্যতের উপরে নির্ভর করিয়া সেই দিবস কুমার চন্দ্রকেতুকে অধিকতর ভয় করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রসুলবক্স মোল্লা।

মিহিরুন্নিশা পেসমানের জীবন। পেসমানও মিহিরের জীবন। মিহির পেসমানকে হৃদয় অপেক্ষা বিশ্বাস করিতেন। বাদসাহ অদ্য অপর বেগমের গৃহে আমোদ প্রমোদ করিবেন। মিহির অবসর পাইয়া নিশাযোগে পূর্ব্বের পরামর্শ সংসিদ্ধ করিবার কারণ স্থির করিয়া বলিলেন ঃ—

"পেসমান!!"

পেসমান মিহিরের কথা শ্রবণ মাত্রেই প্রায় মনের ভাব বুঝিত; সে তাহা ভাবিয়া চাহিয়া দেখিল ঃ—মিহির আজ নূতনবেশে সজ্জিত হইয়াছেন! বর্দ্ধমানে যেরূপ বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের ন্যায় পোসাক পরিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিতে গিয়াছিলেন, সেই পোষাক পরিয়াছেন।

পেসমান তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া রহস্য স্বরে বলিল ঃ—

"বিবির কি আবার বর্দ্ধমানে যেতে ইচ্ছা হয়!!"

মিহির একটু হাসিলেন। শেষে তিনি পেসমানের নিকটে আসিয়া বলিলেন ঃ—

"পেসমান! জলে ঝম্প প্রদান করিবার রাত্রের কথা তোমার স্মরণ হয়!"

পেসমান হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"স্মরণ হয়!!"

মিহির বলিলেন ঃ—

'সে দিবস আমরা এইপ্রকার প্রচ্ছন্নবেশ অবলম্বন কোরে ছিলেম—না !!'

পেসমান হাসিয়া বলিলেন :—

"লোকে সন্ন্যাসিনী হয় ঈশ্বর পাবে বোলে ; তুমি যে এ বেশ পোরেছ, ইহার অভিলষিত ঝাঁপ দিবার জল কই, জল হইতে রক্ষা করিবার দেবকান্তি পুরুষ কই ! এ সাজে তোমার সাজা ভাল হয় নাই !"

মিহির হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"আমি এই বেশে গেলে চন্দ্রকেতু আমাকে দর্শনমাত্রেই চিন্তে পারবেন্।"

পেসমান চমকাইয়া বলিল :—

"তুমি কেমন কোরে যাবে, চারিদিকে খোজা পাহারা দিতেছে, বাদ-সাহ জানিতে পারিলে আমারো প্রাণ যাবে, তোমারো যাবে !!"

মিহির একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"আমার—যায়—যাক, যে আমাকে প্রাণ দান করিয়া এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী করিয়াছে, তাহার উপকার করিতে আমার প্রাণ যায়—যাক্, তোমার প্রাণে মায়া হয়—তুমি থাকো !!"

পেসমান হাসিয়া মনের পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল :—

"তবে তুমি একা কেমন কোরে যাবে !!"

মিহির সতেজে বলিলেন :—

"পরমেশ্বর পথ প্রদর্শক হইবেন !"

পেসমান আর পারিল না, সে বলিল ঃ—

"এই নিশাকালে দুইটী মাত্র স্ত্রীলোকে যাওয়া কঠিন। আর একটী সহায় হোলে ভাল হয় !!"

মিহির ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন ঃ—

"পেসমান ! মোল্লাসাহেব আমাদের বড় ভালবাসেন, আর তাহার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু নাই !! তাঁকে সঙ্গে কোরলেই হবে।"

উভয়ে উচিতমত সজ্জা করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মসজি-দাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

রাজ অন্তঃপুরের একপার্শ্বে খাঁ—মস্‌জিদ ; মস্‌জিদের পুরাতন মোল্লা অল্প দিবস হইল গতায়ু্‌ হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্য "রসুলবক্স" কোরাণ পাঠের কার্য্য করে। রসুলবক্স দেখিতে অতিশয় পরিষ্কার, কিন্তু বয়স কম। আন্দাজ ৩০ হইবে। তাহার বুদ্ধি কিছুই ছিল না ; কেবল কোরাণ পাঠ করিয়া তাহার আবৃত্তি করিতে পারিত ; পীরের গীত শুনাইতে পারিত ; বেগমের বড় প্রিয় ছিল ; বিশেষতঃ মিহিরকে সে ভাল বাসিত, আর পেসমানের কারণ কখন কখন কাঁদিত।

মোল্লা রসুলবক্স একখানি ফার্সি পুঁথি লইয়া দীপাধারের সম্মুখে রাখিয়া দুলিয়া দুলিয়া কি পাঠ করিতেছে আর আপনা আপনি হাসিতেছে।

এমন সময়ে পেসমান ও মিহিরুন্নিশা তথায় উপস্থিত হইলেন। পেসমান তামাসাপ্রিয় ছিল, সে একেবারে ভিতরে যাইয়া তাহার চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিল। রসুলবক্স চমকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পেসমান উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। রসুলবক্স পেসমানের স্বর জানিতে পারিয়া বলিল ঃ—

"বলি, সুন্দরি ! তুমি, তা জান্‌লে কি আমি চীৎকার কোত্তেম, তুমি আমার চক্ষু চাপার অপেক্ষা যদি বুকে পা দিতে—তাতেও আমি চীৎকার কোত্তেম না।"

পেসমান স্বকার্য্য সিদ্ধির কারণ রসিকতা করিয়া মন ভুলাইবার নিমিত্ত বলিল ঃ—

"তবে রসিকমোহন ! দাড়ি কাঁপিয়ে কি পড়া হচ্ছিল। আমি এলেম, আমার সম্বর্দ্ধনা চুলোয় যাগ্‌ আবার চীৎকার !! না—আর আস্‌বো না !!"

এই কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পেসমান বাহিরে আসিল। মিহির সেই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন।

পেসমান বাহিরে আসিলে, পুঁথি ফেলিয়া "পেসমান—পেসমান—রাগ

—কোরোনা—” শব্দে রসুল দৌড়াইয়া পেসমানের আঁচল ধরিল। আঁচল ধরিবামাত্রেই পেসমান হাসিয়া উঠিল। মিহির হাসিয়া পরে বলিলেন ঃ—

“তবে মোল্লা সাহেব! তুমি নাকি ভাল মানুষ! আমি কাল বাদসাহকে বোলে দোবো!!”

মিহির স্বকার্য্য সাধনের কারণ এই কয়েকটী কথা এমনি গম্ভীরভাবে উচ্চারণ করিলেন যে তাহাতে পরিহাসের কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না।

রসুল আশ্চর্য্য হইয়া মুখ বিকৃত করিয়া মাথায় হাত দিয়া মিহিরের সম্মুখে বসিয়া পড়িল ঃ—

পেসমান আমোদ করিবার কারণ তাহার গলা জড়াইয়া বলিল ঃ—

“কি মোল্লা সাহেব, তুমি আমার জন্যে প্রাণ দিতে চাও?”

নির্ব্বুদ্ধি রসুল ক্রন্দন পূর্ব্বক মিহিরকে উদ্দেশ করিয়া বলিল ঃ—

“বেগম! আমাকে মার্জ্জনা কর? আমি তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা কোচ্চি, এমন কাজ আমি আর কখন কোরবো না!!”

মিহির কৌশলে রসুলকে মোহিত করিবার কারণ বলিলেন ঃ—

“আমি যেখানে যাবো—আমাদের সঙ্গে যদি তুমিও যাও—তা হোলে বোলে দোবো না।”

রসুলবক্স পেসমানের সহিত আমোদ করিতে পাইবে ভাবিয়া—আনন্দে তিন হাত লাফাইয়া উঠিল; শেষে যাইতে স্বীকার করিল; পরে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

“কখন যাবে?”

মিহির বলিলেন ঃ—

“এখুনি।”

পেসমান যাইবে না ভাবিয়া রসুল বিস্মিত স্বরে বলিল ঃ—

“পেসমা—ন—যাবে!!”

মিহির বলিলেন ঃ—

"যাইবে।"

সেই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া রসুল যাইতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল :—

"বেগম! আমি বাঙ্গলা বেড়াতে গিয়ে একটী নতুন গীত শিখেছি, তুমি শুন্‌বে?"

মিহির আমোদপ্রিয়া ছিলেন, বলিলেন :—

'গাও!'

রসুল বেগমকে আনন্দিত করিবার কারণ সুর ভাঁজিয়া গাহিল :—

"বাংলায় বড় কদর দেখিয়ে দিলে আল্লা!
জমিন ছেড়ে ফলের মধ্যি করি রাখ্‌লে নাম্লা!!"

পেসমান ও মিহির গানের রচনা ও সুর শ্রবণ করিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রসুল বারম্বার ঐ গীত গাহিতে লাগিল। সে মনে করিল যে এই গীত শ্রবণ করিয়া বেগম বড় সন্তুষ্টা হইয়াছেন। এই কারণে সে পুনরায় ঐ দুই ছত্র গান করিতে লাগিল। তাহাতে মিহির হাসিতেছেন, দেখিয়া মিহিরের সম্মুখে হাত মুখ নাড়িয়া গাহিতে লাগিল। পেসমান ও মিহির হাসিয়া অস্থির হইয়া বলিলেন :—

মোল্লা সাহেব ঐ গীতের অপরাংশ কোথা?

রসুল হাসিয়া গাহিল :—

"এই—হাত পাঁচছয় সরুলতা—
মনেক দুমন ফল।
হায়রে হায় বানালে কি কল॥
আবার সরসির মধ্যে তৈল বারায়—
একি হোলো তাল্লা!!'

গীতের ভঙ্গিমায় সকলে হাসিতে লাগিল। গীত সমাপণ হইলে বুদ্ধির দ্বারা মোল্লাকে বশীভূত করিবে বলিয়া পেসমান গাহিল :—

'শুন শুন প্রাণ ধন।

তোমা লাগি কাঁদে মম মন !!

এই গীত গাহিতে গাহিতে পেসমান রসুলের হাত ধরিল। রসুল সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে পেসমানের অনুগমন করিল। পেসমান গাহিল ঃ—

তব অনুরাগ ভরে—

প্রাণ যে কেমন করে ঃ—

তুমি তো ভাবনা মোরে—

ক্ষণেক কারণ !!'

এই গীত শুনিয়া রসুল বসিয়া যাইল, অবাক্ হইয়া বলিল ঃ—

"সুন্দরি ! আমি ঐ জন্যে তোমায় সদাই ভাবি !!"

মিহির হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন। নির্ব্বুদ্ধি রসুল পেস-মানের সহিত আমোদ করিতে পাইবে ভাবিয়া মসজিদ্ ত্যাগ করিয়া গমন করিল।

মিহিরের আবশ্যক মতে কতকদূর তাহাকে সঙ্গে লইয়া, পেসমান তাহাকে একটী বৃক্ষমূলে বসাইল। পরে চন্দ্রকেতুর বাটীর উদ্দেশে উভয়ে গমন করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতের অমৃত।

নিশা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে পেসমান রসুলকে পথোপরি একটী বৃক্ষমূলে বসাইয়া মিহিরুন্নিশাকে চন্দ্রকেতুর আলয়ে প্রবেশ করাইল। চন্দ্রকেতু সেই সময়ে শৈবলিনীর কথা এক মনে ভাবিতেছিলেন, শৈবলিনীকে ভুলিয়া জননীর অশ্রুর কথা ভাবিতে-ছিলেন, অশ্রুর কথা ভুলিলে গুরুদেবের উপদেশের কথা ভাবিতেছিলেন। চন্দ্রকেতু বিষণ্ণবদনে নিম্নমুখে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ভবিষ্যৎ ভাবিতে-ছিলেন। এমন সময়ে পেসমান গাহিল ঃ—

"বল সই! কোথা গেল নিঠুর শ্যাম।
হেরহ গগন—শশী হইল যে বাম॥"

চন্দ্রকেতু চমকাইলেন। এক বার কর্ণ পাতিয়া শুনিলেন ঃ—

পেসমান অন্তরালে থাকিয়া পুনরায় গাহিল ঃ।

"এ ছার ফুল ভুষণ ঃ—
সব হ'লো অকারণ ঃ—
জাগিনু যামিনী মিছা ঃ—
ভাবিয়া তাহার নাম॥"

পেসমান থামিল।

চন্দ্রকেতু বুঝিলেন যে পেসমান গাহিতেছে। তিনি একাগ্র চিত্তে

যবনীর মুখে বাঙ্গালা গীত শুনিয়া হৃদয়ে সন্তুষ্ট হইলেন; আরো শ্রবণে প্রয়াস পাইয়া স্থির হইয়া রহিলেন ঃ—

পেসমান গাহিল ঃ—

'কোকিলের কুহুধ্বনি ঃ—
বিষসম মনে গণি ঃ—
মলয় মোহন বায়ু ঃ—
মদনের ধাম ।।'

পেসমান একটু থামিল।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া পেসমানের কণ্ঠের স্বরে মোহিত হইয়া নিশ্চলে অবস্থান করিলেন।

পেসমান পুনরায় গাহিল ঃ—

'মুদিলে উভয় আঁখি ঃ—
নিঠুর কালায় দেখি ঃ—
একি রে যাতনা বল ঃ—
হৃদি কাঁদে অবিরাম ।।'

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

পেসমান হাসিতে হাসিতে মিহিরের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রকেতু চমকাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

পেসমান হাসিয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইলেন। মিহির বিনম্র বদনে স্বীয় উত্তরীয় অঞ্চলদন্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পেসমান চন্দ্রকেতুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চন্দ্রকেতু পেসমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিহির এক দিবস চন্দ্রকেতুকে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন বলিয়া আজিও সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত আছে কি না তাহা জানিবার কারণ হৃদয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কতক্ষণের পর চন্দ্রকেতু বলিলেন ঃ—

"আমি যুবক, সময় নিশা, এ সময়ে লোকের দুষ্কর্ম্মের অভিরুচি সম্পাদিত হইয়া থাকে, এ সময়ে তোমরা উভয় সুন্দরী দেবীবেশে আমার সম্মুখে আবির্ভূত কেন হইলে?"

মিহির লজ্জিতা হইলেন।

পেসমান বলিল :—

"বীরবর! লোকের মুখে শুনেছি যে আপনি জীবন রক্ষা করা ব্যবসায় আরম্ভ বরিয়াছেন। আমরা আপনারকাছে জীবন কর্জ্জ রূপে লইয়াছিলাম বলিয়া অদ্য তাহার হিসাব জানিতে আসিয়াছি!!"

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া পেসমানের বুদ্ধির প্রশংসা মনে মনে করিলেন, শেষ প্রকাশ্যে বলিলেন :—

"অয়ি বুদ্ধিমতি! ঈশ্বর যে কার্য্য করিতে পারেন কি না সন্দেহ—সে কার্য্য আমি করিব, এ কথা লোকে শুন্‌লে আমাকে বাতুল বলিয়া উপহাস করিবে।।"

পেসমান হাসিয়া বলিল :—

"প্রমাণ দেখাইব। আরো যাহাতে আপনার অধিক খরিদার হয় তাহাও করিব।"

চন্দ্রকেতু অপ্রতিভ হইলেন।

মিহির আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! আমি তোমার নিকটে বর্দ্ধমান হইতে ঋণী, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি, বল, কি হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?"

'সন্তোষের' কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতুর নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল। চন্দ্রকেতুর মনে অতীত ঘটনার উদয় হইল, চন্দ্রকেতু কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন :—

'সন্তোষ, সন্তোষ, আহা কি অমৃতময় শব্দ, এ জীবনে আর কি সে রত্ন ধারণ করিতে পাইব!! ওঃ—জননি!!

চন্দ্রকেতুর মনে শোক উথলিয়া উঠাতে চন্দ্রকেতু জ্ঞানহীন হইয়া

মুখে উভয় হস্ত আবৃত করিয়া, স্বীয় শয্যায় মুখ ফিরাইয়া কাঁদিলেন।

পেসমান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল।

মিহিরের অসীম বুদ্ধি, তিনি চন্দ্রকেতুর হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। তিনি স্বয়ং চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণানন্তর বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! ছি! তুমি না বীর!! তোমার হৃদয় রণনিনাদেও যখন কম্পিত হয় না, তখন তুমি সামান্য অতীত ঘটনার ছায়া দেখিয়া ক্রন্দন করিলে!! উঠ বীর! ক্রন্দন পরিত্যাগ কর! আমরা কি তোমার ক্রন্দন শুনিতে আসিলাম। গাত্রোত্থান কর!!"

চন্দ্রকেতু যে ধৃতি বলে গুরুদেবের উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ধৃতিবলে স্বীয় জ্ঞান ধারণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া—বলিলেন ঃ—

"বেগম! আমাকে আপনিকি পুরস্কৃত করিয়া সন্তুষ্ট করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু ইহাও জানিবেন, শালবৃক্ষের হৃদয়ে কি ঘুণ কীট বাস করে না। যদিও আমি বীর, তথাপি আমার হৃদয়ের যাতনা—না মিটাইলে আমি কেমন করিয়া সন্তুষ্ট হইব!!

মিহির বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! তুমি যদি দামোদরের হৃদয় হইতে সেই ঘোর নিশায় আমাকে না রক্ষা করিতে, তাহা হইলে আমি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পদমূল প্রাপ্ত হইতে পারিতাম না। আমি এত সুখ—ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়াছি বটে কিন্তু যে সময়ে তোমার কথা আমার হৃদয়ে উদয় হয়, সেই সময়ে এ সমস্ত সুখ আমার পক্ষে ভস্মরাশি বোধ হয়!! তাই বলি চন্দ্রকেতু! তুমি অভিলষিত পুরস্কার গ্রহণ কর? যদি তাহাতে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুখভোগ করিতে পারি—ইহা কি তোমার অভিমত নয়—চন্দ্রকেতু!!"

বেগম চন্দ্রকেতুর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

চন্দ্রকেতু ভাবিলেন যে মিহিরুন্নিশার ন্যায় কৃতজ্ঞ কামিনী এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ!! একে রজনী, তাহাতে মিহির এক্ষণে বাদসাহের প্রধান বেগম। তিনি স্বয়ং পদব্রজে আমাকে উপকৃত করিতে আসিয়াছেন, ইহাও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নয়!!

চন্দ্রকেতু এই প্রকার ভাবনা ভাবিয়া শেষে প্রকাশ্যে জানু পাতিয়া বলিলেন :—

বেগম! আমি হৃদয় খুলিয়া বলিতেছি, আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হইবার নহে। আমি সাহস করিয়া আমার হৃদয়ের ক্ষত কাহাকেও দেখাই না, আমার অর্থে প্রয়োজন নাই, আমার যৌবনে প্রয়োজন নাই, আমার মান্যে প্রয়োজন নাই, আমার যাহাতে প্রয়োজন, তাহা একমাত্র মানসিংহ শ্রবণ করিয়াছেন, যদি কেহ সেই দেব তুল্য বস্তু আমাকে প্রদান করিতে পারেন, তবেই আমি সন্তুষ্ট হইব, নচেৎ আজিও প্রবাসী হইয়াছি, চির-জীবনই প্রবাসী থাকিব!! বেগম আমি মুখে বলিব না, আপনি মান-সিংহের নিকট শ্রবণ করিবেন। এক্ষণে রাজপ্রাসাদে প্রস্থান করুন, এ দীনের কুটীরে অবস্থান করা আর আপনার যুক্তিযুক্ত নহে।"

এই কথা বলিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে চন্দ্রকেতু দণ্ডায়মান হইলেন।

পেসমানের সহিত নিরাশান্তঃকরণে বেগম মিহিরুন্নিশাও ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চঞ্চলা দামিনী।

প্রভাতকাল বাসন্তী প্রভাত যে কি মনোহর সময় তাহা এ জগতে কে না জ্ঞাত আছেন। এইকালে জগৎ প্রসবকর্ত্রী প্রসূতা হইয়া নব নব ফল পুষ্প প্রসব করিয়া জীবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

তপনদেব পূর্ব্ব গগনে উদয় হইয়াছেন। তাঁহার রক্তিম ছটা চারি-দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন সময়ে চন্দ্রকেতু মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া শৈবলিনীর বিষয় ভাবিতে বসিলেন। শৈবলিনীর ফুলের অলঙ্কার গুলি খুলিয়া সম্মুখে রাখিয়াছেন। তাহাদেখিয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন :—

এমন সময়ে চঞ্চলা দামিনী মূর্ত্তিতে ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে শৈবলিনী তথায় প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য বাল্যভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"চন্দ্রকেতু!! আমি আবার এসেচি!! ভাই! কাল রাত্রে কি তোমার নিদ্রা হোয়েছিল?"

চন্দ্রকেতু এ প্রশ্নের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"শৈবলিনি! তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কোচ্চো, তুমি কি কাল নিদ্রা যাও নাই?"

শৈবলিনী মালা গ্রন্থন স্থগিত রাখিয়া চঞ্চলনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন ঃ—

"না—চন্দ্রকেতু !! আমি তোমার উপর ক্রোধ করিয়া অনাহারে শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুমাত্র নিদ্রা হয় নাই !! অপর দিবসাপেক্ষা কাল যেন তোমাকে কখন দেখিব কখন দেখিব এই রূপ আমার ভাবনা হইয়াছিল !!"

চন্দ্রকেতু কুমারীর প্রণয়ের ভাব বুঝিলেন, হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন, স্বকার্য্য সাধন ব্যতীত তিনি শৈবলিনীকে পরিতুষ্ট করিতে পারিবেন না, তাহাও ভাবিলেন।

চন্দ্রকেতুকে এবম্বিধ ভাবিত দেখিয়া বলিলেন ঃ—

"দেখ চন্দ্রকেতু !! আমার জননী নাই ; পিতা আমাকে স্নেহ করেন মাত্র, কিন্তু অমৃতময় আদর তো আমায় কেহই করে না, কিন্তু তুমি আমাকে এক এক দিন আমার অভিলষিত আদর কর ? সেই লোভে তোমার কাছে আসি !! ভাই ! আর তো তুমি আমাকে অনাদর কোরবে না, আমাকে কেহ অনাদর করিলে আমি হৃদয়ে ব্যথা পাই !! দেখ ভাই ! আম ারযখন ইচ্ছা হইবে, কি দিবা, কি রাত্রি, তোমাকেদেখিতে আসিব, তাহাতে তুমি আমাকে অনাদর করিও না, আমি তোমাকে দেখিতে বড় ভালবাসি !! চন্দ্রকেতু ! তুমিও কি সেই রকম আমাকেও দেখিতে ভালবাস ?"

চন্দ্রকেতু বালিকার আশ্চর্য্য প্রেমবেগ দেখিয়া হৃদয়ের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"শৈবলিনি ! আমার হৃদয়ের ভাব তোমার নিকট কেমন কোরে প্রকাশ কোরবো !! যদি জগদীশ্বর সময় দেন—তবে প্রকাশ করিব !!"

শৈবলিনী বলিলেন ঃ—

'চন্দ্রকেতু ! আবার তোমায় ফুল দিয়া সাজাবো, তুমি রাগ কোরবে না।

চন্দ্রকেতু বিস্মিত হইয়া শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি মনে করিলেন যে শৈবলিনীর চপলতা আকাশের সৌদামিনীর ন্যায়

চঞ্চল। তিনি আশাভরে একদৃষ্টে শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

শৈবলিনী চন্দ্রকেতুকে বিস্মিত দেখিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! তুমি কি আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে ইচ্ছা কর? আমি যাচ্চি বোল্লে তুমি কি ক্ষুন্ন হোচ্চো!!"

চন্দ্রকেতু বিস্মিত হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিলেন।

শৈবলিনী বলিলেন :—

"তুমি বোসো আমি ফুল আনিগে!!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মিহিরের কৃতজ্ঞতা।

জগৎবিরামদায়িনী নিশা শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে প্রকাশিত হই-লেন। কুমুদরঞ্জন জগৎ রঞ্জনার্থে নক্ষত্র দামের সহিত গগনপটে দেখা দিলেন। আকাশে স্থিরবায়ুপ্রদেশ নীলিমা ধারণ করিয়া নীলগগনের সহিত মিশাইয়া রহিল। আহ্নিক গতির এক ফের ফিরিল।

রাজধানী—ভারতের রাজধানী দীল্লি, এই মনোহর নিশায় কি মনোহর সৌন্দর্য্যই ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাসাদাবলীর মধ্যে আলোক প্রতিফলিত হইয়া সকলের মন হরণ করিতেছে। রাজপথে আলোকরাজি সুসজ্জিত হইয়াছে।

এমন সময়ে বাদসাহের সভামণ্ডপের তোরণে নহবৎ বাজিল। সভা ভঙ্গ হইল।

মিহিরুন্নিশার কক্ষে মিহির বিনম্র বদনে বসিয়া আছেন। পেসমান তাঁহার অঙ্গে হস্ত বুলাইতেছে। মিহিরের বাতায়নদ্বার উন্মুক্ত ছিল, তন্মধ্য দিয়া চন্দ্রের কিরণ প্রবেশ করিয়া মিহিরের চিবুকে লাগিয়াছিল; ভাবে বোধ হইতেছিল যে, মিহিরের যৈন বর্ণের প্রভার সহিত স্বীয় প্রভা পরিমাণ করিবেন বলিয়া চন্দ্রমা কিরণকে মিহিরের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। মিহির আপনার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি কামড়াইয়া কি ভাবিতেছেন। গভীর ভাবনায় ভাবিতেছেন। কতক্ষণের পরে তিনি মৃদুস্বরে আপনা—আপনি বলিলেন ঃ—

"বাদসাহ জাহাঙ্গীর—এই ভারত রাজ্যের বাদসাহ—আমি তাঁহার প্রিয় পত্নী !! আমার জীবন পরের কৃত উপকারে উপকৃত থাকিবে !! চন্দ্রকেতু ! তুমি তোমার সৌন্দর্য্যকে লুক্কাইত কর ? আমি একে ঋণ পরিশোধ করিবার উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না—আবার তোমার রূপজ্যোতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ঋণী কেন হইতেছি !! আমি বাদসাহকে আলিঙ্গন করিয়াছি, এক স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অপর স্বামীসেবায় রত হইয়াছি, ইহাতে আমার ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ভিন্ন অপর লাভ কিছুই নাই ; তবে কেন চন্দ্রকেতুকে পূজা করিব না !! না—না—চন্দ্রকেতু হইতেই আমার জীবন—ঐশ্বর্য্য,—তাঁহাকে যত দিন পারিব নয়নে দেখিব, যখন অসহ্য হইবে, তখন আর দেখিব না। আমি যবনী, স্বামিঘাতিনী, তিনি আমাকে ঘৃণা করিবেন !! তবে প্রণয়—ভক্তি এই দুই বস্তুর অবারিত দ্বার। মনে অঙ্কিত করিব, বাহিরে অপ্রকাশিত রাখিব। চন্দ্রকেতুর কামনা সিদ্ধ যাহাতে হয় তাহাই করিব। সময় পাইলে সেবা করিতেও ত্রুটি করিব না, কিন্তু এ জন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না।"

মিহিরের মনে কি ভাবের উদয় হইল তিনি গাহিলেন ঃ—

"রমণী জীবনে বল কি সুখ প্রণয় বিনে।
মাধবী কি কভু জীবে সহকার তরু হীনে॥
নিশার প্রকাশ বিনা
চন্দ্রমা যে জ্যোতিহীনা—
সদা ভাবি হেন কথা—
তনু ক্ষীণ—দিনে দিনে।"

পেসমান হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"বেগম ! কার কথা !!"

মিহির এতদূর তন্ময়চিত্তে চন্দ্রকেতুর বিষয় ভাবিতেছিলেন,—পেসমান যে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, ইহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন "পেসমান !!"

পেসমান পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"কার কথা ভাবিয়া দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয় !!"

মিহির গোপন করিয়া অপর কোন উত্তর দিবেন মনে করিলেন, কিন্তু পেসমানের কাছে তাহা পারিলেন না, ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

পেসমান মিহিরের মনের ভাব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, সে গাহিল :—

"সখী, কি দেখিলাম যমুনারি তটে।
করেতে মোহন বাঁশি যেন আমারি নাম রটে॥"

পেসমান গাহিতে গাহিতে হাসিতে লাগিল। মিহির আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন :—

পেসমান পুনরায় গাহিল :—

"বর্ণ নবজলধর :—
শিখিপুচ্ছ শিরোপর :—
পীত বাস কটীপর :—
সেই—মোহন কালা বটে॥"

মিহির আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন। একে পেসমানের মোহনীয়া কণ্ঠধ্বনি তাহাতে তাঁহার অবস্থা ব্যঞ্জক গীতের ভাব :—তিনি একাগ্রচিত্তে শুনিতে লাগিলেন।

পেসমান হাসিয়া গাহিল :—

"চঞ্চল নীল নয়ন :—
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম :—
হেরি মোর কাঁদে মন :—
সংসারে বিরাগ ঘটে॥"

পেসমান গীত সমাপণ করিল। মিহির জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"পেসমান! জগদীশ্বর কি আমারই আনন্দের কারণ তোমাকে সৃজন কোরেছিলেন।"

পেসমান একটু অপ্রতিভ হইল।

উভয়ে এইরূপ কথা কহিতেছেন এমন সময়ে বাদসাহ মিহিরের রূপ-সুধা পান করিবার কারণ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। মিহির ত্বরায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া হস্তিদন্ত নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে বসাইলেন।

পেসমান ভূমি চুম্বন করিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।

বাদসাহ মদিরা সেবনে হৃদয়কে চরিতার্থ করিতেছিলেন; মদিরা পান করিতে করিতে মিহিরকে স্মরণ হওয়াতে এবং আনন্দ চরিতার্থ করণার্থে তথায় আগমন করিলেন। মিহির তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পেসমান উভয়ের শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কতকক্ষণের পরে মিহির বাদসাহের চিবুক ধরিয়া বলিলেন :—

"আপনি এ অধিনীকে যদি বিস্মিতই হইবেন তবে কেন বর্দ্ধমান হইতে আনয়ন করিলেন?"

এই কয়েকটী কথা বলিয়া মিহির স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে ছলনায় অশ্রুভারাক্রান্ত করিলেন।

বাদসাহ মদিরা সেবনে উন্মত্ত হয়েন নাই!! তিনি যৌবন সলিলের পদ্মরূপ মিহিরকে অবনত দেখিয়া স্বয়ং তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন :—

"মিহির! আমার নয়নরূপ চকোর তোমার বদন রূপ চন্দ্রের সুধা সেবন করিতে অভিলাষী; অতিথীকে উপবাসী রাখিয়া যে গৃহী স্বীয় ধন লুকাইত রাখে তাহার নিরয়ে বসতি হয়!! তুমি অমন কার্য্য কোরো না।"

মিহির আশ্চর্য্য হইয়া বদন তুলিয়া বিষণ্ণবদনে চাহিলেন।

বাদসাহ বলিলেন :—

"মিহির! তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

মিহির বলিলেন :—"যাহার জীবন ঋণী—তাহার আবার ইহজন্মে কবে সুখ হবে!! প্রিয়তম! আমার জীবন অপরের নিকট ঋণী!!"

বাদশাহ বলিলেন ঃ—

("সে কি!!"

মিহির বলিলেন ঃ—প্রাণেশ্বর! আমি বঙ্গদেশীয় রাজকুমার চন্দ্রকেতুর নিকটে ঋণী, সেই রাজকুমারই আমাদের উভয়ের সুখের মূল। আমি যে দিবস দামোদরে জীবন পরিত্যাগ করিতে যাই, সেই সময় সেই রাজকুমারই আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি এই রাজধানীতে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে উপকৃত করিতে না পারিলে আমার হৃদয় সুস্থির হইতেছে না।"

বাদসাহ চন্দ্রকেতুকে উপকৃত করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। মিহির আনন্দিত হইলেন। পেশমান মনের আনন্দে মনোরঞ্জক সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। বাদসাহ মিহিরকে চুম্বন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রকেতুর পুরস্কার।

পর দিবস প্রভাত হইতে না হইতে মহাবীর জাহাঙ্গীর সভায় আগমন করিলেন। মানসিংহ প্রভৃতি বীরগণ একে একে সমাবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রীগণ চারিদিকে বসিলেন। বাদসাহ প্রণয়িণীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,

অগ্রে সেই প্রতিজ্ঞা সফল করিবার কারণ মানসিংহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি! তুমি যে বীরকুমারের নামোল্লেখ করিয়াছিলে, তাঁহার নাম কি চন্দ্রকেতু? বঙ্গরাজ্যের রাজকুমার!!"

সেনাপতি মানসিংহ আনন্দিত হইয়া বলিলেন :—

"জাঁহাপনা! তাঁহারই নাম চন্দ্রকেতু!!"

বাদসাহ বলিলেন :—

"সেই বীরকুমার আমার নিকটে আরো কোন প্রিয় কর্ম্ম সংসাধন করিয়াছেন। তুমি হস্তী ও দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন কর।"

সেনাপতি যথাজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজসভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। সেই সভার একপার্শ্বে হরনারায়ণও বসিয়াছিলেন। এই সংবাদে তাঁহারও হৃদয় আনন্দিত হইল। হরনারায়ণ একবার শৈবলিনীর মুখচন্দ্র ভাবিয়া বিষন্ন হইতে লাগিলেন। আর একবার চন্দ্রকেতুর সৌভাগ্যের উদয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন।

দুই দণ্ড অতীত হইতে না হইতে সেনাপতি মানসিংহ বীরবেশধারী মোহিনীমূর্ত্তিময় চন্দ্রকেতুকে পরম সমাদরে স্বীয় দক্ষিণ করে তাঁহার দক্ষিণ কর ধারণ করিয়া সভায় আনয়ন করিলেন।

মিহিরই জাহাঙ্গীরের জীবন, সেই জীবনকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রকেতু বাদসাহের আন্তরিক উপকারের বস্তু হইয়াছেন।

চন্দ্রকেতুর রূপ সৌন্দর্য্যে ও কৌমার্য্যে সভাস্থল আলোকিত হইল। সকলেই একদৃষ্টে চন্দ্রকেতুকে দেখিতে লাগিল।

চন্দ্রকেতু সম্রাটের সম্মুখে যাইয়া ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত ভক্তি দেখাইলেন।

জাহাঙ্গীর মিহিরের প্ররোচনায় এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে স্বয়ং

.হাসন হইতে অবতরণ করিয়া চন্দ্রকেতুকে ধারণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! তুমি যে কেবল বীর তাহা নহ, তোমার রূপের ছটা কামদেব অপেক্ষা অধিক!! তোমার মন হীরক অপেক্ষা পরিশুদ্ধ, এ সমস্ত পরিচয় আমি ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। কুমার, তুমি আমার নিকট হইতে পুরস্কার প্রার্থনা কর? আমি অবিলম্বে তোমাকে পুরস্কৃত করিব।"

চন্দ্রকেতুর হৃদয়ে বাদসাহের বিনয়ে পূর্ব্বভাবের উদয় হইল। তিনি কাতর হইয়া বাদসাহের পদমূলে জানু পাতিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন ঃ—

জাঁহাপনা!! আমার পুরস্কারে প্রয়োজন? আমি পথের ভিখারী—প্রবাসী-আমার পুরস্কার!! আমার হৃদয়ে বিক্ষত—যিনি তাহা আরোগ্য করিতে পারিবেন; যিনি আমার জননীর অশ্রু মুছাইয়া দিতে পারিবেন; যিনি আমার পিতৃঘাতীর বক্ষের রক্ত আমাকে পান করিতে দিতে পারিবেন। আমি তাঁহার নিকট হইতেই পুরস্কার লইব, নচেৎ ঈশ্বর আসিলেও আমাকে পুরস্কৃত করিতে পারিবেন না!! জাঁহাপনা, আমি অজ্ঞান; যদি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে—আমাকে মার্জ্জনা করিবেন!!"

বাদসাহ ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রকেতুর ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে মিহিরের অনুরোধে এবং চন্দ্রকেতুর সৌন্দর্য্য ও নম্রতাতে তাঁহার হৃদয়ে দ্রবীভূত করিল। তিনি মনে উপকার করণের প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! আমি জাহাঙ্গীর!! আমার প্রতিজ্ঞা অটল!! তুমি সেনাপতিকে রক্ষা করিয়াছ এবং আমার আরো কোন প্রিয়রত্নকে রক্ষা করিয়াছ, অতএব তোমার সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি—যে তোমার পিতৃঘাতী প্রতাপাদিত্যকে জীবনে সংহার করিয়া তোমার পিতৃ সিংহাসন তোমাকেই অল্প দিবসের মধ্যে প্রদান করিব। এক্ষণে আমার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সুখে আমার প্রাসাদেই অবস্থান কর?"

এই বলিয়া বাদসাহ স্বীয় কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া চন্দ্রকেতুর কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। চন্দ্রকেতু বাদসাহের প্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া বিনম্র বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সভাস্থ সকলেই আনন্দিত হইল। মানসিংহ আনন্দিত হইয়া কুমারের হস্ত ধরিয়া স্বীয় বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। হরনারায়ণ দুই একটী কথা চন্দ্রকেতুকে বলিবেন বলিয়া দাঁড়াইলেন।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া বাদসাহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বাদসাহের অলৌকিক ক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হইল। হরনারায়ণ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন ঃ—

"বৎস চন্দ্রকেতু! তোমার সহিত আমার কোন কথা আছে, একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও?

এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি কিছু কাতরভাব ধারণ করিয়া একদৃষ্টে চন্দ্রকেতুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকেতু তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন। মস্তক অবনত করিয়া প্রশ্নে সম্মতি প্রদান করিলেন। মানসিংহ পুনরায় চন্দ্রকেতুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। চন্দ্রকেতু মানসিংহের বাটীতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বাদসাহের আজ্ঞায় সভা ভঙ্গ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নিশিথ স্বপ্ন।

চন্দ্রকেতু মানসিংহ কর্তৃক আহুত হইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। মানসিংহ যথোচিত আদরে কুমারকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় কক্ষে বসাইলেন।

উভয় বীর ভিন্ন আসনে বসিলেন। যেন আর দুইটী রত্নের দ্বারা কক্ষটীর শোভার বৃদ্ধি হইল।

মানসিংহের কক্ষটী অতি পরিপাটী রূপে সাজানো ছিল। কক্ষের চারিদিকে নানা রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া আঙ্গুরলতা ফলপুষ্পের সহিত অঙ্কিত ছিল। তাহা দর্শন মাত্রেই হৃদয় চরিতার্থ হয়। উপযুক্ত স্থানে অতি বৃহৎ বৃহৎ চিত্র সমস্ত লম্বমান ছিল। তাহাদের মধ্যে একটীতে জনকের ধনুর্যজ্ঞে শ্রীরামচন্দ্র ধনুভঙ্গ করিতেছেন, এক পার্শ্বে সখীজন সহিত সীতা মাল্য হস্তে দাঁড়াইয়া একচিত্তে রামের মোহনমূর্ত্তি দেখিতেছেন; অপর পার্শ্বে পণ সংরক্ষণকারী রাজগণ আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া আছেন। অপরটীতে রাবণ নিধনান্তে শ্রীরাম সীতাদেবীর অগ্নিতে পরীক্ষা লইতেছেন; হুহুশব্দে অগ্নি জ্বলিতেছে, সীতাদেবী সাহসে তন্মধ্যে পতিত হইতেছেন। অপরটীতে যোগেশ্বর মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত রতি সহ কাম আবির্ভূত হইয়া উমার দেবপূজন লক্ষ্য করিয়া বাণ মারিয়াছেন, মহাদেব ক্রোধভরে ললাটাগ্নির অগ্নির দ্বারা ভীষণভাবে তাঁহাকে পুড়াইতেছেন। রতি হা—

হা—শব্দে পতিত হইয়াছে, উমা সখীজনের ক্রোড়ে মুর্চ্ছা গিয়াছেন, দেবগণ আকাশে বিষন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আর একটীতে অনন্ত শয্যা—আহা প্রকৃতিময় অনন্তদেব সহস্রফণাযুক্ত নাগের উপরে যোগাসনে বসিয়াছেন; চারিদিকে উত্তালতরঙ্গকুল সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সকলেই পদমূলে বসিয়া গান করিতেছেন।

কক্ষটীর সমস্ত বস্তুর গুণ বর্ণন করিতে হইলে বহু পরিশ্রমের আবশ্যক, অতএব এক কথায় বলিতে হইলে গৃহটী অতীব সুসজ্জিত গৃহ বলা যায়।

মানসিংহ একদৃষ্টে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যুবক সেই অবসরে ভূমে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া শৈবলিনীর বিষয় অগ্রে ভাবিলেন। পরে তিনি জননীর বিষয় ভাবিলেন। পরিশেষে তিনি প্রতাপের বক্ষের শোণিতের বিষয় ভাবিলেন। সর্ব্বশেষে মিহিরের কৃতজ্ঞতার বিষয় ভাবিলেন। তদন্তে গাত্রোত্থান করিয়া মানসিংহের মুখের প্রতি চাহিয়া মানসিংহের কৃতজ্ঞতার বিষয় ভাবিলেন।

মানসিংহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রকেতুর মুখের প্রতি চাহিয়া আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

চন্দ্রকেতু বলিলেন ঃ—

"বীরবর! অনুমতি হইলে আমি বিদায় হইতে পারি!!"

মানসিংহ উত্তর করিলেন ঃ—

"না—চন্দ্রকেতু! আমার অনেক কথা আছে!!—"

মানসিংহ এই কথা বলিয়া তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিবেন মনে করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

মানসিংহ—মানসিংহের বয়স আন্দাজ ত্রিংশৎ হইবে কি তাহারো কিছু অধিক হইতে পারে।

মানসিংহের পিতা স্বীয় কন্যা আকবরকে প্রদান করেন, সেই অবধি তিনি ক্ষত্রিয় সমাজে নিন্দনীয় হয়েন। ক্ষত্রিয় সমাজ তাঁহার বীরত্বের

মান্য করিত মাত্র, কিন্তু আদান প্রদান করিত না, সেই কারণে মানসিংহ অদ্যাবধি অবিবাহিত ছিলেন।

পিতার নিধন হইলে, মানসিংহ বহুচেষ্টায় ক্ষত্রিয়-সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ তাহাতে কোনমতেই স্বীকার না হওয়াতে সেই অবধি তিনি জাতিস্পৃহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যবন সম্রাটের নিকট হইতে পিতার পদ গ্রহণ করেন।

ওদিকে হরনারায়ণ বসু অর্থের লোভে বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যবন সম্রাটের সভ্য হইয়াছিলেন বঙ্গীয় সমাজ-প্রথানুসারে তিনিও সমাজ-চ্যুত হয়েন।

হরনারায়ণ বসুর এক কন্যা মাত্র জীবিত থাকে, তাহার পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে—তাহারই নাম শৈবলিনী !!

সেনাপতি মানসিংহের সহিত হরনারায়ণের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। মানসিংহ তাঁহাকে মান্য করিতেন, হরনারায়ণও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। হরনারায়ণ কন্যার যৌবনাঙ্কুর অঙ্কুরিত প্রায় দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, শৈবলিনীকে মানসিংহের হস্তেই সমর্পণ করিবেন; কিন্তু মানসিংহ ক্ষত্রিয় বলিয়া সে বিষয়ে কিছু ক্ষুন্ন ছিলেন।

মানসিংহ প্রায়ই হরনারায়ণের বাটীতে গমন করিতেন; শৈবলিনীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতেন, তাঁহার সংসারের প্রদীপ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত অদ্যাবধি প্রজ্জ্বলিত হয় নাই দেখিয়া, শৈবলিনীকে সেই প্রদীপ রূপে হৃদয়ে ধারণ করিবার কল্পনা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি সে কথা হরনারায়ণকে বলেন, কিন্তু লজ্জার অনুরোধে তাহা করিতে পারেন নাই।

যে সময়ে রাজসভা হইতে হরনারায়ন চন্দ্রকেতুকে সম্বোধন করেন, সেই সময়ে তিনি শৈবলিনীর বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সময়ে চন্দ্রকেতুকে হস্তী পাঠাইয়া মান্যের সহিত হরনারায়ণের বাটী হইতে সভায়

আনয়ন করেন তখনো তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। তিনি সেই অবধি অস্থির হইয়া তাঁহার সংসারের প্রদীপ নিভিবে কি জ্বলিবে, তাহা জানিবার কারণ এক্ষণে চন্দ্রকেতুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়াছেন।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"বীরবর! অনুমতি হয়তো আমি গমন করিতে পারি?"

মানসিংহ আশাভরে বলিলেন ঃ—

"না—চন্দ্রকেতু আমার কথা আছে!!"

এই কথা বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের চারিদিকে পদচালনা করিয়া কেহ কোথায় আছে কি না তাহা দেখিয়া আসিলেন, কারণ প্রণয়ের কথা বীরগণের পক্ষে অতি সামান্য, যদি কেহ ভবিষ্যৎ প্রণয়ের আশা করিয়া বীরবর মানসিংহকে উন্মত্ত হইতে দেখে, তাহা হইলে তাঁহার মর্য্যাদা হানি হইবার সম্ভাবনা। সেই কারণে তিনি চারিদিকে চাহিয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয়া নির্ভয়ে পুনরায় চন্দ্রকেতুর নিকটে আসিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! আমার ভাই নাই। তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইলে, আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হোলেম, এক্ষণে বল চন্দ্রকেতু তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মুখে কোন প্রকারে কপটতা প্রকাশ কোরবে না!!"

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইলেন, সেনাপতির মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন।

মানসিংহ পুনরায় বলিলেন ঃ—

"ভাই চন্দ্রকেতু!! তুমি আমাকে ভ্রাতা বলিতে অনিচ্ছা কর? আমাকে বন্ধু বল, আমি তোমার বন্ধু স্থানীয় হোলেম, আমার নিকটে তোমার কোন বিষয় কপট করা উচিত নয়!!"

সেনাপতি স্বীয় মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় মান্যকে তুচ্ছ বোধ করিলেন।

চন্দ্রকেতু দণ্ডায়মান হইয়া সেনাপতির হস্ত ধারণানন্তর বলিলেন :—

"মানসিংহ—মানসিংহ—বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি !! আর চন্দ্রকেতু—চন্দ্রকেতু—চন্দ্রকেতু কে ?—সামান্য প্রবাসী—তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র !! মানসিংহের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব কিরূপে সম্ভবে !!"

সেনাপতি পরাস্ত হইলেন। তিনি চন্দ্রকেতুর মীমাংসায় সমস্ত ভুলিয়া বলিলেন :—

চন্দ্রকেতু তুমি আমাকে বন্ধু বলিতে ইচ্ছা কর না !"

চন্দ্রকেতু একটু হাসিলেন, সে হাসিতে উপহাস প্রকাশ হইল না, তিনি হৃদয়ের ভাবে হাসিলেন, মানসিংহের ন্যায় উদার চরিত্র আর আছে কি না—সন্দেহ করিয়া হাসিলেন। শেষে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি ! জোনাকীর ক্ষমতা কি—যে সে চন্দ্রের প্রভার অনুকরণ করে !! আমি যদিও মহৎ বংশজাত বটি, কিন্তু এক্ষণে—দরিদ্র প্রবাসী বই আর কিছুই নয় !! আপনার সহিত কেমন করিয়া বন্ধুত্ব করিব !!"

সেনাপতি জ্ঞানচক্ষু এতক্ষণে উন্মীলিত হইল, তিনিও সাগ্রহে চন্দ্রকেতুর স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু !! আমি তোমায় বন্ধু বলিলাম, তোমার স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিলাম, ইচ্ছা হয় আমার বন্ধুত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া প্রস্থান কর ? তুমি প্রস্থান করিলেও তোমাকে আমি বন্ধু বই আর কিছুই বলিব না !!"

চন্দ্রকেতু মানসিংহের উদারতায় চমৎকৃত হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

মানসিংহ উন্মত্ত হইয়া বলিলেন :—

"ভাই !! তুমি কি শৈবলিনীকে দেখেছো !"

মানসিংহ আর লুকাইত রাখিতে না পারিয়া অন্তরের ভাব প্রকাশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু শৈবলিনীর নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

মানসিংহ পুনরায় বলিলেন :—

"বন্ধু—চন্দ্রকেতু! তুমি কি শৈবলিনীকে দেখেছো!"

মানসিংহ প্রশ্নের ভাবে আন্তরিক ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ হইল না দেখিয়া চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"সেনাপতি! শৈবলিনীর উদ্দেশে আপনার কি প্রয়োজন!!"

সেনাপতি উজ্জ্বল চক্ষে বলিলেন :—

"বন্ধু! চন্দ্রকে দেখিয়া হৃদয়কে চরিতার্থ করিবার লোকের কি প্রয়োজন!! চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"মানসিংহ!!—মানসিংহ!! বীরের শ্রেষ্ঠ!! শৈবলিনী—রূপের আধার! সেনাপতি! উপযুক্ত বস্তুতেই আপনার নয়ন পতিত হইয়াছে—আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি! সে সরসীর কমল! আকাশের পূর্ণ চন্দ্র! এবং চন্দ্রকেতুর নয়নের শোভনীয় বস্তু!!"

সেনাপতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"সেকি চন্দ্রকেতু! শৈবলিনী কেবল তোমার নয়নই চরিতার্থ করিয়াছে, তোমার হৃদয় চরিতার্থ করিতে পারে নাই!!"

সেনাপতিকে উদ্দেশ করিয়া প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া, গোলমাল ভাবে চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন :—

পুরুষের হৃদয় ও পদ্মপত্র একই বস্তু!!—আর কামিনীর প্রণয় ও বারিবিন্দু একই বস্তু!! সেনাপতি! আপনার উদ্যানস্থ সরোবরে পদ্ম আছে, তাহার পত্রে বারি নিক্ষেপ করিয়া দেখিবেন, সে পত্রে বারি কোন মতে মিশিবে না!! সেই রূপ কামিনীর প্রণয়ও কখন পুরুষের হৃদয়ে সহজে মিশিবে না!! তাই বলিয়া কি পদ্ম শুষ্ক ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে!! কখনই নহে!! যখন সেই বারি মৃনালের মূলে পতিত হয়, তখনই তাহা অমৃত রূপে পত্রে প্রবেশ করে!! সেনাপতি সে প্রণয় কোথা!! আপনি প্রবঞ্চিত হইয়াছেন!!"

চন্দ্রকেতুর কথায় মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! হৃদয় কি কৃত্রিম দর্পণ—যে যতক্ষণ ধারণ করা যায়, ততক্ষণ তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়!"

চন্দ্রকেতু হাসিয়া বলিলেন:—

"তাহাই ভাবিবেন।"

চন্দ্রকেতু ক্ষণেক পরে পুনরায় বলিলেন:—

"শৈবলিনীর সহিত আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছে!"

সেনাপতি বলিলেন:—

"হরনারায়ণের বাটীতে।"

চন্দ্রকেতু একটু বিষন্ন হইলেন, পুনরায় বলিলেন:—

"হরনারায়ণ! আমাকে কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।"

মানসিংহ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিলেন:—

"তাঁহার মনের ভাব আজিও বুঝিতে পারি নাই।।

চন্দ্রকেতু বলিলেন:—

"শৈবলিনীর মনোভাব জানিয়াছেন!!"

মানসিংহ বলিলেন:—

"তাহাও বুঝিতে পারি নাই!!"

চন্দ্রকেতু বলিলেন:—

"তবে আপনি কাঁদেন কেন!!"

মানসিংহ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—

"চন্দ্রকেতু! তুমি কি ভাই—ইহ জন্মে কাহাকেও ভাল বাসিয়াছ?"

চন্দ্রকেতু! নিরুত্তরে রহিলেন, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল।

মানসিংহ বলিলেন:—

"যদি কাহাকেও ভাল বাসিয়া থাক? তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, হৃদয় কাতর হয় কি না!!"

চন্দ্রকেতু এবার সেনাপতিকে উপহাস করিয়া বলিলেন:—

"সেনাপতি চিত্রপটে সুন্দরী দেখিলাম; সেই সুন্দরীর কারণ কি বুদ্ধিমান হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইব !!"

সেনাপতি বলিলেন :—

"তবে তুমি অদ্যাবধি কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দাও নাই !!"

চন্দ্রকেতু একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন :—

"সেনাপতি ! হৃদয় কি শূন্যময় বস্তু !! তথায় স্থান কোথা ! যে অপর বস্তু তথায় সন্নিবিষ্ট হইবে !! যদি অপরে আমার হৃদয় চুরি করিয়া আমার হৃদয় শূন্য করতঃ তাহার হৃদয় প্রদান না করিবে, তবে কেমন করিয়া আমি আমার পূর্ণ হৃদয়ে অপর বস্তু ধারণ করিব। এ জগতে যাহাকে ভাল বাসিব, যাহাকে অন্তরের সহিত দেখিব !! সে যদি আমাকে না ভাল বাসিল ইহা জানিব, তবে কেন তাহাকে ভাল বাসিব !! হৃদয়ে কি সাধ করিয়া বিষের আগুণ জ্বালিব, কখনই নয় !!"

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"আপনি আপনার সাধের কাননে কেন হিংস্র জানোয়ার পুষ্‌চেন !!"

সেনাপতি বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু ! তোমার প্রখর যুক্তিতে আমি পরাস্থ হোলেম, প্রণয় কি হিংস্র জানোয়ার !!"

চন্দ্রকেতু বলিলেন্ :—

"আমার বিবেচনার ক্ষণিক প্রণয় তাহাপেক্ষাও ভয়ানক !!"

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া চন্দ্রকেতুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শৈবলিনীর অশ্রু

মানসিংহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে মানসিংহ চন্দ্রকেতুকে বলিলেন ঃ—

আগামী পৌর্ণমাসির দ্বিতীয়া তিথিতে আমি স্বসৈন্যে বঙ্গবিজয়ার্থে যাত্রা করিব। চন্দ্রকেতু মনে মনে তিথির হিসাব করিয়া দেখিলেন সে দিবস চতুর্দ্দশী; সে রাত্রি ব্যতীত আর দুই রাত্রি তিনি দিল্লীতে আছেন।

মানসিংহের বাক্যের শেষ হইলে নিশা এক যাম উত্তীর্ণ হয় এমন সময়ে কুমার হরনারায়ণের কুটীরে পঁহুছিলেন। মানসিংহ তাঁহার সহিত রক্ষক পাঠাইয়াছিলেন কুমার তাহাকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। তিনি বাদসাহের নিকটে মান্য পাইলেন, মানসিংহের নিকটে মান্য পাইলেন, কিন্তু কুটীরবাসী প্রবাসী ভিন্ন অন্য অবস্থার পরিবর্ত্তন অদ্যাপি কেহই করিল না। তিনি যেমন কুলুপ দ্বারা স্বীয় আবাস কক্ষের দ্বার আবদ্ধ করিয়া রাজসভায় গিয়াছিলেন—আসিয়া দেখিলেন, দ্বার ঠিক তেমনই আবদ্ধ আছে। তিনি কটী হইতে কুঞ্চিকা বাহির করিয়া কুলুপ উদ্ঘাটনানন্তর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লৌহ ও প্রস্তর সংযোগে অগ্ন্যুৎপাদন করিয়া প্রদীপ জ্বালাইলেন। একে একে সর্ব্ব শরীরের মূল্যবান পরিচ্ছদ খুলিলেন। যখন মস্তকের হিরণ্ময় উষ্ণীষ খুলিলেন তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন ঃ—

"জননি! কবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া এই উষ্ণীষ আপনার চরণ প্রান্তে নিক্ষেপ করিব! জগদীশ্বর—বৃথা আশা!"

যুবক উষ্ণীষ তুলিয়া সারাদিনের ক্লান্তিবশে আলস্যাধিক্যে শয্যায় বসিলেন। তরবারখানি মস্তকের নিকটে রাখিলেন। নিদ্রার আবেশ হওয়াতে দ্বার অবরোধ করিয়া শয়ন করিতে ভুলিয়া অমনি শয়ন করিলেন। ক্রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে মিহিরুন্নিশা বার বার পেশমানকে চন্দ্রকেতুর সংবাদ গ্রহণার্থ পাঠাইয়াছিলেন। সভামধ্যে বাদসাহ তাঁহাকে বাদসাহের প্রাসাদে বাস করিতে বলিয়াছিলেন; এই কথা জানিয়া মিহির চন্দ্রকেতুর জন্য একটি মনোহর কুটারী সাজইয়াছিলেন। মিহিরের নিতান্ত ইচ্ছা যে চন্দ্রকেতু দুই দিবস পরে বঙ্গে যাত্রা করিবেন, ইতিপূর্ব্বে অলক্ষ্য থাকিয়া তাহার রূপ রাশি দেখিয়া লয়েন।

যে দণ্ডে হরনারায়ণ বাটিতে প্রত্যাগমন করেন; সেই দণ্ডেই শৈবলিনী পিতার মুখে চন্দ্রকেতুর পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তিনি অল্প দিবসের মধ্যে যে বঙ্গ আক্রমণার্থে মানসিংহের সহিত গমন করিবেন, এ কথাও শ্রবণ করেন।

যে সময়ে শৈবলিনী চন্দ্রকেতুকে রাজকুমার বলিয়া জানিয়াছিলেন, তখন তাহার বদন বিষণ্ণ হইয়াছিল, কারণ রাজকুমারের পক্ষে তিনি উপযুক্ত নহেন। যে দণ্ডে শৈবলিনী চন্দ্রকেতুর স্বদেশ গমনবার্ত্তা ও বাদসাহের অনুগ্রহের বার্ত্তা শ্রবণ করিলেনঃ—সেই দণ্ডেই তিনি মনে মনে কাঁদিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন যে আর তিনি তাঁহাকে মনোমত করিয়া ফুলঅলংকারে সাজাইতে পারিবেন না। তাঁহার এই সময় হইতেই বুঝি সকল সাধ ফুরাইল।

তথাপি আশা কোথায় যায়!! যে শৈবলিনী যে চন্দ্রকেতুর সহিত ইতিপূর্ব্বে বাল্য বয়স্যের ন্যায় ক্রীড়া করিতেন, আজ চন্দ্রকেতু রাজকুমার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি কেমন করিয়া তাঁহার সহিত না সাক্ষাৎ করেন।

শৈবলিনী বিমর্যভাবে চন্দ্রকেতুর আগমন অপেক্ষা করিয়া চন্দ্রকেতুর

কক্ষের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া অনেক্ষণ ধরিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আর চন্দ্রকেতুর দেখা প্রাপ্ত হয়েন, এইবারে দেখা পাইলেই মনোমত সাজে সাজাইয়া হৃদয় চরিতার্থ করিবেন; অধিকন্তু তাহার হৃদয় চন্দ্রকেতুকে ভালবাসে কেন তাহাও তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন।

সন্ধ্যা হইল তথাপি চন্দ্রকেতু আগমন করিলেন না দেখিয়া, শৈবলিনী হতাশান্তঃকরণে স্বীয় গৃহে ফিরিলেন! সন্ধ্যার পরে দুই তিনবার আলোক হস্তে আসিয়া চন্দ্রকেতুকে অন্বেষণ করিলেন, তথাপি তিনি না পাইয়া চন্দ্রকেতুর আশায় নৈরাশ হইয়া তিনি শয়ন করিলেন।

অর্দ্ধরাত্রে শৈবলিনী স্বপ্নে চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; পরিজনদিগকে গোপন করিয়া মৃদুপদ সঞ্চারে চন্দ্রকেতুর কক্ষে আগমন করিলেন। চন্দ্রকেতুর কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল, ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার আবদ্ধ করিলেন।

দ্বার আবদ্ধ করণ শব্দেও চন্দ্রকেতুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল না দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, চন্দ্রকেতু শ্রান্তি পরিহরণার্থে নিদ্রা যাইতেছেন, সেই কারণে একেবারেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন।

তিনি ভূতলে দাঁড়াইয়া চন্দ্রকেতুর রূপরাশি একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার রূপের মাধুরী দেখিয়া শৈবলিনী একেবারে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে কেমন এক নবীন ভাবের উদয় হইল, তিনি বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! চন্দ্রকেতু!! চন্দ্রকেতু!!! কি আশ্চর্য্য নাম! চ—ন্দ্র—কে—তু! এই চারিটি বর্ণ মাত্র! ইহাতে এমন কোন মিষ্ট সামগ্রী নাই যে আস্বাদন প্রাপ্তির আশায় জিহ্বা সতত উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা করিবে! ইহাতে এমন ফুলের সুগন্ধ নাই যে আমার মন সর্ব্বদা চন্দ্রকেতু শব্দের আঘ্রাণে সন্তুষ্ট হইবে। তবে আমার জিহ্বা ও মন সর্ব্বদা চন্দ্রকেতুকে অভিলাষ করে কেন?—জানিনা!

শৈবলিনী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চন্দ্রকেতুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি-

লেন; তাহার নীমিলিত আঁখিপল্লব দেখিলেন। চন্দ্রকেতুর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট দেখিলেন, এবং বিম্বগঞ্জিত অধরোষ্ঠের মিলনও দেখিলেন।

এই সমস্ত দেখিয়া শৈবলিনীর মনে কেমন একটী নবভাবের উদয় হইল। তিনি চন্দ্রকেতুর শুশ্রূষা করণের ইচ্ছা করিয়া সাহসভরে তাঁহার পদমূলে বসিলেন। চন্দ্রকেতুর উভয় পদে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। হস্ত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার মনে উদয় হইল যে চন্দ্রকেতু রাজকুমার তাঁহাকে চন্দ্রকেতু পদ—কেন প্রদান করিবেন !! চন্দ্রকেতু যতক্ষণ অজ্ঞানে নিদ্রা যাইতেছেন, ততক্ষণ তিনি সেবা করিয়া হৃদয়কে চরিতার্থ করিবেন মাত্র !

শৈবলিনীর মনে এবম্বিধ ভাবের আবির্ভাব হওয়াতে; শৈবলিনীর হৃদয় কাতর হইল। শৈবলিনীর আঁখি হইতে নবীন প্রেমাশ্রু দর দর ধারে প্রকাশিত হইয়া মুক্তাবলীর ন্যায় চন্দ্রকেতুর পদে পতিত হইল।

চন্দ্রকেতুর প্রথম নিদ্রার অবসান হওয়াতে চন্দ্রকেতু যেমন আলস্য অপনয়নার্থে পার্শ্ব ফিরিবেন অমনি শৈবলিনীর হস্ত তাঁহার পদে ঠেকিল।

তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে শৈবলিনীর অশ্রু তাঁহার পদে পতিত হইল। তিনি বারি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনী মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না, অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"শৈবলিনী ! রাত্রি কত ?

শৈবলিনী নিরুত্তরে কান্দিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু শৈবলিনীকে কান্দিতে দেখিয়া বিষম বিস্মিত হইয়া নিশার গভীরতা জানিবার কারণ, দ্বার উদ্ঘাটনানন্তর দেখিলেন নিশা তৃতীয় প্রহরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ছায়াপথ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরে চন্দ্রকেতু গৃহে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই অবসরে শৈবলিনী ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া লইলেন।

চন্দ্রকেতু মৃদুস্বরে বলিলেন ঃ—

"শৈবলিনী! নিশা এখনো তৃতীয় প্রহর হইতে অতীত হয়েন নাই; তুমি এই গভীর নিশায় একাকিনী কেমন কোরে এলে?"

শৈবলিনীর নিতান্ত ইচ্ছা যে আজ তিনি মনোভাব প্রকাশ করিবেন। সেই কারণে তিনি বলিলেন ঃ—

"কুমার! আমার সে কথা কে উত্তর দিবে!

চন্দ্রকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"সেকি—আমি বুঝিলাম না!"

শৈবলিনী শয্যা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! লোকের মনেই ভয়! আমার মন যদি তুমি চুরি করিলে, তবে আমি কেমন করিয়া ভয় পাইব!"

চন্দ্রকেতু একটু আশ্চর্য্য হইলেন।

শৈবলিনী হটাৎ চন্দ্রকেতুর পদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"কুমার! আমি তোমার মর্য্যাদা না জানিয়া বারম্বার নাম ধরিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি, তুমি যে বঙ্গেশ্বরের পুত্র তাহা আমি জানিতাম না, তাহা হইলে তোমাকে ফুল দিয়া সাজাইতাম না! আমার আশা আমার ভরসা! যে সামান্য দিনেই নাশ হইবে তাহা জানিলে, তোমার সম্মুখেও প্রকাশিত হইতাম না! আমাকে মার্জ্জনা কোরো, সামান্য লতার কি ক্ষমতা যে সে শাল বৃক্ষের আশ্রয় অভিলাষ করে!! আমি আপনিই মরিয়াছি!"

এই কথা বলিয়া শৈবলিনী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন। যখন শৈবলিনীর কথা শেষ হইল, তখন তিনি উন্মত্ত হইয়া শৈবলিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"সরলে! তুমি উপযুক্ত পাত্রেই তোমার মন অর্পণ কোরেচো! আমারও মন কি আমাতে আছে! সে কথা মিথ্যা! আমি হৃদয়ের ভাব সকল সময়ে সকলের নিকটে প্রকাশ করি না—তাই তুমি জানিতে পার

নাই! আজ তুমি যখন আমার কাছে তোমার মনোভাব প্রকাশ করিলে, তখন তোমার কাছে বলিতে কি!—শৈবলিনী! যত দিন আমি ব্রত উজ্জাপন না করি তত দিন তোমার পাণিপীড়ন করিতে পারিতেছি না! সুশীলে!—তত দিন অপেক্ষা কর? আমি তোমাকে আমার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বরী করিবই করিব!

এই কথা বলিয়া চন্দ্রকেতু শৈবলিনীর হস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন! শৈবলিনী বিষন্ন হইলেন! সেই মুহুর্ত্তে হরনারায়ণ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেনঃ—

"বৎস চন্দ্রকেতু! গুরুদেব আমাকেও প্রবঞ্চনা ক'রেছিলেন! বৎস! তিনি আমাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান কোরে জান নাই! তজ্জন্য তোমার নিকটে আমি যে কিছু অপরাধ কোরে থাকি তাহা মার্জ্জনা কোরো! বৎস! তোমাদের উভয়কে একত্র দেখে আমি আমার গৃহিনীর শোকে আকুলিত হইয়াছি! বৎস! আমি এত দিন সংসারবৃক্ষ মূলে জল সেচন কোরে বহু যত্নে এই শৈবলিনী ফল লাভ করিয়াছি। কুমার! আমার এমন কি রত্ন আছে যে তদ্দ্বারা তোমার মর্য্যাদা সংরক্ষণ করি! আমার সংসার লীলার সার রত্ন—এক মাত্র শৈবলিনীকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম! কুমার! ইহার জীবন তোমার হস্তে রহিল! আর কি বলিব! যত্ন—মমতা—স্নেহ—প্রণয় এক্ষণে তোমার হৃদয়ে! এই মাত্র অনুরোধ যেন আমার অনুরাগিনী শৈবলিনীকে ঘৃণা করিও না!"

এই বাক্যাবসানে হরনারায়ণ শৈবলিনীকে নিকটে সম্বোধন করিলেন। শৈবলিনী নিকটে আসিলে তাঁহার হস্ত ধরিয়া হরনারায়ণ কুমারের নিকটে যাইয়া বলিলেনঃ—

"আমি জানি, গুরুদেবের অনুমতি মতে এক্ষণে তুমি কাহারো পাণিপীড়নে অসম্মত, আমি এক্ষণে শৈবলিনীকে তোমার হস্তে প্রদান করি, পরে তুমি সিংহাসনে বসিয়া উপযুক্ত নিয়মে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিও?"

হরনারায়ণ এই বলিয়া শৈবলিনীর হস্ত চন্দ্রকেতুর হস্তে প্রদান করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

চন্দ্রকেতু একবার স্বর্গ হস্তে পাইলেন আর একবার গুরুদেবের চিত্র মনে উদয় হওয়াতে কম্পিত হইলেন।

শৈবলিনী লজ্জিতা হইলেন।

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

শৈবলিনি! আমাতে তোমার বিশ্বাস কি আছে?

শৈবলিনী আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন :—

পুনরায় কুমার বলিলেন :—

"আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, মানসিংহের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসন লাভ করিব, তোমার পাণিগ্রহণ করিব এ কথায় বিশ্বাস হয়!"

শৈবলিনী নিস্তব্ধে রহিলেন!

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

শৈবলিনী একবার কথা কও? আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না তাহা বলিতে পারি না, রণের পরিণাম বলে কার সাধ্য! যদি জীবিত থাকি, পুনরায় তোমার অভিমানমণ্ডিত বদন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইব! কারণ তোমার অভিমানমণ্ডিত বদন দেখিতে আমি বড় ভালবাসি!

শৈবলিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন :—

"কুমার! বারি বিহনে পদ্মের যে দশা হয়—সেই দশায় আমি রহিলাম। যদি জীবন বিনাশ হয়, সে পাপ তোমার! আমি তোমার মূর্ত্তি, তোমার মিষ্ট কথা ও সৌন্দর্য্যকেই ধ্যান করিতে নিরত হইলাম! দেখো কুমার—আমার পিতার নয়নের অশ্রু যেন আর না পতিত হয়!"

এই কথা বলিয়া শৈবলিনী ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

চন্দ্রকেতু তাঁহার প্রস্থানে বাধা দিলেন :—

"কুমারি! এই ঘোর রাত্রে তোমার একা যাওয়া উচিত নয়, আমি সঙ্গে যাইতেছি।

শৈবলিনী বাল্য চপলতাময়ী হইয়া হাঃ—হাঃ—শব্দে হাসিয়া বলিলেন ঃ—

কুমার! তোমার কথা শুনে আমার হাসি পায়! ইতি পূর্ব্বেই তুমি বলিলে যে তুমি রণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমার পাণিপীড়ন করিবে। তোমার প্রত্যাগমনের মধ্যবর্ত্তী কালে যে আমি একেলা থাকিব; আর দুই দণ্ড পূর্ব্বে যে আমি একেলা ছিলেম। তখন আমার সহিত কে গমন করিয়াছিল! কুমার! আমি অল্প বয়স হইতেই নির্ভীকা! আমার ভয় নাই! এক্ষণে মনে এক নূতন ভয় প্রবেশ করিল। আমি চিরকাল পিতার নিকটে বলপূর্ব্বক অভিমানের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতাম। আজ হইতে আমার সে দর্প চূর্ণ হইল! দিবা রাত্রি তোমার চিত্রই আমাকে আকুল করিবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে কাঁদিলেন ঃ—

চন্দ্রকেতু কহিলেন ঃ—

"কুমারি! তোমার হাস্যই আমার হৃদয়ের পক্ষে তীক্ষ্ণ শর! তুমি সেই স্বরে আবার আমাকে বিদ্ধ কর! আমি মহাযাত্রা করিতেছি, রণযাত্রার ন্যায় মহাযাত্রা বীরগণের আর নাই! সে যাত্রায়—তোমার হাসি দেখিয়া যাইলে যতদূর সন্তুষ্ট হইব, হাসি না দেখিয়া যাইলে ততদূর অসন্তুষ্ট হইব! শৈবলিনি! ক্রন্দন পরিত্যাগ করে একবার হাসো!"

শৈবলিনী চন্দ্রকেতুর কথার ভাব বুঝিলেন, তিনি গম্ভীর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সহাস্যে বলিলেন ঃ—

"বাগানে কোকিল ডাকৃচে, আমি ফুল তুলিগে!"

শৈবলিনী সৌদামিনীর ন্যায় প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের প্রবাহ।

মিহির সম্রাটকে চন্দ্রকেতুর বিষয় জানাইয়া আনন্দিত হইলে ; বাদসাহ তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্য যখন কহিলেন যে মানসিংহের সহিত তিনি সসৈন্যে অবিলম্বে স্বদেশে যাইবেন ; সেই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি আর একবার চন্দ্রকেতুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া পর দিবস নিশাযোগে পেশমানের সহায্যে চন্দ্রকেতুর কুটীরে উপস্থিত হইলেন।

তিনি সলাজে চন্দ্রকেতুকে আহ্বান করিয়া অবনত নয়নে দণ্ডায়মান রহিলেন। চন্দ্রকেতু গাত্রোত্থান করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মিহির সম্মুখে দণ্ডামানা। তিনি সত্বরে ভূতলে নামিয়া বাদসাহের পত্নীকে সন্দর্শন করিলেন।

মিহির প্রথমে একটু হাসিলেন। পরে তিনি হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু ! আমি স্বয়ং তোমার কুটীরে যে দিন উপস্থিত হইয়াছিলাম, কৈ তুমি তো আমাকে অদ্যকার ন্যায় সম্মান কর নাই !"

মিহির আপনার মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন ঃ—

চন্দ্রকেতু কল্য তুমি সমরার্থে যাত্রা করিবে ! আচ্ছা চন্দ্রকেতু, তুমি সমরে জয় লাভ করিয়া সিংহাসন পাইলে, আর কি আমায় স্মরণ কোর্ব্বে ?"

চন্দ্রকেতু মিহিরের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ক্ষণেক মিহিরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শেষে স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ—

"যদি নদী কখন পর্ব্বতের উপকার বিস্মিত হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভুলিব ; নচেৎ পুনরায় দীল্লিতে আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব।"

মিহির বুঝিলেন চন্দ্রকেতু যথার্থই কৃতজ্ঞ। তিনি স্বীয় মনোভাব একে একে প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"বেগম্! এত রাত্রে এ কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার সহিত সাক্ষাতের কি প্রয়োজন?"

মিহির অন্তরে কাঁপিলেন। তিনি চন্দ্রকেতুর মনের ভাব কোন মতেই সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না; তিনি চন্দ্রকেতুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! তুমি পুরুষরত্ন! আচ্ছা, যদি কোন বিখ্যাত সুন্দরী তোমাকে ভাল বাসে, এমন কি অন্তরের সহিত ভাল বাসে, তুমি কি তাহাকে আদর কর না!"

চন্দ্রকেতু এ প্রশ্নের ভাব ভাল রকম না বুঝিয়া বলিলেন :—

"বেগম্! আমি ভাল বাসার অর্থ জানি, আমাকে যে ভালবাসে আমি তাহাকে ভাল বাসি ও তাহার নিকটে কৃতজ্ঞ হই! মিহিরুন্নিসা! তুমি ইহাও জানো, ভালবাসা বড় সামান্য উপাসনা নয়, ঈশ্বরও বশীভূত হয়েন। তবে আমি কেন না বশীভুত হইব।"

মিহির চন্দ্রকেতুর কথা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন :—

"আচ্ছা চন্দ্রকেতু! কেহ যদি অন্তরের সহিত তোমাকে ভাল বাসে!"

অন্তরের সহিত ভাল বাসার কথা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রকেতু চমকাইলেন; ক্ষণেক পরে বলিলেন :—

"বেগম্! অন্তরের সহিত ভালবাসা বড় সামান্য কথা নয়! অন্তরের সহিত একাগ্রচিত্তে ভাবিলেই অন্তরের সহিত ভালবাসা হয়! সেই ভালবাসার বলে দেবগণ স্বইচ্ছায় মানবের বশীভূত হয়েন। বেগম্ সে ভালবাসা কি সামান্য লোকের কাজ! না—সামান্য প্রণয়িণীর কায! যে—অন্তরের সহিত আমাকে ভাল বাসিয়াছে, আমি তাহাকে হৃদয়েও ধারণ করিয়াছি! বেগম আর এক কথা! যে আমার মন না জানিল, যে আমার

সহিত কথা না কহিল, যে আমার অন্তরে প্রবেশ না করিল, সে কি রূপে আমাকে ভাল বাসিবে! এ অতি আশ্চর্য্য কথা!

চন্দ্রকেতুর মুখ হইতে যে সময়ে—"যে—অন্তরের সহিত আমাকে ভাল বাসিয়াছে, আমি তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি।" এই কথা নিঃসৃত হইল, সেই সময়ে মিহির একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, সেই ভাব সংগ্রহ করণার্থে তিনি গাহিলেন:—

"মন আশা মনেতে মিশালো।
সাধের কুসুম কলি অকালে শুকালো!!"

চন্দ্রকেতু মিহিরের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মিহির স্বীয় মর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিয়া চন্দ্রকেতুর পদের প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে গাহিলেন:—

"মন আশা মনেতে মিশালো।
সাধের কুসুম কলি অকালে শুকালো॥"
কতেক যতন ভরে:—
রোপিনু কুসুমবরে:—
হেরিতে তাহার শোভা:—
এবে আশা নিভালো॥
প্রণয়ের বারি তায়:—
সেচিনু যতনে হায়:—
ধরিল কুসুম কলি:—
মনে মাত্র লোভ দিলো॥
বিদ্যুতের জ্যোতি সম:—
নিভিল অন্তর মম:—
বিষম বজ্র আঘাতে:—
বুঝি কুসুমে বিঁধিলো॥

মিহির অন্তরের সহিত এই সঙ্গীতের দ্বারা আপনার মনোভাব

গোপন করিয়া অবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"বেগম! এ সঙ্গীত তোমারই অবস্থা ব্যঞ্জক!!"

মিহির স্বীয় কৌশল পরিসিদ্ধ করণার্থে পূর্ব্ব ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! যদি কেহ তোমার নিকটে অন্তর খুলিয়া পরীক্ষা প্রদান করে?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"অরণ্যে গোলাপ ফুটিয়াছে, তাহার সৌরভের আঘ্রাণ যদি আমি পূর্ব্বে না কোথাও পাইতাম, তাহা হইলে আমি অরণ্যে ধাবিত হইতাম!! আমার হৃদয় তাহার জন্য কাতর কি—না তাহা না জানিলে আমি কেমন করিয়া তাহার পরীক্ষা লইব!!"

মিহিরের মন আকুল হইল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! তুমি দামোদর নদীর তীর মনে কর? আমি যে দণ্ডে জল হইতে উঠিয়া তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেই দণ্ডেই——"

মিহিরের নয়নে জাহাঙ্গীরের চিত্র পতিত হইল। তিনি অর্দ্ধেক মনোভাব প্রকাশ করিতে না করিতে—চমকাইয়া চন্দ্রকেতুর চরণে পতিত হইলেন। তাঁহার চরণে পতিত হইয়া মুহূর্ত্ত মাত্রেই স্বীয় মনের শান্তি সংগ্রহ করিয়া বলিলেন ঃ—

"চন্দ্রকেতু! আমি বাদসাহের পত্নী হইয়াছি, আমার অভাব কিছুই নাই: কিন্তু আমার হৃদয়ে যে অভাব আছে, তাহা বাদসাহের কি ক্ষমতা যে তিনি প্রদান করেন; অতএব আজ তাহা অবহেলায় পাইয়াছি :— আমি ভালবাসি—কিন্তু উপাসনা করিয়া ভালবাসি; আলিঙ্গনের আশা ততদূর নয়!! চন্দ্রকেতু! তোমার রূপ দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করিব, আশা ছিল, আজ তাহার কতক পরিমাণে শান্তি হইল! চন্দ্রকেতু! তোমার পদসেবা করিয়া উপকারের প্রতিশোধ দিব, আশা ছিল, আজ

াহা শোধ করিলাম !! আর যাহা ইচ্ছা আছে তাহা—আমি কামিনী !! কামিনীর মুখে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না !!"

চন্দ্রকেতু নির্ব্বাক ও অস্থির চিত্তে এই ভীষণ ব্যাপার নয়নে দর্শন করিলেন। তিনি নিস্পন্দ হইয়া ক্ষণেক স্তব্ধভাবে রহিলেন, শেষে আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

"বেগম—বেগম—বেগম !! এ কার্য্য তোমার উপযুক্ত নয়—শৈবলিনী—আমার অন্তরের রত্ন—আমিও তাঁহার অন্তরের রত্ন; আমি আমি—তাহাকেও পদ ধারণে বাধা প্রদান করি ! বেগম ! আর কেন আমার মনে ব্যথা প্রদান কর !!"

মিহির ভূতল হইতে গাত্রোত্থানকালে গমনোদ্যোগ করিয়া বলিলেন ঃ—

"আমার আশার সমস্ত ফল ফলিল ; কিন্তু আর একটী বাকী রহিল, পুনরায় দিল্লীতে ফিরিলে কিম্বা বঙ্গেতে সে সকল আশা সফল হইবে !! নচেৎ এই পর্য্যন্ত !!" মিহির প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কৌশল !!

মিহির এই আশ্চর্য্য মনোভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয়—মহলে চলিলেন। পেসমান তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। মিহির পেসমানকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"পেসমান ! তুমি এক কাজ কর ? এমন একটী লোকের অনুসন্ধান

কর, যে সে যেন চন্দ্রকেতুর সহিত বঙ্গে গমন করে এবং যুদ্ধের পরিণাম সংবাদ লইয়া ত্বরায় এখানে প্রত্যাগমন করে।"

পেসমানের মনে হঠাৎ রসুলের চিত্র পতিত হইল, সে হাসিয়া উঠিল।

মিহির জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"হাস কেন?"

পেসমান বলিলঃ—

"রসুল বই এ কার্য্য আর কে করিবে?"

রসুলের নাম শুনিয়া উভয়ে উচ্চহাস্যে হাসিতে লাগিলেন।

পেসমান মিহিরের নিকটে বিদায় লইয়া, মসজিদের নিকটে গমন করিল।

এ দিকে রসুলবক্স রাত্রে পাঠাভ্যাস করণার্থে দুলিয়া দুলিয়া পাঠ করিতেছিল। তাহার হৃদয়ে প্রণয়ের ভাব প্রবেশ করিয়াছে, সে কোরাণ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া "লায়লি মজনু" পাঠ করিতেছে।

তাহা সুর করিয়া পাঠ করা হইতেছে, বহু প্রকারে "লায়লির প্রণয় বার্ত্তা পাঠ করিয়া সে আনন্দিত হইতেছে!! এমন সময়ে পেসমান যাইয়া দ্বার ঠেলিল।

রসুল দ্বার আবদ্ধ করিয়া প্রণয় পুস্তক পাঠ করিতেছিল। দ্বারে আঘাৎ হইল দেখিয়া সে চমকাইয়া সত্বরে পুস্তকখানি লুকাইবার চেষ্টা করিল।

পেসমান দ্বারের ছিদ্র দিয়া ঐ ব্যাপার দেখিয়া বলিলঃ—

"আর কেন—আর কেন—আমি দেখেছি!!"

রসুল চমকাইয়া পুস্তকখানি স্বীয় বক্ষঃস্থলের অঙ্গ রক্ষকের মধ্যে লুকাইয়া সত্বরে দ্বার খুলিলঃ—

সে সম্মুখেই পেসমানকে দেখিয়া উচ্চহাস্যে হাসিল।

পেসমানও তাহার সহিত হাসিল; উভয়েরই ক্ষণেক অত্যন্ত হাসি হইল। শেষে রসুল বলিলঃ—

"সুন্দরি! হা—হা—আজ—একি বেশ!"

পেসমানের হাসি সে সময়ে থামে নাই, সে রসুলের ভাবভঙ্গীতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে লাগিল।

রসুল পেসমানের হাস্যের কারণ না বুঝিয়া; পেসমানের মনস্তুষ্টির কারণ পুনরায় হাসিতে লাগিল।

হাস্যের অভিনয় সমাপ্ত হইলে পেসমান রসুলকে একেবারে মোহিত করিয়া কৌশল পরিশুদ্ধ করিবার কারণ হাস্যময় বদনে বলিল :—

"আজ তোমাকে দেখে আমার কেমন আনন্দ হোয়েছে—একটী গান গাই—তুমি শোন!

পেসমান সেই মসজিদ প্রাঙ্গনে পদ চালনা করিতে করিতে গাহিল ;—

"কাঁহা গেই—সো পিয়া নিঠুরাই রে।
তুয়া লাগি ভরা নিশি রোহই রে!!"

পেসমানের মুখে রসুল অনেক গজল শুনিয়াছিল, এই কারণে, সে পেসমানকে বলিল :—

"সুন্দরি! আমি তোমার মুখে অনেক গজল শুনিয়াছি, আর শুনিব না, তুমি বাংলা দেশে থেকে বাংলা গান অনেক শিখেছো, তাই একটী গাও?—হা—হা—!"

পেসমান তাহাই গাহিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়া রসুলের হাস্যের প্রতিশোধ দিবার কারণ পুনর্ব্বার হাসিল :—

পরে গাহিল :—

"তুবড় সুজন জানিহে, তুবড় সুজন জানি।
আপনি হাসিছ, আপনি কাঁদিছ, তু শট শিরোমণি॥"

রসুল এই গীত শুনিয়া একেবারে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া পেসমানের হস্ত ধরিয়া বলিল :—

"সুন্দরি! আবার গাও।"

"মিছা ছলনা করো না শঠমণি।

ফিরে যাও, ফিরে যাও চাহে না সে ধনি॥
রাই হোয়েচে মোদের রাজা ঃ—
পার যদি হোতে প্রজা,—
তেজে বাঁশী ধোরবে ধ্বজা ঃ—
(তবে) দেখ্‌তে পাবে সে রমণী॥"

পেসমান হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, রসুল আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতে লাগিল। পেসমান বলিল ঃ—

"দেখ মোল্লাজি! তোমাকে আমি বড় ভালবাসি! কিন্তু তোমায় ত্যাগ কোরে বা যেতে হয়, তাই মনে দুঃখু ভাবি।"

রসুল চমকাইয়া বলিল ঃ—"সে কি পেসমান?"

"মিহিরুন্নিশা আমাকে বাংলায় পাঠাচ্চেন!"

রসুল বলিল ঃ—"তবে আমিও যাবো।"

পেসমান বলিল ঃ—"যাবে?

রসুল বলিল ঃ—"যাবো।"

পে। তবে গোলমালে কায নাই, প্রস্তুত হও, কাল প্রাতেই যেতে হবে।

রসু। আচ্ছা—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না!

পে। তবে ভুলো না!

যাইবার কালে পেসমান গাহিল ঃ—

"শুন ওহে প্রাণ বঁধু তোমায় যত ভালবাসি।
থাকিতে না পারি গৃহে সদা তোমায় দেখ্‌তে আসি॥
না দেখিলে তব মুখ ঃ—
অন্তর বিদরে দুঃখ,—
দূরে যায় সব সুখ, নয়ন—নীরেতে ভাসি॥

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

প্রতাপের জীবন।

মায়া ! তোমায় ধন্য ! তুমি জীব লইয়া কোন সময়ে কি লীলা কর, তাহা বুঝিতে পারে কার সাধ্য ! জীব ! তুমি ভোগ করিতে আসিয়াছ ; যদি জ্ঞানময় হইয়া ভোগ কর তাহা হইলে দুঃখ পাওনা / কেবল অজ্ঞানেই তোমার রতি। কেন না তুমি দুঃখ ভোগ করিবে? মায়া, তোমাকে উন্নতি অবনতি দুইটী চিত্রই এক জীবনে দেখায় ; তুমি যদি জ্ঞানী হও উন্নতি পাইয়া উন্মত্ত হইও ; তুমি যদি অজ্ঞানী হও উন্নতি ভুলিয়া অবনত হইও। এ দোষ কার? এ দোষ তোমার কর্ম্মের ; তোমার অদৃষ্টের !! প্রকৃতির নহে !

বঙ্গেশ্বর প্রতাপের জীবনও ঐ রীতির অনুরূপ। যখন তাঁহার অবনত অবস্থা ছিল, যখন তিনি কিশোরবয়স্ক ছিলেন, তখন তিনি এক দিন মুসলমান ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে মহাবীর আকবরের চরিত্র পাঠ করিতেছিলেন। ঐ চরিত্র পাঠ সমাপন করিয়া সেই দণ্ডেই আপন বয়স্যের নিকটে বলিলেন ঃ—বন্ধু ! হীনাবস্থা হইতেও উন্নত হওয়া যায় ! কাষ্ঠ খণ্ড হইতে ... নে অগ্নি প্রকাশ হইলে, সেই অগ্নি ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতে পারে ! ...মাত্র দীপশিখাও প্রাসাদ ব্যাপ্ত অন্ধকার নাশ করিতে পারে !

ধন্য আকবর, ধন্য তাঁহার ধৃতি, ধন্য তাঁহার বীর্য্য, অংকুর যেমন কাল ক্রমে শাল্মলীত্বে পরিণত হয়; আমিও বঙ্গেশ্বরের অংকুর হইয়া কেন না আমি বঙ্গেশ্বর হইব। কেন আমাদের রাজত্ব যবনের অধীনে থাকিবে! চেষ্টা করিব; সপ্তসাগরের রত্ন একত্র হয় কি না দেখিব। প্রতাপাদিত্য বঙ্গেশ্বর হইয়া স্বাধীন হইতে পারে কি না দেখিব। এই সংকল্প প্রতাপের মনে জপমালা হইল। মনের কথা মনে রহিল। বন্ধু জানিল আর তিনি জানিলেন; অন্তরে মহামায়া জানিলেন। মহামায়া সাধকের সিদ্ধি দিতে রত। তিনি প্রতাপের সাধনানুসারে তাহার ফল দিতে লাগিলেন। যত দিন প্রতাপের উন্নতি প্রতাপ করিল, হৃদয় ধর্ম্ম পথে থাকিল, ততদিন মহামায়া তাঁহার উন্নতি বিধান করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন।

প্রতাপ স্বাধীনতার মন্ত্র মাত্র জপে নিযুক্ত থাকিয়া বিবাহ ভুলিলেন, প্রণয় ভুলিলেন, যুবতির সঙ্গ ভুলিলেন, বিষয়ক্রীড়া ভুলিলেন। অস্ত্রের ঝনঝনা সৈন্যের শৃঙ্খলা, প্রজারঞ্জন, ও সেনাপতিগণকে উৎসাহিত করণই তাঁহার ব্রত হইল। রাজ সংসারে রাজকুমারকে এমন উপযুক্ত দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য ও কালক্রমে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইল। প্রতাপ সমস্ত বঙ্গ আপনার করতলস্থ করিয়া নিজগুণে বশীভূত করিলেন। খুড়া রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রিয়পাত্রী হইয়া সেনাপতি হইলেন।

ক্রমে প্রতাপ সেনাগণকে এত সুশিক্ষিত করিলেন যে তৎকালীন মুসলমান সম্রাট আপনার অমিত তেজকে বঙ্গে নির্ব্বাপিতপ্রায় দেখিয়াছিলেন। মহামায়ার অনুগ্রহে প্রতাপ যশোবীর্য্যে ভারতবিখ্যাত হইলেন; তথাপি তাঁহার মনোসাধ পুরিল না। তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি সিংহাসনে বসিবেন।

বঙ্গের সিংহাসন প্রতাপের পিতার ছিল, সেই অবস্থায় [illegible] তার কাল হওয়াতে পিতৃব্য রাজা হইলেন, কালে রাজ্য লোভ [illegible] ক আক্র

মণ করাতে প্রতাপকে উপযুক্ত দেখিয়াও পিতৃব্য তাঁহাকে সিংহাসন দিলেন না। ইহাতে প্রতাপের মনে মহা দুঃখ উপস্থিত হইল। প্রতাপ কি উপায়ে সিংহাসন লইয়া আত্ম জয়কেতন আত্ম রাজ্যে উড্ডীয়মান করিবেন সেই চিন্তাতেই নিরত হইলেন।

আজ তিনি কত কুচিন্তা কত সুচিন্তা মনে করিতেছেন। কোন যুক্তিই তাঁহার মনে ভাল লাগিতেছে না। কখন ভাবিতেছেন পিতৃব্যের বিপক্ষে সমর করিবেন। কখন ভাবিতেছেন গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করিবেন। এই রূপে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে করিতে একদা নিশিযোগে আপন প্রাসাদশিখরে পদচালনা করিতেছেন। চারিদিক অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে এমন সময়ে তাঁহার দৃষ্টি কিছু দূরে একটী আলোকের উপরে পতিত হইল।

প্রতাপ সেই সময়ে পিতৃব্য নিপাতনের মহা চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, হঠাৎ দাবাগ্নি প্রকাশের ন্যায় ভীষণ অগ্নিশিখা দেখিয়া, তিনি গুপ্তভাবে অশ্বারোহণ করিয়া সেই অগ্নি লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন। যতদূর গমন করেন ততই অগ্নিকে দূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। অবশেষে নগরের প্রান্তস্থিত এক অরণ্যের সমীপে আসিয়া দেখিলেন সেই অরণ্য মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, বনের সমীপে পহুছিবামাত্রে তাঁহার ঘোটককে কে যেন অরণ্যের মধ্যে চালাইয়া দিল, সেই বৃক্ষ লতাকীর্ণ বনে তিনি নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহার চৈতন্য হইল তিনি আর অগ্নি দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে ঝিল্লিরব ও আরণ্য জন্তুগণের শব্দ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। কিন্তু যথার্থ ভয় কাহাকে বলে প্রতাপ তাহা জানিতেন না, ক্ষণেক সেই তমোময় স্থানে থাকিতে থাকিতে শুনিলেন কোথা হইতে বারম্বার কে যেন বলিল :— "প্রতাপ তুই আমার বরে অজেয় ও যশোকীর্ত্তিমান্ হইয়াছিস্, পাপাশ্রয় করিস্ না, বীর্য্য আছে নিজ ভুজবীর্য্যে পিতৃব্যের হস্ত হইতে রাজ্য গ্রহণ কর।"

এই রূপ আকাশ বাণী হইবামাত্র প্রতাপ চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন একটী মন্দির তাহার মধ্যে দীপশিখা জ্বলিতেছে, স্ফটীক পীঠোপরি মহামায়া কালি মুর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। প্রতাপ ইহা দেখিয়া নির্ভিক চিত্তে সেই মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবিকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে করজোড়ে রহিলেন। পুনরায় মন্দির হইতে শব্দ হইল ঃ—

"জীব ভোগের জন্য জন্মিয়াছে, তুমি ভোগ কর, হিংসা, পরস্ত্রীহরণ বা কুমারির কৌমার্য্য নাশ করিও না। সাধু পথে আত্মকার্য্য সাধন করিও আমাকে প্রত্যহ পূজা করিও বিশ্ববিজয়ী হইবে। এই কয়েকটী নিষেধ বাক্য না মানিলে আমি বিমুখী হইব। তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

প্রতাপ দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উন্নতিবীজ সেই দণ্ডেই ভুলিয়া গেলেন। দেবী যে ভুজবীর্য্যের কথা কহিয়াছিলেন তাহাতে প্রতাপ বীর্য্য কথার প্রকৃতার্থ ভুলিয়া স্বহস্তে পিতৃব্য নিধন সাধন করিলেন। পিতৃব্য পুত্রকে সমস্ত সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া পিতৃব্য পত্নীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া আপনি রাজা হইলেন। দেবির আজ্ঞা অবহেলা করিলেন; দেবী দেখিলেন ভোগে জীব ভুলিল, আপনার কর্ম্মফল আপনিই প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু করুণাময়ী এখনও করুণা বিতরণে নিরতা হইলেন, যদি প্রতাপ ধর্ম্মরাজ্যে যায় তাহা হইলে এক জীবের উন্নতীতে শত জীব উন্নত হইবে।

ক্রমে প্রতাপ রাজা হইলেন। স্বীয় বীর্য্যবলে বাদসাহের সহিত সমরে জয় লাভ করিয়া ভারত ব্যাপ্ত খ্যাতি স্থাপন করিলেন। কিন্তু হিংসা প্রকৃতিপর হইয়া স্বার্থান্বেষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিলেন।

প্রতাপের সঙ্কল্প যাহা ছিল তাহা সিদ্ধ হইল। সম্পদ ভরে নূতন নূতন আশা তাঁহাতে প্রকাশ হইতে লাগিল। সকল আশার মধ্যে প্রতাপের জীবনে এক নুতন আশার সৃষ্টি হইল। একদা প্রতাপ

সুখ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছেন। এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে এক সুন্দরী কামিনীকে দেখিলেন। কামিনী অপরূপ রূপ লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া প্রতাপের পদমূলে দাঁড়াইয়া বলিলেন :—"পুরুষ! তুমি কি শুষ্ক তরু! এ জগতে যে পুরুষের চৈতন্য আছে, তাহারই প্রণয়, আছে—তাহারই—ফল উৎপাদন করার ক্ষমতা আছে। রাজ্য বল, সম্পদ বল, সকল ভোগের মধ্যে প্রণয়ের তুল্য ভোগ নাই; পুত্রের তুল্য ধন নাই! পত্নীর তুল্য মন্ত্রী নাই!! পুরুষ তোমার সকল থাকিতে কিছুই নাই! যাহার প্রণয়, পুত্র, পত্নী নাই সংসারে সে কেন থাকে।"

এই প্রকার উপদেশ দিয়া স্বপ্নমধ্যে কামিনী অন্তর্হিতা হইলেন। প্রতাপ সেই দণ্ডে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নূতন আশার জীবনে নূতন অভাব বোধ করিলেন। বুদ্ধি যাহার অবনতির দিকে ধাবিত হইয়াছে সে উন্নতি লাভ কি রূপে করিবে!

প্রতাপ কিছু কিছু চিত্রকার্য্য জানিতেন স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী মূর্ত্তির অপরূপ এক চিত্র আঁকিলেন; মনে মনে তাহাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিলেন, অবোধ প্রতাপ সম্পদভরে অজ্ঞানী হইয়া স্বপ্নকল্পিতা মূর্ত্তির উপরে জীবন দান করিলেন। কল্পিত কামিনীর উপরে অনুরাগ প্রেমে বদ্ধ হইল, কোথায় তাঁহাকে পাইবেন, কি রূপে তাঁহাকে দেখিবেন, এই বিরহচিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল।

যে শক্তি উন্নতী বিধান করেন, অবজ্ঞা বলে জীবে তাহাতেই অবনতি প্রাপ্ত হয়। প্রতাপ দেবীর আজ্ঞা সমস্ত ভুলিয়াছিলেন, কেবল সময়ে সময়ে সম্পদের আশায় দেবিকে পূজা করিতে মাত্র যাইতেন।

একদা পূর্ণিমার আলোকে জগৎ আলোকিত হইতেছে, প্রতাপ শূন্য প্রণয়বেশে একা প্রাসাদ শিখরে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, চকোরে চন্দ্রে চমৎকার ক্রীড়া করিতেছে। চকোর

চন্দ্র মিলন তাঁহার মন প্রণয়ে কাঁদিল; তিনি ভাবিলেন, একবার নিজ মনোভাব দেবীকে জানাইবেন।

এই ভাবিয়া গুপ্তভাবে দেবীর উদ্দেশে অশ্বারোহণে গমন করিলেন। সেই গম্ভীরা নিশায় দেবীর মন্দিরে প্রকৃতির একটী মনোহারিণী চিত্র প্রকাশ হইয়াছিল। চিত্রটী একটী অনুপমা সুন্দরীর ছিল। অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য ছিল না, বস্ত্রের সৌন্দর্য্য ছিল; কেবল মাত্র প্রশান্ত মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য তাহাতে বিরাজিত ছিল। মূর্ত্তিটীকে দেখিতে যুবতী। নয়ন দুটী যেন স্বচ্ছ সরোবরে প্রফুল্ল নীল পদ্ম। অঙ্গের গঠনটী যেমন লাবণ্যময়; যুবতীর অন্তরও তাদৃশ শান্তিময়। যুবতী নিতম্ব চুম্বিত কেশভার এলাইয়া একখানি ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বহস্তে রচিত জবা কুসুমের মালা লইয়া কিছু কামনা করিয়া এক মনে দেবীর স্তবার্থ গাহিতেছেন :—

"বল বল বল মাগো তব তত্ত্ব কিসে জানি।
আমি অতি ক্ষুদ্র কীট তুমি ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী ॥
ক্ষিত্যপতেজ আর গগন :—
মিলিত তাহে পবন
পঞ্চভূতে বিশ্বাকার—
তুমি বিশ্ব স্বরূপিণী ॥
পঞ্চ ভূত পঞ্চতন্মাত্রা—
ইন্দ্রিয় তাতে সংযুক্তা—
মনোবুদ্ধি অহঙ্কারে—
তুমি চৈতন্য রূপিণী ॥
শুনেছি মা প্রেমডোরে—
বাঁধা না কি যায় গো তোরে—
দেখি এবার ভক্তি জোরে—
পাই কি না তোরে জননী ॥

মাঃ প্রসন্ন হও! মা প্রসন্ন হও! আর কত দিন এ দাসীকে বিড়ম্বনা কোরবে? কবে চরণতলে স্থান দিবে; সংসার পাইলাম না, আর সংসারে কেন আমায় রাখিবে!

এই রূপে খেদ করিতে করিতে জবার মালা যেমন দেবীপদে প্রক্ষেপ করিলেন; অমনি আকাশবাণী হইল:—কুমারি! তুমি আমার সহচরী! তোমার দ্বারা বঙ্গরাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা হইবে; তোমার দ্বারা মহাকার্য্য সাধন হইবে। তবে তুমি সংসারের ভোগ পাইবে। দেখ কুমারি, আমাকে বিস্মৃতা হইয়া কার্য্য করিলে, তুমি অশেষ দুঃখ পাইবে। সকল কার্য্যে আমার অনুমতি লইয়া করিবে। জীবানন্দ স্বামী আমার পরম ভক্ত। তিনি তোমার হিতৈষী। তোমার কষ্ট আর বহু দিন থাকিবে না।"

কন্যার নাম প্রভাবতী। জীবানন্দ স্বামির পালিত কন্যা।

আকাশবাণী নিস্তব্ধ হইলে প্রভাবতী দেবির ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন, এ দিকে প্রতাপ মনোবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কামিনীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া দেবীকে না দেখিয়া একদৃষ্টে সেই যুবতীকে দেখিতে দেখিতে বলিলেন:—

'আমি কি স্বপ্ন দেখচি! যে কামিনী আমাকে স্বপ্নে বঞ্চনা করিয়াছে এ যে সেই মূর্ত্তি! সেই উজ্জ্বল চক্ষু, সেই দীপ্তিময়ী কান্তি! সেই ক্ষৌম বস্ত্রাবৃতা!!"

প্রতাপ ক্ষণেক একদৃষ্টে দেখিয়া ধ্যানস্থা কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—সুন্দরি তুমি কি মানবী! যদি মানবী হও আর আমাতে বঞ্চনা করিও না। যদি কামচারিণী হও আমি আর তোমার বঞ্চনায় ভুলিব না।"

সুন্দরী ধ্যান ভঙ্গে প্রতাপের মোহন মুর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ ঝটিকার প্রকাশ হইল, এক দিকে দেবী, অপর দিকে পুরুষ রত্ন! তিনি কোন কথা কহিলেন না।

প্রতাপাদিত্য বহু স্তব স্তুতিতে কুমারীর পরিচয় লইয়া প্রাসাদে ফিরিলেন। যুবতী সে নিশা মন্দিরেই যাপন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মায়াজাল।

প্রভাবতীকে দর্শনাবধি প্রতাপাদিত্যের মনে এক প্রকার প্রথম বীভৎস ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেই সকাম ভাব চরিতার্থ করণার্থ তিনি প্রভাবতীর পরিচয় লইয়া জীবানন্দ স্বামীর ভবনে প্রায় গোপনে গমনাগমন করিতেন। দৈব নির্ব্বন্ধন হেতু প্রভাবতী তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিতে সাহস করিত না। কিন্তু তিনি প্রত্যহ নৈরাশ হইয়া, অদ্য গোপনে স্বামীর ভবনে প্রভাবতীর কক্ষে গমন করিলেন।

জীবানন্দস্বামী পূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলেন যে প্রভাবতীকে পাপিষ্ঠ প্রতাপাদিত্যের হস্তে কখনই প্রদান করিবেন না। সেই কারণে তিনি সদা সর্ব্বদা প্রতাপের অমঙ্গল বার্ত্তা প্রভাবতীকে জানাইয়া রাখিতেন। প্রভাবতীও তাহাতে সাবধান হইয়া একেবারে প্রতাপাদিত্যকে ভাল বাসিতে পারিতেন না। যখন ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রস্থান করিতেন। আজিও তাহা ঘটিল। প্রভাবতী প্রতাপের মূর্ত্তি দেখিয়া ভুলিবেন ভাবিলেন, কিন্তু স্বামীমহাশয়ের উপদেশ মনে হওয়াতে তিনি প্রস্থান করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সামান্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করণার্থে প্রয়াস পাইয়া এই সামান্য কুমারীর কৌশলে বাধা পাইয়া একাকী সেই কক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন :—

"মন! তুমি কার জন্য ব্যাকুল হও? যে অপরিচিত, যাহার কোন গুণ আছে কি না তাহা অজ্ঞাত। যাহার কেবল একমাত্র সৌন্দর্য্য আছে—তাহার জন্য ব্যাকুল হবার প্রয়োজন কি? যে প্রতাপাদিত্যের অন্তরে অবস্থান কোরে মন তোমার নাম নিষ্ঠুর হইয়াছে; তুমি আজ কি কারণে এই

সামান্য ললনার সৌন্দর্য্যে দ্রবীভূত হইলে!! প্রভাবতি! তুমি মায়াবিনী, আমার হৃদয়ও দ্রবীভূত করিয়াছ!!”

প্রতাপাদিত্য এই প্রকার মনোভাব মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

ও দিকে মন্দিরের সম্মুখে ঘোরান্ধকারে জীবানন্দ স্বামী দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন:—তখন আকাশে মেঘদাম একত্রীভূত হইয়া বৃষ্টিপাতের উদ্যোগ করিতেছে। হঠাৎ পবন বহিল। বৃক্ষকুল কাঁপিয়া উঠিল। পত্রের মর্ম্মর শব্দে চারিদিক আকুল হইল। কোটরে পাখীকুল শাখা কম্পনে স্থিরভাব অবলম্বন করিল। শ্বাপদকুল প্রকৃতি বুঝিয়া স্বীয় স্বীয় আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রকৃতি সকলকে সাবধান করিয়া স্বীয় ভীমা মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বজ্রধ্বনি রূপে হুহুঙ্কার করিলেন; বিদ্যুতেরা চকমকী রূপে অট্টহাস্যে হাসিলেন। পবনদেব বেগরূপে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ সময়ে একা জীবানন্দ স্বামী মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এবম্বিধ ভাব সন্দর্শন করিয়া বলিলেন:—

“আজিকার প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, প্রকৃতি যেন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারন করিয়া বঙ্গকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের প্রকাশে বোধ হয় যেন বঙ্গ কম্পিত হইতেছে। সাধনা—সাধনা—সাধনা—ভীষণ সাধনা; গুরু যদি শিষ্যের কারণ না সাধিল, তবে শিষ্য কেন গুরুকে মান্য করিবে!! বসন্তরায়—পাপিষ্ঠ প্রতাপের হস্তে যখন জীবন বিসর্জ্জন দেন; তিনি সেই অন্তিম সময়ে আর কাহারো নাম উচ্চারণ করেন নাই; একবার আমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চন্দ্রকেতুর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন!! আমি সে দৃষ্টি ভুলিব—সে অন্তিম দৃষ্টি ভুলিব, সে করুণ দৃষ্টি ভুলিব!! সে অন্তিম অনুরোধ ভুলিব, কখনই নয়!! মন্ত্রেরই সাধন—কি শরীরের পতন!!

আহা! এই ভীষণ সময়ে রাজকুমার চন্দ্রকেতু কি অবস্থায় আছে!! পাপিষ্ঠ প্রতাপাদিত্য!! তোর নিষ্ঠুর কৌশলে রাজবধু আনন্দময়ী কারা-

বাসিনী—রাজকুমার চন্দ্রকেতু প্রবাসী!! আর প্রভাবতী—!! যাক্ সে কথায় কায নাই!! আমি অতীত বিষয়ের আলোচনা কেন করি! মাতঃ যশোরেশ্বরি! যদি এক দিবসও তোমাকে আমি কায়মনে পূজা করিয়া থাকি—তাহা হইলে আজিকার আহুতি গ্রহণ কর? আমার কামনা পূর্ণ কর?"

ব্রহ্মচারী তান্ত্রিক মতে ক্রিয়াদি করিতেন; তিনি অদ্য অমাবস্থার তিথি সংযোগ পাইয়া ঈশ্বরীর উদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃত ও ধূনা আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে হোম করিয়াছিলেন। সেই হুত অগ্নিতে দাহ্য বস্তু পতিত হইবা মাত্রেই ভীষণ আলোক উত্থিত হইল। এমন সময়ে তিনি পুনরায় আপনা আপনি বলিলেন ঃ—

'যদি তন্ত্র সত্য হয়, তন্ত্রের আরাধনাও যদি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে যেন আমার উপাসনা মতে চন্দ্রকেতুর সমূহ বিপদ ভস্মীভুত হয়। বৎস, যেন পুনরায় পিতৃ সিংহাসন লাভ করিয়া—জননীর অশ্রু মুছাইয়া—রাজ সিংহাসনে উপবেশন করে ঃ—অগ্নিদেব! আমার এই হবি আপনি ঈশ্বরীর সমীপে বহন করুন।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী পুনরায় ঘৃত ও ধুনা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলেন; অগ্নিদেব হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক আলোকময় হইয়া উঠিল।

জীবানন্দ স্বামী তান্ত্রিক পূজা শেষ করিয়া হঠাৎ মন পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন ঃ

"আজ প্রতাপাদিত্য ঘোর নিশাযোগে এই স্থানে দেবী পূজনে আগমন করিবেন, আমি তাঁহাকে মায়াজাল দেখাইয়া বশীভূত করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ করাইব, তাহা হইলেই চন্দ্রকেতুর সিংহাসনের পথ কণ্টকহীন হইবে।

এমন সময়ে প্রভাবতী তথায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"পিতঃ! এত রাত্রে আমায় কেন স্মরণ কোরেছিলেন?"

প্রভাবতী জ্ঞান—মতে ব্রহ্মচারীকে পিতা বলিয়াই জানিতেন। ব্রহ্ম-চারী প্রভাবতীর কথার প্রত্যুত্তরার্থে বলিলেন ঃ—

"কন্যা! আজ একটী দৃঢ় ব্রত পালন কোর্ত্তে হবে!! প্রতাপের মঙ্গলই আমার কামনীয়—অতএব অতএব—অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া অগ্নিতে হবি প্রদান করো—আমি নির্জ্জন স্থানে দেবীর নাম জপ করিগে। দেখো, যেন আমি এই মন্দিরপ্রদেশে আছি, এ কথা না প্রকাশ পায়!! প্রতাপা-দিত্য আসিলে পূর্ব্বেও যেমন ছলনা প্রকাশ করিতে—আজিও তুমি তেমনি করিও? পরে যা হয় আমি করিব!!"

প্রভাবতী সেই অগ্নিকুণ্ডের সমীপে বসিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী কৌশল পরিসিদ্ধ করণার্থে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে প্রভাবতীর ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে প্রতাপাদিত্য কামনীয় ক্রিয়া সম্পূর্ণ করণার্থে মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। ঘোর ঘটনায় আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ঘোর অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল ভয়ানক মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ঘোর পবন বেগে প্রবাহিত হইয়া চারিদিক কম্পিত করিতে ছিল। বজ্র ও বিদ্যুৎ উভয়ে মিলিয়া সকলকে কাঁপা-ইতে ছিল। এই সমস্ত দেখিয়া প্রতাপাদিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক চারিদিকে চাহিলেন। তাঁহার মান্যের ভাব না বুঝিয়া একটী শৃগাল তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দৌড়াইয়া প্রস্থান করিল। তিনি মনে মনে হাসিলেন। মন্দিরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। এক স্থানে ভীষণ অগ্নিশিখা ভীষণ ভাবে জ্বলিতেছে দেখিলেন॥ ক্রমেই তাহার তেজ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও দেখিলেন!!

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া চারি দিকে চাহিলেন; আর কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্থির নয়নে অগ্নির শিখাকে দেখিয়া বলিলেন।

"একে ঘোর অমাবস্যার রাত্রি; দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত। শিবাকুল

চারি দিকে স্বাধীন ভাবে বিচার করিতেছে। প্রকৃতি উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ কোরে সকলকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের বিরামে বজ্রধ্বনি প্রকাশিত হইয়া সকলের হৃদয়ে ভয় উদ্বেলিত করিতেছে সকলের কেন—আমি প্রতাপাদিত্য—আমার এমন কঠিন প্রাণ আমি কম্পিত হইতেছি! হে বিশ্ব—বিনাশিনী প্রকৃতি! একবার শান্তভাব অবলম্বন কর! আমি দেবীপূজায় গমন করি!!"

তাঁহার সেই ভীষণ কণ্ঠস্বর চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল। অন্দর হইতে ভীষণ হুহুঙ্কার শব্দ উঠিল!! প্রতাপাদিত্যের হিয়া একেবারে চমকিত হইল। তিনি পুনরায় মনোবেগ শান্ত করিয়া বলিলেন:—

"এ কি! এ কি!! আমার পদ স্খলিত হয় কেন—কই আমার হৃদয় তো কম্পিত হয় নাই!! এই ভীষণ শ্মশানে আমি কতবার আসিয়া দেবীর পূজা করিয়াছি, আজ আমার অন্তর ভয় পায় কেন! বজ্র! নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন কর। আমি দেবী-পূজায় গমন করি!!"

প্রভাবতী আর একবার হবি ক্ষেপণ করিলেন। অগ্নিশিখা ভীষণ ভাবে প্রকাশিত হইল। প্রতাপাদিত্য কম্পিত হইলেন। কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন। মৃদুপদে অগ্রসর হইলেন।

প্রভাবতী পুনরায় হবি ক্ষেপণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত ছিলেন,শিখা প্রকাশ মাত্রেই চমকাইয়া দেখিলেনপ্রভাবতী নির্ভয়ে এই কার্য্য করিতেছেন। তিনি চমকাইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন:—

"প্রভাবতি! তুমি কামচারিণী—না—কুহকিনী! এই না তোমার সৌন্দর্য্য প্রভার প্রভাবে আমাকে উন্মত্ত করাইতেছিলে—এই না তোমার মিষ্ট কথার অমৃত সিঞ্চনে আমার কঠিন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতেছিলে!! আবার এ কি! ও সৌন্দর্য্যের আকর শরীরে ধারণ করিয়া চণ্ডালিনীব্রত অবলম্বন কেন কোরেচো। তোমার চাঁচর চিকুরের অগ্রভাগ ভূমে লুণ্ঠিত হইতেছে, তোমার বদন অগ্নি প্রভায় রক্তবর্ণ হইয়াছে! ছি প্রভাবতি! তোমার অপর বিষয়ে মায়া থাক্ বা না থাক্ তোমার শরীরেও কি মায়ানাই!!"

প্রভাবতী হাসিলেন। স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে জীবানন্দস্বামীর কৌশল বুঝিলেন। মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন :—

"মহারাজ আপনি এখানে!"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন :—

"দেবী পূজা করিতে যাইব!!"

প্রভাবতী বলিলেন :—

"সেই কার্য্যে প্রস্থান করুন। লোকে প্রণয়ের শরে জ্বালাতন হয়, কিন্তু আমি শীতল হইয়াছি; মহারাজ তাই অগ্নিতে পুড়িতে আসিয়াছি!! আপনার ইচ্ছা হয় পুড়ুন!!"

প্রতাপাদিত্য হাসিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ স্বামী।

জীবানন্দ স্বামী এই সমস্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে আশ্চর্য্য করিয়া গুপ্তভাবে দেবীর সম্মুখে বসিয়া নয়ন মুদিয়া কৃত্রিম পূজা করিতে বসিলেন।

এ দিকে প্রতাপাদিত্য এই সমস্ত কার্য্যের ভাব না বুঝিয়া প্রভাবতীর সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ধ্যানমগ্ন স্বামীকে দেখিয়া প্রতাপাদিত্য লজ্জিত হইলেন।

প্রভাবতি স্বামীকে ডাকিলেন :—স্বামী চাহিয়া দেখিলেন প্রতাপাদিত্য ও প্রভাবতী!!

তিনি যে কৌশল করিয়াছিলেন সেই কৌশল এক প্রকার স্থির হইয়াছে দেখিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"মহারাজ! ও প্রয়াস পরিত্যাগ করুন। আমি গুরু আমি আপনাকে কি না বলিতে পারি, সমস্তই বলিব শ্রবণ করুন!!"

প্রতাপাদিত্য মস্তক নিম্ন করিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রভাবতীর সৌন্দর্য্য রূপ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সমস্তই সহ্য করিতে কৃত প্রতিজ্ঞ হইলেন।

প্রতাপকে অবনত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী পূর্ব্বভাব গোপন করিয়া বলিলেন ঃ—

"মহারাজ! আপনার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কোন কথা আমাকে বলিতে আসিয়াছেন বলুন?

প্রতাপাদিত্য আর হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না বলিলেন ঃ—

"আমার নিতান্ত অভিলাষ যে আমি প্রভাবতীকে বিবাহ করি!! আপনার সম্মতি অপেক্ষা!!"

স্বামী পূর্ণকুম্ভে আঘাত করিবার কারণ বলিলেন ঃ—

"মহারাজ! ও আশা পরিত্যাগ করুন; আপনার বল আছে, আপনি বল প্রকাশ করিয়া প্রভাবতীকে বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু কুলটা কন্যাকে বিবাহ করা বঙ্গেশ্বরের বংশীয় রীতি নহে!!"

প্রভাবতী বিষন্ন বদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপাদিত্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কটাক্ষে একবার স্বামীর প্রতি চাহিলেন। স্বামী এতদ্দর্শনে বলিলেন ঃ—

"মহারাজ! প্রভাবতীর আশা পরিত্যাগ করুন, সে অতি নীচকুলোদ্ভবা! এক্ষণে প্রণয়ে নিমগ্ন হওয়া আপনার উচিত নয়, আপনি সমরার্থে প্রস্তুত হোন্!! শক্র তোরণে উপস্থিত।"

ব্রহ্মচারী এই প্রকার বিষের বাতি জ্বালিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভাবতী ব্রহ্মচারীর মনোভাব না বুঝিয়া আপনাকে কুলটা

সম্ভূতা ভাবিয়া ঘৃণায় ক্রন্দন করিতে করিতে শয্যায় শয়ন করিলেন। স্বামী প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া প্রতাপের মনোভাব জানিবার কারণ বাহিরে রহিলেন।

প্রতাপাদিত্য একদৃষ্টে ক্ষণেক ভূমে চাহিলেন। দেবীর উপাসনা করিতে আসিয়া দেবীর উপাসনা ভুলিলেন ঃ—শেষে অস্থির হইয়া বলিলেন ঃ—

"মন! তুমি না সর্ব্বব্যাপী!! তুমি কি প্রভাবতীকে কুলটা বলিয়া অগ্রে জানিতে পার নাই!! যে প্রভাবতী সৌন্দর্য্যের আকর, সরলতার আকর, সেই প্রভাবতী কুলটা কন্যা!! ঈশ্বর—কি সেই কারণেই পঙ্কিল সরোবরে পদ্মের আশ্রয় দিয়াছেন!! না—না আমার ভ্রম!! প্রভাবতীকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিব, প্রভাবতী আপনার জন্ম আপনি জানে। যদ্যপি কুলটা কন্যা হয় তাহা হইলে আপনার অন্তরে আমি বিষের আগুণ কেন জ্বালিলাম। যদি বিবাহ না করিয়া তাহার প্রেমে মগ্ন, প্রভাবতী কি তাহাতেও সম্মতা হবে না।

এমন সময়ে অদূর হইতে একটী সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিল, তাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া এই গানে মণ্ডিত হইল ঃ—

"সাধের রতন আমার জলে ভেসে যায়!!
তোরা দেখবি যদি পুরবাসী ত্বরা করি আয়॥
জানতেম যদি সন্তরণ
অবহেলে দিতাম প্রাণ
রত্ন লয়ে কুলে উঠে
মজিতাম সুখ আশায়!!"

প্রতাপাদিত্য চমকাইলেন, এ কণ্ঠস্বর যে প্রভাবতীর তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার দেবীপূজা দূরে যাইল। তিনি একাগ্রচিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন ঃ—

প্রভাবতী অপর কক্ষে শয়ন করিয়া মনের দুঃখে পুনরায় গাহিলেন ঃ—

"সাধের রতন আমার জলে ভেসে যায়।
তোরা দেখবি যদি পুরবাসী ত্বরা করি আয়॥

জানতেম যদি সম্বরণ :—

এই গীত শ্রবণ করিয়া প্রতাপাদিত্য চমকাইলেন। তিনি অস্থির হইয়া চারিদিকে চাহিলেন এমন সময়ে পুনরায় প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন ; সেই কণ্ঠস্বরে এই গীতটী মিশ্রিত ছিল :—

"কি কাজ বল রমণী জীবনে।
হৃদয়ের ধনে যদি না হেরি নয়নে॥

প্রভাবতীর মনে কি ভাবের উদয় হইল প্রভাবতী আর গাহিলেন না।

প্রতাপাদিত্য অস্থির হইয়া বলিলেন :—

"আমি বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য! আমার কিসের অভাব, আমি এই সমগ্র বঙ্গকে সমুদ্রে ভাসাইতে পারি, আবার ইহাকে জনাকীর্ণ করিতেও পারি!! আমার যদি এত প্রতাপ! তবে কেন আমি প্রভাবতীর কারণ হৃদয়ে ব্যথা পাই!! প্রভাবতী প্রভাবতী—প্র—ভা—বতী! রূপের আধার, আমার অন্তঃকরণের সুখের বস্তু; তাই তাহাকে আমি ভাবি, সে প্রভাবতীকে আমি কেমন করিয়া ভুলিব!! আমি আর একবার প্রভাবতীকে জিজ্ঞাসা করিব, যদি সে বলে যে সে কুলটা—কন্যা নয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি হৃদয়ে উপবেশন করাইব; যদি সে জন্মের কাহিণী না জানে!!"

প্রতাপাদিত্য আপনার তর্কে আপনি পরাস্থ হইলেন। তিনি ক্ষণেক মন্দিরের মধ্যে পদচালনা করিয়া শেষে দেবী-মুর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন :—

"একি! আমি কি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছি, দেবী পাষাণময়ি! আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাসের এত ক্ষমতা! আবার সামান্য প্রলোভনে ভুলিয়া— সামান্য নয়—মহাপ্রলোভনে ভুলিয়া আপনারই শ্রীচরণ বন্দনা করিতে আমি বিস্মৃত হইতেছিলাম। মাতঃ! যদি অপরাধ হইয়া থাকে তাহা হইলে মার্জ্জনা করিবেন!!"

এই কথা বলিয়া মহারাজ প্রতাপ জানু পাতিয়া দেবীর সম্মুখে করযোড়ে বসিলেন।

এ দিকে জীবানন্দস্বামী যে কৌশলে প্রতাপের সর্ব্বনাশ করিবেন তাহার উপায় প্রকাশিত করিবার কারণ তিনি সেই মুহূর্ত্তে কল্পিত ভৈরব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মন্দিরের গুপ্ত দ্বার দিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপাদিত্য বলিলেন :—

"মাতঃ। তুমি অন্তর্যামিনী! মানবের হৃদয়ের কথা কি না জানো ঈশ্বরি! এ দাস মহা প্রলয়ে পতিত, একটী প্রণয় প্রবাহ, আর একটী সমর প্রবাহ, উভয়ই, এ দাসের পক্ষে মহৎ বলিয়া বোধ হইতেছে, জননি! তোমার সেবাকারী সন্তান মহা বিপদে পতিত; যদি মা চন্দ্রকেতুর সহিত সমরে জয়ী হই, যদি প্রভাবতীকে সাধ্বী কন্যা বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলেই আমার হৃদয়ের সাধ মিটিবে, আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়া আপনার তুষ্টি সম্পাদন করিব!! দেখো মা! এ দাস তোমা বই আর কাহাকেও জানে না!!"

এই কথার বিরামে স্বামী মহাশয় ভৈরব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন :—

বৃথা হেন আশা তুমি করহ রাজন;
ত্যজহ রাজ্যের মায়া চাহিলে জীবন!
কি দোষে হরিলে বল পিতৃব্য জীবন,
কি দোষে চন্দ্রেরে তুমি দিলে বিসর্জ্জন।
কি দোষে আনন্দময়ী বন্ধা কারাগারে,
হারাবে আপন প্রাণ সেই পাপাচারে!!
দেবীর সংকল্প এই শুন দিয়া মন,
হারাইবে রাজ্য সহ আপন জীবন!!"

এই কথা বলিয়া ভৈরব মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। মহারাজ মহা সন্দেহে পতিত হইলেন। তিনি এক দৃষ্টে ভৈরবের প্রস্থান পথ দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শিবাগণ চারিদিকে অশিব চীৎকার করিয়া উঠিল। আকাশ হইতে ভীষণ প্রতাপে বৃষ্টিধারা পতিত হইল।

এই সমস্ত দেখিয়া প্রতাপাদিত্য করযোড়ে দেবীর সমক্ষে বলিলেন :—

"মাতঙ্গিনি, দাসের প্রতি একি আদেশ মা! আমি যে তোমা বই আর কাহাকেও হৃদয়ে আরাধনা করি না মা!! যে প্রতাপাদিত্যের প্রভাবে জাহাঙ্গীর বাদসাহ কম্পিত; সেই প্রতাপের জীবন চন্দ্রকেতুর সহিত সমরে বিসর্জ্জিত হইবে!! জলে অবগাহন করিলে শরীর দগ্ধ হইবে!! চন্দ্রকেতু! তুমি কি ভৈরববলে বলী!! হও তুমি বলীয়ান্, কিন্তু প্রতাপ তোমার বক্ষের রক্ত অগ্রে সন্দর্শন করিবে, পরে নিজের জীবন তোমার হস্তে প্রদান করিবে!! জননি! আমি চোল্লেম; যদি এ সমরে জয়ী হই আবার পূজা দিব; নচেৎ পাষাণময়ী পাষাণে আবদ্ধই থাকিবে, আর তোমার সেবা করিব না!! কিন্তু প্রভাবতীকে দেখিতে মন্দিরে কখন কখন আসিব!!

প্রতাপাদিত্য প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হৃদয়ের আশা !!

—০—

প্রভাবতী স্বামীর মুখে স্বীয় দুষিত জন্মকথা জানিয়া ঘৃণায় শয়ন করিয়াছিলেন। যথার্থই তাঁহার পবিত্র জন্ম ছিল। স্বামী কেন কৌশল চরিতার্থ করিবার কারণ প্রতাপের সম্মুখে ঐ প্রবাদ বলিয়াছিলেন। প্রভাবতী অন্তরে দুঃখিত হয়েন নাই কারণ তিনি আপনাকে কুলটা গর্ভজা বলিয়া বলিয়া জানিতেন না।

তিনি প্রতাপের সম্মুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষণেক অস্থির হইয়াছিলেন, সেই চিত্তকে স্থির করিবার কারণ পূর্ব্বোক্ত সংগীত গাহিয়াছিলেন ঃ—তাহাতেও তাঁহার হৃদয় সুস্থ হইল না দেখিয়া তিনি বলিলেন ঃ—

"যে বিধি কুমুদে দিলা কুমুদ-রঞ্জন,
যে বিধি কমলে দিলা তপন কিরণ,
যে বিধি কোকিলে দিলা পঞ্চমের স্বর,
সেই কি গঠিলা মোরে দিয়া নিজ কর !!
এ কথা ছায়ার সম লাগে মম মনে,
তবে কেন এত বাদ হৃদয় মিলনে।
ল'ভেছি জনম মাত্র সংসার মাঝারে,
নাহি জানি মাতা পিতা স্নেহের আধারে,

কুটীর বাসিনী আমি, কাঁদি দিবানিশি,
কেন আশা হয় মোর লভি দশদিশি !
কোথায় প্রতাপাদিত্য বঙ্গের ঈশ্বর !
যাহার প্রতাপে কাঁপে বাদশাহ বর !
সে প্রতাপে মাল্য দিব হেন আশা মন !
কেন কর, ভুলে যাও ! দুঃখিনী রতন !
দুঃখিনী বলিয়া জানি, দুঃখিনীতো নয় ;
তবে কেন উচ্চ আশা অন্তরে উদয়,
কেনরে নিঠুর বিধি ! হেন উচ্চ মন,
দুঃখিনী হৃদয়ে দিয়া কর জ্বালাতন ;
ফিরাও তোমার দত্ত, অমূল্য রতন,
লভি বল কি করিবে গৃহ-শূন্য জন !
কি শুনিনু-কি শুনিনু প্রতাপের স্বরে ;
এখনো হৃদয় মোর সতত বিদরে,
পঙ্কিল সরসে লভি জনম পদ্মিনী,
তবুও সংসারে সদা হয় সোহাগিনী,
আমিও দুঃখিনী বটী কুটীরে নিবাস,
তা বোলে কি পদ্মিনীর সম হোতে আশ !
রে হৃদয় ক্ষান্ত হও তুলহ সে রূপ !
কি লাজে হেরিতে চাহ তুমি বঙ্গ-ভূপ !
হৃদয় ! যদি না পার—ভুলিতে সে নাম
উচ্চারিও মনে মনে মনে ; তাহা অবিরাম ;
অন্তরে করিও ধ্যান, প্রতাপ—প্রতাপ !!
পুরিবে তোমার আশা ঘুচিবে প্রলাপ !

প্রভাবতী শয়ন করিয়া এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিলেন। এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিনি শান্তি লাভ না করিতে পারিয়া

অস্থির হইলেন; পুনরায় গাত্রোত্থান করিলেন ঃ—পুনরায় সবিস্ময়ে বলিলেন ঃ—

"কেনরে অবোধ মন হ'য়েছ চঞ্চল;
বারেক প্রতাপে হেরি হইলে বিকল!
কাঁদ তুমি বল বল যাহার লাগিয়া;
সেকি কভু কাঁদিতেছে তোমায় ভাবিয়া।"

প্রভাবতী এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া স্থির নয়নে নির্ব্বাপিত প্রায় প্রদীপের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

এদিকে প্রতাপাদিত্য সেই ভয়ানক দুর্য্যোগে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজ বাটীতে যাইতে পথে প্রভাবতীকে স্মরণ করিলেন।

ভৈরবের মুখে দৈব বাণী শুনিয়া তিনি কাতর হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি প্রভাবতীর কথা ভুলিয়া ছিলেন, অবশেষে স্মরণ হওয়াতে বলিলেন ঃ—

"জীবনের মায়ায় আমি প্রভাবতীকে বিস্মৃত হয়েছিলেম! সমর! বীরের সমরই আনন্দ স্থল, সেই আনন্দ স্থল সন্দর্শন করিব বলিয়া—প্রভাকে ভুলিব ঃ—

এই প্রকার আলোচনা করিয়া মহারাজ প্রভাবতীকে দেখিয়া যাইবেন বলিয়া প্রভাবতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে প্রভাবতী পুনরায় কাতর হইয়া গাহিলেন ঃ—

" বৃথা আশা মনে!
কেন করি—কাঁদাই প্রাণ না বুঝি আপনে!
শুনরে অবোধ মন ঃ—
ভুল সে রূপ মোহন ঃ—
কেন মিছা উচাটন ঃ—
পাপে না কভু সে জনে।

আকাশে সুধার রাশি ঃ—

বরষে সুধার—রাশি ঃ—

হ'তেম যদি চকোরিণী—

পেতেম তবে আরাধনে॥"

সে গীত সমাপন করিয়া বলিলেন ঃ—

"কেন বিধি কোমলতা নারীর হৃদয়ে দিল।

এই কথা বলিয়া প্রভাবতী যেমন অপর কোন কথা বলিতে যাইবেন অমনি প্রতাপাদিত্য প্রকাশ হইয়া বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি!"

প্রভাবতী চাহিয়া দেখিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য!!

প্রভাবতী অবনত বদনে রহিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতী কথা কও?"

প্রভাবতী বিনম্রে রহিলেন।

প্রতাপাদিত্য কাতরভাবে পুনরায় বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতী কথা কও?—

প্রভাবতী বলিলেন ঃ—

"মহারাজ—!!"

প্রভাবতী কথা কহিতে চাহিলেন, পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি! দেবী পাষাণময়ী আমার উপরে অসন্তুষ্টা, যদিও আমি মহারাজ; যদিও আমার মহাবল, তথাপি দেবতার সহিত কি করিয়া সমর করিব; তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া ফিরিয়াছি!! দেখ প্রভা! তুমি সামান্য কামিনী, তোমাতে এমন কি গুণ আছে যে আমি তাহাতে আকৃষ্ট হোয়েছি ঃ—তোমার সহিতও সমর করিতে সক্ষম হোলেম না!! পরাস্ত হোলেম। এক্ষণে আমি তোমার করস্থ।

বল প্রভা—আমার নিকটে তোমার মনোভাব প্রকাশ কোরে বল ; তুমি কি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে ?

প্রতাপাদিত্য আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রভাবতী নিরুত্তরে রহিলেন।

প্রতাপাদিত্য কাতর হইয়া বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি ! তুমি কি আমার হৃদয়েশ্বরী হবে ?"

প্রভাবতী চাহিয়া দেখিলেন মাত্র।

প্রতাপাদিত্য পুনরায় কহিলেন :—

"প্রভাবতী তুমি কি আমার সম্পদের অধিকারিণী হইতে ইচ্ছা কর।"

প্রভাবতীর মনে দেবীর বাক্য স্মরণ হইল। দেবীর অনুমতি বিনা তিনি প্রতাপের জন্য হৃদয়ে কাতর হইয়াছেন ইহা ভাবিয়া লজ্জিতা হইলেন ; ভক্তির জোরে প্রণয়ের ছায়া তাঁহার হৃদয় হইতে সে সময়ে প্রস্থান করিল। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন ঃ—

আমি কুমারী ; আপনি কুমার, বিধির ইচ্ছা হয় উভয়ের মিলন হইবে, নচেৎ আমি কাহারো হইতে পারি না। রাজন্ ! আপনি ইচ্ছা করিলে আমার ন্যায় শত শত কামিনীকে পাইতে পারেন, আমি ব্রতধারিণী ; কিছু দিনের জন্য আমাকে বিস্মৃত হউন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রলোভন

মানসিংহ সসৈন্যে দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অহর্নিশা অগ্রসর হইয়া এক পক্ষ অতীত হইলে বর্দ্ধমানে আসিয়া পহুঁছিলেন।

শত শত তাম্বু পড়িল, অশ্ব গজ ও যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী সমস্ত স্তরে স্তরে সুরক্ষিত হইল। চন্দ্রকেতু ও মানসিংহ কি উপায়ে প্রতাপাদিত্যকে বিনাশ করিবেন, তাহাই চিন্তা করিয়া কিছু দিবসের কারণ বর্দ্ধমানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রসুলবক্স মোল্লা, সৈন্যের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে ছিল। আসিবার কালে পেসমান তাহাকে বলিয়াছিল, "তুমি পুরুষ, আমি মেয়ে মানুষ, এক সঙ্গে গেলে লোকে কিছু মনে কোরবে, অতএব তুমি এক হস্তীর হাওদায় চাপ, আমি অপর হাতীতে চাপি। পরে যেখানে সেনাপতি ছাঁউনি ফেলিবেন, সেইখানে তোমায় আমায় দেখা দেখি হ'বে।"

রসুল তাহাতে বিশ্বাস করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্র ও পাঠ্য পুস্তকাদি লইয়া পৃষ্ঠদেশে পুটুলী বাঁধিয়া পেসমানের প্রলোভনে অন্ধ হইয়া হস্তিতে চাপিয়াছিল। সে আনন্দভরে পেসমান আসিল কি না তাহা একবার চাহিয়াও দেখে নাই। বর্দ্ধমানের বাঁকা নদীর ধারে একটী বকুল গাছের তলায় মাহুত হস্তী থামাইল, রসুল সেইখানে নামিল। আসিবার কালে মিহিরুন্নিশা একখানি পত্র চন্দ্রকেতুর কারণ তাহার হস্তে দিয়াছিল, সে

সেই পত্রখানি হস্তে করিয়া ও পৃষ্ঠের ধারে পুটুলী বাঁধিয়া বকুলতলায় দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে চাহিল।

মাহুত তাহাকে বলিল "মোল্লাসাহেব সম্মুখেই সেনাপতি তাম্বু ফেলিয়াছেন, তুমি উহার ভিতরে যাও?"

রসুলের মনে শিবিরের কথাই মনে হয় নাই; যে পথ দিয়া তাহার হস্তী আসিয়াছিল, সে পথ দিয়াই পেসমানের হস্তী আসিতেছে ভাবিয়া উচ্চ মস্তকে দৃঢ় কটাক্ষে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল ঃ—

"কৈ—কৈ—কিছুই যে নজরে ঠেকে না!!"

আর একবার রসুল চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে কি বলিতে বলিতে বকুলতলায় বসিল। মাহুত চলিয়া গেল।

রসুল ক্ষণেক ভাবিয়া স্থির করিল যে বোধ হয় পেসমানের হস্তী অগ্রে পহুঁছিয়াছে, পেসমান রসুলের উপরে পরিহাস করিয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। রসুল এই ভাবিয়া পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ডাকিল ঃ—

"পেসমান—পেসমান—আমি এখানে—পেসমান!!"

রসুল নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ দীল্লিস্থ পেসমানকে উদ্দেশ করিয়া বর্দ্ধমানে ডাকিল, কে তাহার কথায় উত্তর দিবে।

ইহাতেও কোন উত্তর না পাইয়া রসুল বলিল ঃ—

"বোধ হয় প্রেয়সী আমার উপরে অভিমান কোরে সেইখানেই কোথায় লুকাইয়া আছে—আচ্ছা আমিও রসিকতার গীত গাই, পেসমান আমার রসিকতার গীত বড় ভাল বাসে, সে শুনিবা মাত্রেই দৌড়াইয়া এখানে আসিবে।"

রসুল এই প্রকার তর্কের সিদ্ধান্ত করিয়া সুর ভাঁজিয়া একটী গান ধরিল ঃ—

"অভিমান ত্যজ প্রেয়সী লো যামিনী যে যায়।
বিধুমুখ মলিন হেরি চন্দ্রমা পলায়॥"

রসুল অভিমানের গান পেসমানের নিকটেই শিখিয়াছিল, তাই সেই

গীত গাহিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়া বারম্বার সেই গীত গাহিতে লাগিল। সে পুনরায় গাহিল :—

"দেখবো বোলে মৃদু হাসি—
সদা তোমায় দেখতে আসি—
করুণা বিতর প্রিয়ে—
ম'রি বিরহ জ্বালায় ।।"

বারম্বার রসুল এই গীতটী গাহিয়া হাত মুখ নাড়িয়া নিজের হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে একটী চাষা অদূরস্থিত মাঠে লাঙ্গল ফেলিয়া রসুলের অভিমানের গান শুনিতে আসিয়া বলিল :—

"সেলাম মোল্লা সাহেব; কি গানই গাচ্চো সাহেব; আমিও অম্নি গীত জানি; আমার স্ত্রীলোক যখন অভিমান করেন, আমি তখন ঐ প্রকার করিয়া গীত গাই; আমার বাটীতে কেহই নাই—কেবল গিন্নী আছেন, যা করি তাই সাজে :—আমি এক দিন এই রাজবাটীতে গান শুনিয়া কৃষ্ণ যখন প্যারীর মান ভাংছিলেন সেই গীতটী শিখেছিলেম—আহা মোল্লাসাহেব গো, সে গান যে কি মিষ্টি তা আর কি বোলবো !! যেই গয়নার জন্যেই হোক বা মাঠ হ'তে আমার ঘরে ফিরবার বেলার সময়েই হোক গিন্নী রাগ করেন :—আমি অমনি গাই :—

"কেন মিছা পরাণ প্যারী কর অভিমান।
তুলো তুলো বিধুমুখী সোণার বয়ান ।।"

অভিমানের গান শুনিয়া—রসুল আনন্দিত হইয়া চাষাকে কাছে বসাইয়া বলিল :—

"তুমি গাও ভাই, আমি অভিমানের গান বড় ভাল বাসি; আমি ঐটী শিখবো !!"

তাহার গান শ্রোতার নিকটে প্রশংসনীয় হইল বলিয়া চাষা আনন্দিত হইয়া বলিল :—

মহাশয়! এ আবার কি একটা বড় কাজ! আমি একবার শুনেই শিখেছিলেম, আপনি শিখুন আমি গাচ্চি!!"

এই বলিয়া চাষা এক কলি করিয়া গাহিতে লাগিল; রসুল তাহার পরে গাহিয়া শিখিতে লাগিল:—

চাষা গাহিল:—

"কেন—মিছা—পরাণ—প্যারী—কর—অভিমান।"

রসুল সেই স্বরে আবৃত্তি করিতে গিয়া বলিল:—

"কে—কেন—মি—মি—মি—ছা—প—"

তার পর কি আমি সব কথাটা সমজাই নি।

চাষা বলিল:—

"মোল্লা মশাই আপনি এতো এলেম জানেন আর এই গীতটা বুঝ্‌তে পাল্লেন না, আমি গাচ্ছি।"

এই প্রকারে চাষা বারম্বার গাহিয়া রসুলকে শিখাইতে লাগিল। রসুল পেসমানের কাছে রসিকতা করিবে বলিয়া মন দিয়ে অনেকবার আবৃত্তি করিয়া শিখিল।

চাষা সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

রসুল আর একবার পেসমান বলিয়া চীৎকার করিল, পেসমানের কোন উত্তর বা সন্ধান না পাইয়া রসুল ভাবিতে ভাবিতে বলিল:—

"আমার পেসমানকে কি হাতীবেটা আট্‌কে রাখলে না কি! পেসমানকে না দেখে উঠ্‌বো না।"

এই বলিয়া রসুল বকুলতলায় বসিয়া চাষার শিক্ষিত গীত ধরিল:—

কেন মিছা পরাণ প্যারী কর অভিমান।
তুল তুল বিধুমুখী, সোণার বয়ান॥
ক্ষম প্রাণ অপরাধ:—
নীরে ধোবো তব পদ:—
সহেনা আর বিচ্ছেদ:—

ধরিনু চরণ তব রাখ মোর মান !!"

আহা কি গীতেরই ভাব !!

কেন মিছা পরাণ প্যারী !!—

আমি পেসমানকে দেখতে পেলে এমনি কোরে তার সুমুখে গাইব।'

"কেন মিছা পরাণ প্যারী কর অভিমান।

তুল তুল বিধুমুখী সোণার বয়ান !!'

রসুল গান থামাইয়া পেসমানের আশা বিসর্জ্জন দিয়া শিবিরের উদ্দেশে গমন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশার উদ্দীপনা।

নিশাকর গগনে সমুদিত। নীলাম্বরী বসনধারিণী যামিনী নিশানাথকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এমন রত্ন আর কাহারো বক্ষে আছে কি না তাহার তারতম্য বুঝাইবার কারণ পৃথিবীতে প্রকাশিতা। চন্দ্রের সহিত নিশার মনোরম বিহার দেখিতে ছোট বড় নক্ষত্রগণ গগনতলে শোভিত।

কেবল শেষ বিহার দেখিবার কারণ শুকতারা গগনের গর্ভে অপ্রকাশিত।

যদিও বৈশাখ মাস, তথাপি বৈশাখের সান্ধ্য সমীরণ অতি মনোহর, নির্ম্মল আকাশ, পরিশুষ্ক মেদিনী, এমন অবস্থায় যদি এক প্রহরাতীত

নিশায় উত্তুরে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, তাহা অতিশয় সুখকর বোধ হয় !!

অদ্য এই সুখের প্রকাশ হইয়াছে। এমন সুখের অবস্থায় তাম্বুস্থ শয্যায় চন্দ্রকেতু নীরভারাক্রান্তনয়নে বসিয়া ভূমিতল দর্শন করিতেছেন।

শিবিরের দ্বার প্রদেশে প্রহরী পাহারা দিতেছে, চতুর্দ্দিকেই সাবধানে আছে এমন ভয়ানক সুরক্ষিত অবস্থায় চন্দ্রকেতুর বক্ষে কে আঘাৎ করিল ? প্রণয় !! শৈবলিনীর প্রণয় !! প্রায় এক মাস অতীত হয় শৈবলিনী চন্দ্র-কেতুকে দেখেন নাই, চন্দ্রকেতুও শৈবলিনীকে দেখেন নাই !!

চন্দ্রকেতু প্রথম নিশাতেই নিদ্রা গিয়াছিলেন, প্রথম নিদ্রাভরেই হঠাৎ শৈবলিনীকে স্বপ্ন দেখিলেন ; শৈবলিনী যেন অবনত বদনে ফুল হস্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেনঃ—চন্দ্রকেতু নিষ্ঠুর চন্দ্রকেতু !" তুমি যদি আমাকে কাঁদাবে বলে আগে জানিতে, তবে কেন তোমার মোহনমূর্ত্তি—রূপ বিষের বাতি আমার হৃদয়ে জ্বালিলে !!"

শৈবলিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া—শৈবলিনীর গদগদ কথা শুনিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন ; তখনো যেন তিনি আকাশপটে শৈবলিনীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

তিনি গাত্রোত্থান করিয়া "শৈবলিনী" বলিয়া চীৎকারপূর্ব্বক যে আকাশ প্রদেশে শৈবলিনীকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেনঃ—যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই শৈবলিনী আকাশে মিশ্রিত হইলেন। চন্দ্রকেতু কাতর হইলেন, নিদ্রাঘোর দূরে যাইল—তিনি অস্থির হইলেন। বার-কয়েক শিবিরে পদচালনা করিয়া মন ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন।

"অনন্ত সীমাবদ্ধ সমুদ্র ! কে বলে তুমি অনন্ত !! আজ চন্দ্রকেতুর মনের সহিত তর্ক করিয়া তুমি পরাস্থ হইবে !! যদি কোন বস্তু অনন্ত থাকে তাহা একমাত্র মন বই আর এ পৃথিবীতে অসীম আর কিছুই নাই !! পবন ! যদি তোমারো সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়—আকাশ ! যদি তোমারো সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়—সমুদ্র ! যদি তোমারো সীমা নির্দ্দিষ্ট করা যায়

তথাপি মনের সীমা নির্দ্দেশ করে কার সাধ্য!! যদবধি জ্ঞানের সঞ্চার হই য়াছে,সেই ব্যাপ্ত কাল হইতে এই পৃথিবীতে যত লীলা দেখিলাম, সেই সমস্তই মনে অঙ্কিত আছে। যদি কেহ অর্ণবযানে আয়ুর পরিমিত বৎসর সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে—সে কি সমুদ্রের সীমা দেখিতে পায় না। অবশ্যই পায়!! আমার জীবনের এত কাল মনের সহিত পরিভ্রমণ করিলাম, কই মনের তো সীমা দেখিতে পাইলাম না। মন একবার তুমিই—বলিয়াছিলে শৈবলিনীকে ভাবার উপযুক্ত সময় ইহা নয়; আবার—মন—সেই শৈবলিনীর ছায়ায় তুমি মণ্ডিত রহিলে!! ওঃ শৈবলিনি, তুমি কি যথার্থই কাঁদ্‌চো!!"

চন্দ্রকেতু এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া বিষণ্ণ বদনে ভূমিতল হইতে শয্যায় আসিয়া বসিলেন। শৈবলিনীর কষ্ট ভাবিয়া নয়নকে নীরভারাক্রান্ত করিলেন।

ক্ষণেক এই ভাবে আছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া জানাইল যে একটী ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন।

ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতু চমকাইলেন; তৎক্ষণাৎ আসিতে বলিলেন; কিন্তু শৈবলিনীর ভাবনায় এত কাতর ছিলেন যে বাহিরে যাইতে পারিলেন না।

ব্রহ্মচারী শিবিরে প্রবেশ করিলেনঃ—ব্রহ্মচারী জীবানন্দ স্বামী;!

চন্দ্রকেতু ব্রহ্মচারীর মুখের প্রতি চাহিয়াই করুণস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেনঃ—

"গুরুদেব!*মা—আমার কেমন আছে!!"

এই কথা বলিয়া চন্দ্রকেতু স্বামী মহাশয়ের পদতলে পতিত হইলেন।

স্বামী চন্দ্রকেতুকে হস্ত ধরিয়া সাদরে উত্তোলন পূর্ব্বক মস্তক আঘ্রাণ ও আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেনঃ—

"বৎস! স্থির হও? আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করিব না, একে একে সমস্তই বলিব!! দেখ বৎস! পবন যে ভাবে সরোবরে

বহিয়া সরোবরকে কম্পিত করে, সেই ভাবেই নদীর বক্ষে প্রবাহিত হয়, তবে কেন তাহার গর্ভে উচ্চ উর্ম্মি প্রকাশিত হয়!! যাহার প্রভাব যত অধিক, যাহার পরিধি যত অনাবৃত, পবনের পেষণ তাহাতেই অধিক পতিত হয়ঃ এই কারণে নদী ও সরোবরের উর্ম্মি উত্তোলনে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়!! তুমি রাজা বসন্তরায়ের পুত্র—তোমার হৃদয়ে ভীষণভাব উপস্থিত হইবারই সম্ভাবনা, তুমি নদীর রূপ ধারণ কর? নদীর যত বেগ বৃদ্ধি হইবে ততই সে প্রশস্ত হইবে। তেমনি তুমিও যত শোকে সমাচ্ছন্ন হইবে, প্রতিহিংসা তোমার হৃদয়ে প্রবল হইবে, তুমি অনায়াসে প্রতাপাদিত্যের বক্ষের শোণিত দেখিতে পাইবে!!"

চন্দ্রকেতু স্বামী মহাশয়ের অপূর্ব্ব মীমাংসায় প্রবুদ্ধ হইয়া নীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্বামীর পদমূলে চাহিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন;—

"গুরুদেব! একটী কথা বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন। প্রভাবতী কেমন আছে—আমার জননী কেমন আছেন?"

ব্রহ্মচারী মহামন্ত্র প্রয়োগের উপযুক্ত অবসর পাইয়া বলিলেনঃ—

"বৎস! প্রভাবতী আমারি কাছে আছে!! কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর কথা কি বলিব—নিষ্ঠুর প্রতাপ তাঁহাকে কারাবাসিনী করিয়াছেন!!"

চন্দ্রকেতু মহামন্ত্রবলে শুষ্ক হৃদয় হইলেন; দীপ্তিকর চক্ষে বলিলেনঃ—

"জননি! তোমার আশীর্ব্বাদ বলেই আমি এই ভীষণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ কোরেছি, জীবিত থেকো মা; আমি যেন প্রতাপের বক্ষের শোণিত লইয়া তোমার চরণ বন্দনা করিয়া কারাশৃঙ্খল হইতে তোমাকে মোচন করিতে পারি!! মাগো!!"

চন্দ্রকেতু মনে কাঠিন্য ধারণ করিতে পারিলেন না শেষে ক্রন্দন পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তঃকরণ কি দর্পণ !!
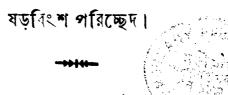
জীবানন্দস্বামী স্বীয় কৌশল পরিসিদ্ধ করিবার কারণ প্রভাবতীকেও আপনার সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহের তাম্বুর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানের মধ্যে একটী কুটীরে স্বীয় আবাস স্থির করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিবার কারণ তিনি রাজশিবিরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি গভীর নিশিযোগে চন্দ্রকেতুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ব্যথা দিয়া প্রতিহিংসার পথে ধাবিত করিলেন।

পরে তিনি মানসিংহকে সংবর্দ্ধনা করিয়া কোন গুপ্ত সমাচার জানাই-বার কারণ তাঁহাকে স্বীয় কুটীরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

তীর্থ ও আশ্রমে মান্যের কোন হানি নাই বুঝিয়া মানসিংহ তাঁহার সেই সামান্য কুটীরে যাইবেন বলিলেন। স্বামী আপন কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায় প্রভাত হইতে না হইতে আপনার বাসায় ফিরিলেন।

ক্রমে প্রভাত গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সম্মুখেই বাঁকা নদী কলকল স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল; সেই কলকল শব্দের ভাব তথায় কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার শৈত্যে সমীরণ স্নিগ্ধভাবে বহিতে-ছিল, সে স্নিগ্ধতার কে সুখ্যাতি করিবে, তাহাই ভাবিয়া নদী হৃদয়ের বৈরাগ্যে কলকল স্রোতে বহিতেছিল।

সেই নদিতীরে বালুকার উপরে একটী কামিনী আকাশের প্রতি চাহিয়া বসিয়াছিল। কামিনীর নাম প্রভাবতী।

প্রভাবতী নিরাশান্তঃকরণে শরীর স্নিগ্ধ করিবার কারণ ও মনের স্বাস্থ্যের কারণ নদী সৈকতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। স্বামী অপরাহ্নোপযোগী নিত্য ক্রিয়াদি করিতে গিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ের কিছু মাত্র জানেন না।

মানসিংহকে সন্ধ্যার পরে আগমন করিতে স্বামী নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মানসিংহ স্বামির প্রতি বিশ্বাস করিয়া গোপন ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তিনি স্বামীর আশ্রম জানিতেন না, এক জন রক্ষককে সমভিব্যাহার করিয়া নদীর তীর প্রদেশ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন।

এ দিকে প্রভাবতী সে সংবাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞাত নহেন। তিনি নদীর তীরে বসিয়া কত কি ভাবিলেন। শেষে তপনরাজকে অস্ত গমনোদ্যত দেখিয়া মনের দুঃখে ক্ষণেক স্থির নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া মনের খেদে গাহিলেন ঃ—

এতক্ষণে প্রদীপ্ত তপন।
লীলাময় লীলামতে নিভালো কিরণ॥
নবীন জগত এবে ঃ—
স্বজিল প্রকৃতি ভবে ঃ—
রাক্ষসী তামসী বুঝি ঘেরিল ভুবন।
পাখী ফিরে শাখাপরে ঃ—
নক্ষত্র গগন উপরে ঃ—
নবীন হইল সব মোহন রচন॥
আজি কেন মন মম ঃ—
সতত হেরিছে ভ্রম ঃ—
কেন বা হোতেছে হৃদি এত উচাটন॥

এইপ্রকার গাহিয়া মনের খেদ প্রকাশ করিয়া প্রভাবতী বলিলেন :—

হেরিনু প্রভাতে আজি নয়নে আমার।
প্রকাশিল পাখীকুল আনন্দ অপার॥
পূরবে রক্তিম রাগে সহস্র কিরণ।
বিতরে আপন প্রভা ভুবন মোহন॥
ধাইল মাছির কুল, ভ্রমরের দাম।
গুণ গুণ রবে মাতি, নলিনী—আরাম॥
খঞ্জন ত্যজিল বাসা কমলের আশে।
ইতস্ততঃ বিহরয় নাচি আসে পাশে॥
ধাইল জগত-জীব আপন করমে।
কিসে আমি অভাগিনী পুড়িব মরমে॥

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভাবতীর নয়নে অশ্রুরেখা দেখা দিল। প্রভাবতী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন :—

এ জগতে যত নারী দেখিবারে পাই।
হাসিছে খেলিছে সদা আনন্দে সবাই।
যে বিধি বিচারি মনে তাদের গঠিল!!
সেইই আমার দেহে—প্রাণ—মন দিল।
বিধির বিধানমতে, সবাই জগতে
ভুঞ্জিবে আনন্দ ভোগ, অতুলন মতে;
তবে কেন গবে গাসে আমি কাঁদি বসি,
না হেরি শান্তির মুখ, হেরি সূর্য্য শশী!!

আবার প্রভাবতীর চক্ষে অশ্রু প্রকাশিত হইল। তাঁহার উভয় নয়ন হইতে দরদরিতধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তথাপি কাতর হইয়া বলিলেন :—

কেন লো তটিনী তুমি কর কলধ্বনি,
তুমিও কি হারায়েছ নয়নের মণি!!

তব তীরে বসিয়াছি আমি অভাগিনী ;
জুড়াতে হৃদয়-ব্যথা শান্তি-প্রদায়িনি !
যে শোভা হেরিয়া তব বালিকাবয়সে,
মজিতাম আনন্দেতে নব নব রসে।
আজি কেন হে তটিনি, হৃদয় আমার,
হেরিয়া তোমার শোভা দুঃখের সঞ্চার ;
বুঝিনু সে কাল নাই—প্রকৃতির বশে,
ফুরায়েছে আদিসুখ বালিকা বয়সে।
হেরি শূন্যময় সব আজি মম মনে ;
কি যেন আছিল মোর পলালো কেমনে।
কি যেন পাইব বলি ক'রেছিনু আশা ;
না লভি তাহারে ভাবি অন্তরে নিরাশা।
তুমি অন্তর্য্যামী দেব পতিত পাবন ;
তোমার কৌশলে দাসী দুঃখিনী এমন ;
না জানিনু মাতা পিতা, বালিকা বয়সে।
চন্দ্রকেতু ভাই হেরি আছিনু হরষে।
ভাই ভাই বলি তাঁহে ডাকিতাম সুখে ;
নামের অমৃত ভাবে ভুলিতাম দুঃখে।
কোথা ভাই চন্দ্রকেতু এসো একবার ;
আদরের প্রভাবতী কাঁদিছে এবার !!
কোথা মা আনন্দময়ী আনন্দ জীবনা,
আছে কি জীবন দেহে, দুঃখেতে মগনা,
সে সুখ কোথায় গেল, পলালো কেমনে,
তাই কি বিরলে আমি, ভাবি মনে মনে !!
কি যেন আছিল মোর সুখ পারাবার ;
তাই হারায়েছি বলি, কাঁদি অনিবার !!'

প্রভাবতী এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বের আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়াছে। তিনি সেই চন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন :—

"চন্দ্রমে! আমি এই কত কি ভাবিতেছিলাম; আবার তোমাকে দেখিয়া সব ভুলিলাম; ক্ষণেকের তরে ভুলিলাম, চিরকালের তরে নয়, সকলের অন্তঃকরণ কি দর্পণ?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

বীরের হৃদয়।

মানসিংহ স্বামী মহাশয়ের আশ্রমের উদ্দেশে আগমন করিতে করিতে যে তট প্রদেশে বালুকার উপরে বসিয়া প্রভাবতী অবস্থান্তর ভাবিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রভাবতী পঞ্চাশৎ হস্ত পরিমিত ভূমির ব্যবধানে ছিলেন। প্রভাবতী মনের দুঃখে কাতর হইয়া পুনরায় গাহিলেন :—

কেন কাতর হোল মম প্রাণ মন।
কি লাগি কি ভাবি না জানি কারণ॥

কেন মোর অন্তর :—
হোল এত কাতর :—
অন্তর বেদনা মম সদা করে উচাটন ।।
কেন বিভু দয়াময় :—
সৃজিয়ে আমারে :—
কাঁদালে দুঃখিনী করি না জানি কারণ ।।

মানসিংহের কর্ণে প্রভাবতীর কণ্ঠের স্বর প্রবেশ করিল। মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া দাঁড়াইলেন; রক্ষিকে দাঁড়াইতে বলিলেন। প্রভাবতী পুনরায় গাহিলেন :—

কেন কাতর হোল মম প্রাণ মন।
কি লাগি, কি ভাবি, না জানি কারণ ।।
কেন মোর অন্তর :—
হোল এত কাতর :—
অন্তর বেদনা মম সদা করে উচাটন ।।—

প্রভাবতী এই পর্য্যন্ত গাহিয়া মনে ভাবিয়া দেখিলেন; তিনি যতই প্রাচীন কাহিনী ভাবিবেন, ততই তাঁহার হৃদয় আরো অধিক ব্যাকুল হইবে। তিনি সেই কারণে ক্ষণেক স্থির হইলেন, স্থির হইয়া আপনার অন্তরে চাহিয়া দেখিলেন :—ক্ষণ পরে কাতরোক্তিতে বলিলেন :—

"নদি! তুমি কি আমার হৃদয়!! তোমার অঙ্গে যেমন একবার বায়ুর পেষণ হইলে তাহার প্রভাবে উর্ম্মিকুল উঠিয়া তোমাকে ব্যাকুল করে; আর সেই উর্ম্মী তোমার হৃদয়ের পরিসর মতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, অল্প সময়ে নিবৃত্তি পায় না; তেমনি আমার হৃদয়ে কিসের আঘাত লাগিল। আমি কেন অস্থির হইলাম!!

প্রভাবতী অজ্ঞানভাবে গাহিলেন :—

"কেন বিভু দয়াময়—
সৃজিয়ে আমারে—
কাঁদালে দুঃখিনী করি না জানি কারণ।।"

মানসিংহ প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত হইয়া অলক্ষে স্বরের অনুসন্ধান করিয়া একাই তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাবতী এতদূর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন যে কেহ তাঁহার পশ্চাতে আসিয়াছে কি না—তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। মানসিংহ দেখিলেন চন্দ্রের কৌমুদী ও প্রভাবতী একই পদার্থ!!

নদীর প্রতিফলিত জ্যোতি, জ্যোনাকীর ক্ষণদীপ্ত জ্যোতি, প্রভাবতীর অঙ্গের জ্যোতি, মানসিংহের অঙ্গের জ্যোতি ও চন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোতি তথায় একত্র হইয়া একটী নব জ্যোতির আকার প্রস্তুত হইল।

মানসিংহ ক্ষণেক স্থিরভাবে থাকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, প্রভাবতী অনুশোচনায় ব্যস্ত হইয়া কঁদিয়াছিলেন, তাঁহার গণ্ডে নীর রেখা দেখা যাইতেছে।

মানসিংহ বিনীত ভাবে বলিলেন :—

কামিনি, আমি তোমার পরিচয় জানি না, তুমি কাহার ললনা? কি কারণেই বা নদী সৈকতের শোভা বৃদ্ধি করিতেছ?"

প্রভাবতী চমকাইয়া চাহিয়া দেখিলেন:—অপরূপ রূপবান একটী বীর!! প্রভাবতী অনেক বীরের অঙ্গ সৌষ্ঠব দেখিয়াছেন। তিনি ভীতা না হইয়া বলিলেন:—

"বীরবর—আপনি—"

প্রভাবতীর মুখের কথা প্রকাশ হইতে না হইতে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মানসিংহ বলিলেন ঃ—

"আমার পরিচয়ের ইচ্ছা করিতেছ; শ্রবণ কর। আমি বাদশাহ

জাহাঙ্গীরের সেনাপতি—নাম মানসিংহ; আশা বঙ্গ বিজয় করণ!! আর কুমার চন্দ্রকেতুর সাহায্য করণ!!

চন্দ্রকেতুর নাম শুনিয়া প্রভাবতী হৃদয়ে আনন্দিত হইয়া আগ্রহাতিশয়ে বলিলেন:—

"আপনি কি স্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; তাহা যদি হয়, তবে আমার সহিত আগমন করুন।

প্রভাবতী আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে গমন করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বীরের হৃদয়।

মহারাজ মানসিংহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভাবতী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া জীবানন্দস্বামীর আশ্রমে লইয়া গেলেন। আশ্রমকুটীরে পঁহুছিয়া প্রভাবতী দেখিলেন, স্বামীর কক্ষ আবদ্ধ, এই কারণে তিনি কুটীরের উঠানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন:—

"মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, স্বামী মহাশয় সন্ধ্যাক্রিয়াদি সমাপন করিতে নদীতে গমন করিয়াছেন।"

প্রভাবতী মানসিংহের পরিচয় না জানাইয়া তাঁহাকে কুশাসন দিয়া আদর করিতে গেলেন। প্রভাবতীর পরিশ্রম দেখিয়া মানসিংহ কাতর হইয়া বলিলেন:—

"কুমারি! আমারা সব সহ্য করিতে পারি, তোমার পরিশ্রমে প্রয়োজন নাই। আমি এই রম্য স্থানে স্বামী মহাশয়ের কারণ অপেক্ষা করিতেছি।"

মানসিংহ বীর, বীরধর্ম্মেই জীবনাবধি দীক্ষিত, তা বলিয়া কি তিনি হৃদয়ে প্রণয় বীজ রোপণ করেন নাই!! তবে কেন বসন্ত আসিলে নির্ব্বোধ পক্ষী আনন্দিত হয়!! চলৎশক্তি হীন বৃক্ষাদি মুকুলপত্রে ও ফলে শোভিত হয়!!

যাহার হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না, প্রণয়রস, করুণরস না থাকিলে তাহাকে জীব মধ্যে গণ্য করা যায় না!! তবে কেন মহাবীর অর্জ্জুন সুভদ্রার রূপে মোহিত হইবেন?

আজ মানসিংহের মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। মানসিংহ

প্রভাবতীর কিশোর বয়স দেখিয়া মোহিত হইলেন। প্রভাবতী আশ্রমের মধ্য হইতে কতক গুলি ফুল আনিয়া মানসিংহের সম্মুখে গাঁথিতে লাগিলেন। মানসিংহ প্রভাবতীকে একমনে দেখিতে দেখিতে একটী বৃক্ষে হেলান দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

চমৎকার দৃশ্য!! কতকক্ষণের পর মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"বরাননি! আমি তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হইবে?"

প্রভাবতী হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন ঃ—

"মহাশয়! সমুদ্রে ভাসমানার শিশিরে ভয় কি!!"

মানসিংহ প্রভাবতির নৈরাশের ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন ঃ—

"তোমার নাম কি?"

প্রভাবতী এবার গম্ভীর স্বরে বলিলেন ঃ "প্রভাবতী!!"

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"স্বামী মহাশয় তোমার কে হন?"

এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মানসিংহ হৃদয়ে কম্পিত হইলেন। যদি প্রভাবতী স্বামীর কন্যা হন তাহা হইলে তাঁহার মনের আশা মনেই বিলীন হইবে ঃ—তিনি একমনে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন। প্রভাবতী বলিলেন ঃ—

"যদিও আমি স্বামীর ঔরসজাতা কন্যা নহি, তথাপি স্বামী আর চন্দ্রকেতু ভিন্ন আর কেহ আমার পিতা বা ভ্রাতা আছে কি না তাহা জানি না।"

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভার বদন ভার হইয়া আসিল। চন্দ্রের কিরণের সহিত তাঁহার বর্ণের মিলন ছিল, আপাততঃ সেই বদনবর্ণে রক্তিম আভা মিশ্রিত হইল। যেন দুগ্ধে অলক্তক রাগ মিলিল। চন্দ্রের কিরণ পরাস্ত হইল।

মানসিংহ ইহাও দেখিলেন; তাঁহার হৃদয়ে এই সমস্ত চিত্র অঙ্কিত হইল। তিনি আরো কিছু জানিবেন বলিয়া বলিবেন ঃ—

"প্রভাবতি! তুমি এই রূপজ্যোতি শরীরে ধারণ কোরে নির্ভয়ে কেমন কোরে আছ?"

প্রভাবতী শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন:—

"আমার জীবনে এ প্রশ্ন আর কখন শ্রুত হয় নাই; কুমার চন্দ্রকেতু আমাকে ভগ্নি বলিতেন। আমি তাঁহার মুখেও এ প্রশ্ন কখন শুনিতে পাই নাই; পিতার স্বরূপ স্বামী মহাশয়ের মুখেও এরূপ প্রশ্ন শুনি নাই। এই মাত্র প্রথম প্রশ্ন শুনিলাম। আমি এই রূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে আজ কাল বড় ভাল বাসি; আচ্ছা মহাশয়, সুন্দর নয়ন, সুন্দর বরণ, সুন্দর গঠন লইয়া হরিণী, হিংস্র জন্তু সংকুল বনে কেমন করিয়া বিচরণ করে?"

মানসিংহ প্রভাবতীর উত্তরে পরাজিত হইলেন। তিনি প্রভাবতীর মুখে চন্দ্রকেতুর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"প্রভাবতী! তুমি কি চন্দ্রকেতুকে জান?"

প্রভাবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—

"মহাশয়! দেহকে আমি ভাল জানি না, কিন্তু চন্দ্রকেতুকে জানি!"

মানসিংহ বলিলেন:—

"তুমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?"

প্রভাবতী জানিতেন চন্দ্রকেতুকেও দুরাত্মা প্রতাপাদিত্য বিনাশ করিয়াছেন। তিনি সেই কারণে ছল ছল চক্ষে বলিলেন:—

"যদি কখন স্বর্গে যাই তাহা হইলে, ভাই চন্দ্রকেতুকে দেখিব, দুরাত্মা প্রতাপ আমার সে আশায় ছাই দিয়া আমাকেও গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছে।"

মানসিংহ স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন:—

"প্রভাবতী! আমার কথায় তোমার বিশ্বাস হইল না!!"

প্রভাবতী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—

"ভাই চন্দ্রকেতু যদি ইহলোকে থাকিতেন তাহা হইলে আমার সহিত দেখা করিতেন, আর কি আমি তাঁহার সেই অমিয় ভাষা শ্রবণ কোরবো!!"

মানসিংহ সহজ কথায় প্রভাবতীকে অন্যমনা করিবেনবলিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি! যদি চন্দ্রকেতুকে তোমায় দেখাইতে পারি তাহা হইলে তুমি আমাকে কি পুরস্কার প্রদান করিবে?"

প্রভাবতী হাসিতে হাসিতে বালিকাভাবে বলিলেন ঃ—

"আমার যা আছে তাই প্রদান করিব; আচ্ছা আপনি কি স্বর্গের দূত!! আমি আপনাকে ফুলের মালা দিয়া ভক্তি প্রদান করিব। আর ঃ—

ভাই চন্দ্রকেতু যে দেখাইতে পারিবে তাহাকে আমি আমার জীবনও প্রদান করিতে পারিব"

মানসিংহ অবলার এবম্বিধ সুশীলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া সেই কামিনী রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময়ে একবার শৈবলিনীকে ভাবিলেন। শৈবলিনী চন্দ্রকেতুর হইয়াছেন তাহাও ভাবিলেন। শৈবলিনী অপেক্ষা প্রভাবতী কোন অংশে নূ্যন নহেন তাহাও ভাবিলেন। অবশেষে মন জানিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"প্রভাবতি! তুমি এই সন্ধ্যার সময়ে নদীতীরে কেন বোসেছিলে?"

প্রভাবতী বলিলেন ঃ—

"মহাশয় ঈশ্বর অন্তঃকরণের আশা সফল করিতে গিয়া এই সংসারের উৎপত্তি করিয়াছেন। দেখুন, আপনি আপনার হৃদয়ের ইচ্ছা সফল করিবার কারণ এ স্থানে আসিয়াছেন, তেমনি আমিও আমার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া নদীর তীরে গিয়াছিলাম। কামনা পূর্ণ করিতে ও মনকে শান্ত করিতেই সকলে ব্যস্ত। আমি কুমারী বালিকা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোর্ব্বেন; আপনি কি ফুল ভাল বাসেন?

প্রভাবতী মালা গ্রন্থন সমাপন করিয়া মালাছড়াটী মানসিংহের হস্তে দিয়া আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। স্বামী মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মানসিংহ স্বামীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আঘাতিত ভুজঙ্গ।

সেই রাত্রেই মানসিংহ অবিলম্বে যশোহর যাত্রা বিধের জ্ঞানে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া শিবিরে ফিরিলেন। চন্দ্রকেতু জননীর কারাশাস্তির কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে আঘাৎ প্রাপ্ত হইয়া কখন শয়ন করিতেছেন, কখন তাম্বুল মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার মনের স্থিরতা নাই, সতত অস্থির হইতে লাগিল। তিনি কি উপায়ে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অস্থির হইয়া বলিলেন :—

"প্রকৃতি—প্রকৃতি—তুমি কি আমারি কারণ এ জগতে দুঃখো সৃষ্টি করিয়াছিলে, জননি! দেখো মা! যেন মনের ঘৃণায় জীবন ত্যাগ কোরো না; আমি ঐ অবমাননার পরিশোধ লইয়া তোমার সমক্ষে গমন করিব!! প্রতাপাদিত্য! আমি—চন্দ্রকেতু—যদি সমগ্র জগতও তোর পক্ষ হয় তথাপি মানসিংহ ও চন্দ্রকেতুর হস্তে তোর আর কোন দিকেই নিস্তার নাই!!"

এই কথা শেষ করিতে না করিতে মানসিংহ সেই স্থলে প্রবেশ করিলেন।

কুমার—মানসিংহের পদতলে সিংনাদের সহিত পতিত হইলেন। মানসিংহ প্রভাবতীর ও যশোহর যাত্রার সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। চন্দ্রকেতুর এবম্বিধ ভাব দেখিয়া তিনি হৃদয়ে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে

ভূতল হইতে তুলিলেন। কুমার গাত্রোত্থান করিয়া উন্মত্ত ভাবে বলিলেন :—

"সেনাপতি! আমার জননী কারাগারে,—সেনাপতি! আমার জননী কারাগারে, সেনাপতি, ডমরুর ধ্বনি শুনিয়া কালফণি কতক্ষণ বিবরে বাস করে; আর আমার সহ্য হয় না, ক্রূরমতি প্রতাপাদিত্যের হৃদয়ের রক্ত ভিন্ন আমার হৃদয়ের শান্তি আর হয় না। বল সেনাপতি, এখন কি উপায়!!"

মানসিংহ তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া শয্যায় বসাইলেন, এবং মিষ্ট ভাবে বলিলেন :—

"তুমি জীবানন্দ স্বামীকে জান?"

চন্দ্রকেতু উত্তর করিলেন :—

"জানি।"

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তিনি তোমাকে এত স্নেহ করেন কেন?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"যদি এ সংসারে জগদীশ্বর ও পিতা ভিন্ন আর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা বিরাজিত থাকেন, তাহা হইলে এক মাত্র স্বামী মহাশয় ভিন্ন আর আমার কেহই নাই।"

মানসিংহ দেখিলেন চন্দ্রকেতুর মন ফিরিয়াছে, তিনি বলিলেন :—

"যশোরে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, যশোরে যাইবার পূর্ব্বে—ভাই তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি প্রভাবতীকে জান?"

প্রভাবতীর নাম শুনিয়া চন্দ্রকেতু চমকাইয়া বলিলেন :—

"প্রভাবতী, ভগ্নি প্রভাবতি!! সেনাপতি, তুমি কি প্রভাবতীকে দেখেছো?"

মানসিংহ বলিলেন :—

"আমি স্বামীর নিমন্ত্রণ মতে তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলাম; তথায় প্রভাবতীকে দেখিয়াছি?"

চন্দ্রকেতু অস্থির হইয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি, স্বামীর আশ্রম কত দূর?"

মানসিংহ বলিলেন :—

"এক ক্রোশের মধ্যে!!"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"সেনাপতি, যদি সরলতার দ্বিতীয় চিত্র এ জগতে থাকে তাহা হইলে এক মাত্র আমি প্রভাবতীতে দেখিয়াছি, আহা! সে সরলা আমার স্নেহের আধার!! সেনাপতি! যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে আমি একবার তাহাকে দেখিব!!"

মানসিংহ বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! তুমি আমার বন্ধু এবং তোমাকে ভ্রাতা সম্বোধন করিয়াছি, তোমার কাছে আমার মনোভাব অপ্রকাশ করিব না, আচ্ছা ভাই, তুমি কি শৈবলিনীর দুঃখে দুঃখী নও?"

সুর সংমিলিত নিস্তব্ধ বীণায় যেমন হস্ত পতিত হইলেই তাহা বাজিয়া উঠে, তেমনি আজ চন্দ্রকেতুর হৃদয় কাঁপিল। তিনি শৈবলিনীর কারণ একটু অস্থির হইলেন।

মানসিংহ বলিলেন :—

দিল্লী হইতে পত্র আসিয়াছে, শৈবলিনী দেশত্যাগিনী হইয়াছেন।

চন্দ্রকেতু অনেক ভাবিয়া হৃদয় স্থির করিয়া বলিলেন :—

"পাখী পিঞ্জরে আসিয়াছিল, না হয় আবার উড়িল!!"

মানসিংহ বলিলেন :—

"আমিও যদি দীল্লি প্রস্থান করি!!"

চন্দ্রকেতু অনেক ভাবিয়া শিবিরমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন:—

"সমুদ্র যদি পরিশুষ্ক হয়, নদীও শুষ্ক হইবে!!"

মানসিংহ বলিলেন :—

"তাহা হইলে তুমি কি করিবে?"

চন্দ্রকেতু বলিলেন ঃ—

"উপায়ান্তর না পাইয়া স্বয়ং প্রতাপের জীবন লইতে চেষ্টা করিব, তাহাতে সফল না হই—তাহারি হস্তে জীবন প্রদান করিব!!"

মানসিংহ বলিলেন ঃ—

"তবে প্রভাবতীকে দেখবে না!! আমাকেও বিশ্বাস নাই এবং শৈবলিনীকেও ভালবাস না!!"

চন্দ্রকেতু বলিলেন ঃ—

"সেনাপতি! তুমি কি হতাশের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করিয়াছ? হতাশের অন্তঃকরণে সমস্তই আছে; যখন যে ইচ্ছা প্রবল হয়, তখন তাহা হইতেই সে উন্মত্ত হয়!! আমি শৈবলিনীর কারণ বিশ্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, তোমার জন্য জীবন দিতে ও প্রভাবতীকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিতে সর্ব্বস্ব দিতে পারি; কিন্তু এই সমস্ত কার্য্য এক ধারে ধারণ করুন? অপর ধারে আমার জননীর এক বিন্দু অশ্রু ধারণ করুন? মানে পরিমাণ করিয়া দেখুন—সেনাপতি! আমার জননীর অশ্রু কত গুণে গুরু; সেই অশ্রুভার আমার হৃদয়ে চাপিয়াছে আমি উন্মত্ত হইয়াছি!! আমাকে মার্জ্জনা করুন?"

মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নবীন প্রণয়।

প্রণয়ের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করা বড় সামান্য কথা নহে। মহাকবি কালিদাস প্রণয়ের পূর্ব্ব রাগ বর্ণনা করিতে গিয়া শকুন্তলায় যতদূর পারিয়াছেন আপনার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যখন শকুন্তলার নয়নে মহারাজ দুষ্মন্ত পতিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে শকুন্তলা স্তম্ভিতা হইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ে একটী নব আনন্দের উদয় হইয়াছিল। ইহাও একটী পূর্ব্ব রাগের লক্ষণ। যদি সেই অবধি দুষ্মন্ত আর শকুন্তলাকে না দেখা দিতেন, বা তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক্রিয়া সমাধান না করিতেন, তাহা হইলে সে পূর্ব্বরাগ ঠিক যেমন বায়ুতে সৌরভ মিশিলে যতক্ষণ সৌরভের তেজ থাকে, ততক্ষণ বায়ু সৌরভান্বিত থাকে, তদন্তে আর থাকে না, তদ্রূপ হইত। শকুন্তলা দুষ্মন্ত ব্যতীত অপর কাহাকে পাইলেই মন দিতে পারিতেন।

মহাকবি বাণভট্ট কাদম্বরীর প্রণয় লিখিতে বসিয়া চন্দ্রপীড়ের সহিত পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। যদি চন্দ্রপীড় কাদম্বরীর কারণ আকুলিত না হইয়া আবার কাদম্বরীর সম্মুখে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে কাদম্বরীর প্রণয়ও জলবুদ্বুদের ন্যায় হইত।

প্রণয় বড় সামান্য কথা !! নবীনা নায়িকা প্রকৃতির নিয়মানুসারে যৌবনাক্রান্তা হইলেই প্রণয়ীর সহিত আপনার জীবন মিলাইতে ইচ্ছা করে। তাই বলিয়া একবার বা চারিবার মনোমত বস্তু দেখিলেই প্রণ-

য়িনী যে উন্মত্তা হইবেন, প্রণয়ীকে না পাইলে যে জীবন পরিত্যাগ করিবেন এ কথা মিথ্যা!! সম্ভোগস্পর্শন প্রভৃতি বিধি ভিন্ন প্রণয়ের গাঢ়তা জন্মায় না!!

প্রভাবতী একবার প্রতাপাদিত্যকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহারি কারণ নদী জলে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন? প্রভাবতীর পুর্ব্বরাগ শরতের আকাশের ন্যায়, প্রভাবতীর হৃদয়ে উদয় হইয়াছে!! প্রভাবতী নবীনা; প্রতাপাদিত্য সুন্দর; প্রভাবতী তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রভাবতী নয়নে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন মাত্র। প্রতাপের দর্শন আর পাইলেন না দেখিয়া প্রভার হৃদয়রূপ আকাশে প্রতাপের মুর্ত্তিরূপ ক্ষণস্থায়ী শরতের মেঘ সরিয়া গেল। অপর একখানি মেঘ সেই স্থানে আগমন করিল। প্রভাবতী দেখিলেন, মেঘখানি পূর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। প্রভাবতী ভাবিলেন, এ মেঘ যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন চিরানন্দে উন্মত্ত হইবে।

এ মেঘখানি কি?—এখানি বীরপ্রবর মানসিংহের মূর্ত্তি!! প্রভাবতী যে দণ্ডে মানসিংহের মূর্ত্তিকে দেখিয়াছিলেন, সেই দণ্ডেই তাঁহার হৃদয়-গৃহস্থ প্রতাপের মূর্ত্তিরূপ ক্ষীণপ্রভ দীপশিখা নিভিতেছিল। যখন প্রভাবতী মানসিংহের হস্তে মালা দিলেন, তখনই সেই শিখা একেবারে নির্ব্বাপিত হইল। প্রভাবতী কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে যতক্ষণ পারিলেন, মানসিংহকে দেখিলেন। স্বামী মহাশয়ের সহিত কথোপকথন সমাপন হইলে মানসিংহ গমনোন্মুখ হইলে তাঁহার সহিত প্রভা দেখা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহস করিলেন না!! কিন্তু তাহা করিলে মানসিংহ আশ্বস্থ হইতেন।

প্রভা আজিও হৃদয় শীতল করিতে, মনকে আনন্দিত করিতে, স্বীয় বালিকা বৃত্তি সমাপন করিতে, নদী সৈকতে গমন করিয়া এক খণ্ড প্রস্তরের উপর বসিলেন।

আজি চন্দ্র এখনো উদয় হয় নাই; নক্ষত্রগণ উদয় হইয়াছে! মৃদু

পবন মৃদু মৃদু বহিতেছে। নদীর জল অল্পে অল্পে বহিতেছে। প্রভাবতী কলাপি নিন্দিত কেশদাম এলাইয়া দিয়া স্বামী মহাশয়ের আদেশে গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া একমনে নদীর স্রোত দেখিতেছেন। স্রোতের উপরে নক্ষত্রমূর্ত্তি পতিত হইয়া চকমক করিতেছে তাহাই প্রভা দেখিতেছেন। প্রভাবতী দেখিতেছেন একটী নক্ষত্র স্রোতে চক চক করিল, তাহার শোভা দেখিয়া আর একটী স্রোত হিংসা করিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সেই শোভা আপনি পরিল।

একটী বৃক্ষের ছায়া নদীর উপরে পতিত হইয়াছিল। সেই ছায়ার অন্ধকার হইতে আলো দেখিতে ইচ্ছা করিয়া স্রোতগুলি আসিতে লাগিল। প্রভাবতী এই সমস্ত দেখিয়া একটীদীর্ঘনিশ্বাস প্রশ্বাসিত করিয়া বলিলেন :—

"স্রোতের ভাবে বোধ হয়, হিংসা করিলেই তাহার সর্ব্বনাশ হয়!! কই—আমিতো কাহারো হিংসা করি নাই, তবে কেন আমার হৃদয় আনন্দিত হয় না!! আমার হৃদয়ের আনন্দের বস্তু—স্রোতের ন্যায় ক্ষণেক শোভা পাইয়া পরে শোভাহীন হয় কেন? তবে—তবে কি আমার হৃদয়ও স্রোত!!—না—কই আমার হৃদয়তো তরল নয়, তাহা হইলে আমি যা ভাল বাসিতাম তাহা তরলতায় মাখিতে পারিতাম!! বৃথা আশা!! লোকে স্বপ্নে সর্পের মণি আহরণ করে, কই চেতন হোলে কি তাহা পায়? বরং স্মরণ হোলে মনে ক্ষোভ হয়!!"

এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া প্রভাবতী হৃদয়কে প্রবুদ্ধ করিবার কারণ গাহিলেন :—

"এ জীবনের যত আশা মন মাঝে মিশাইল।
তা না হোলে কোন জন্মে সে আশা হবে সফল॥
শুনরে অবোধ মন :—
আশা কর বিসর্জ্জন :—
বৃথা ভাবি সে চরণ :—
কেন সদা হও বিকল॥

মনে কোরেছিলেম এক :—
শেষে ঘটিল রে আর :—
কি দোষে এ হেন দুঃখ :—
হাতের চাঁদ নিভি গেল ॥”

ওদিকে মানসিংহ হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রকেতুকে শান্ত করিয়া সেই দিবস অপরাহ্ণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবতীকে দেখিবেন বলিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। আগামী কল্য তিনি যুদ্ধে যাত্রা করিবেন, কিন্তু প্রভাবতী এমন সময়ে তাঁহার মন চুরি করিলেন। আজ তাঁহার এই ইচ্ছা যে প্রভাবতী তাহার মন লইয়া—পরস্বাপহরণে ভাবিতেছে কি হাসিতেছে একবার তাহা দেখিয়া যাইবেন। প্রভাবতী গাহিতেছেন এমন সময়ে মানসিংহ মৃদু পদ সঞ্চারে তথায় উপস্থিত হইলেন। গীত সমাপন করিয়া প্রভাবতী দেখিলেন তাঁহার দুঃখের দুঃখী নয়ন একবিন্দু অশ্রু প্রকাশ করিয়াছে। তিনি বস্ত্রাঞ্চলে তাহা মুছিয়া যেমন পশ্চাতে চাহিবেন অমনি মানসিংহকে দেখিয়া চমকিতে দণ্ডায়মান হইয়া স্থির ভাবে দেখিতে লাগিলেন।

আকাশে চন্দ্রের রশ্মি সেই মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি কিরণ প্রভাবে দেখিলেন মানসিংহ লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তরবারির দ্বারা ভূমি বিলিখন করিতেছেন। প্রভাবতী মনে মনে হাসিয়া বলিলেন :—

আপনার নামে, রূপে, গৌরবে ও পরিচ্ছদে আমার বিবেচনায় আপনি একজন বীর পুরুষ!! বীরগণ কি অবলার মনোভাব জানিবার কারণ প্রচ্ছন্নবেশ অবলম্বন করে ?”

প্রভাবতীর তেজস্বীতায় মানসিংহ একটীও কথা কহিলেন না, একবার মাত্র প্রভাবতীর প্রতি চাহিলেন।

অগ্নির নিকটে ঘৃত কতক্ষণ গাঢ়তা ধারণ করিতে পারে ? প্রভাবতী আর গাম্ভীর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। মৃদুমন্দ হাসিয়া বলিলেন :—

“বীরবর! আমার মনে আপনিও কি নদী দেখিতে ভালবাসেন ?

তবে দেখুন কেমন নদীর তরঙ্গ নক্ষত্রের মালা পরিয়া আমোদে পরি-ভ্রমণ কোচ্চে !!”

মানসিংহ বলিলেন :--

“প্রভাবতি ! তুমি কি স্বামী মহাশয়ের নিকট মীমাংসা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ ? তা না হোলে এমন মীমাংসা আর কোথায় শিক্ষা করিলে ?”

প্রভাবতী একটু হাসিয়া বলিলেন ঃ—

“জানি !! সুখ দুঃখের বিবেচনা কেন হয় তা বোধ হয় জানেন না, যদি অভাব না থাকিত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু জন্ম গ্রহণ করিতে পারিত না ; দুঃখের অসহ্য বেদনা শান্ত করিবার কারণই প্রবোধের প্রয়োজন, সেই প্রবোধ নামক দেবতাই মীমাংসার জনক !! তাই বলি মীমাংসা যদি না জানিতাম তাহা হইলে এত দিন জীবন ত্যাগ করিতে হইত !!”

মানসিংহ প্রভাবতীর অপূর্ব্ব বুদ্ধির প্রভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

“প্রভাবতি ! তুমি কুমারী, স্বামী মহাশয়ের যত্নে লালিতা, তোমার আবার অভাব কিসের ? আমার সাহস হয় না, কিন্তু আমি একবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি কি আমাকে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা কর ?

প্রভাবতী হা—হা করিয়া হাসিয়া উপযুক্ত সময় মতে বলিলেন :—

“মাধবীর মালা পরে, এ সাধ সকলেরই হয় !! আমি চোল্লেম !!”

প্রভাবতী যাইতে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ বলিলেন ঃ—

“তবে তুমি আমাকে আত্ম সমর্পণ করিবে ?”

প্রভাবতী হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। মানসিংহ তাঁহার অনুগমন করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—০—

প্রতাপাদিত্যের মন

ব্যাধ যতক্ষণ কৌশলে হরিণীকে জীবন্ত ধরিতে পারে, ততক্ষণ তাহার জীবনেরই আশা করিয়া জাল নিক্ষেপ করে; কিন্তু সে জালে পতিতা না হইলে তাহার মৃত দেহের লালসায় তীর নিক্ষেপ করে!!

প্রতাপাদিত্য মনে করিয়াছিলেন স্বীয় ইচ্ছাতে সুখানুভব করিবার কারণ প্রভাবতীকে যদি প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি তাহাই ভাবিয়া প্রথমতঃ প্রভাবতীকে প্রণয়ে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী মহাশয় প্রতাপের মনোভাব গোপনে বুঝিয়া প্রভাবতীকে লইয়া বর্দ্ধমানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য কিছু দিবস পরে আবার প্রভাবতীকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া স্বীয় সহচরী করিবেন ভাবিয়া পাষাণময়ীর মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় প্রভাবতীর কোন সংবাদ না পাইয়া তথা হইতে ফিরিলেন।

ব্যাধের জাল খুলিয়া হরিণী পলায়ন করিলে ব্যাধ যেমন ক্ষুব্ধ ও মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়, আজ ক্রুরমতি প্রতাপাদিত্য সেই ভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রাসাদের একটী গুপ্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন:—

"আমি যে হৃদয়ে কঠিনতা ধারণ করিয়া পিতৃ তুল্য পিতৃব্য বসন্ত রায়কে জীবনে হত করিয়া বঙ্গাধিপ নাম গ্রহণ করিয়াছি; যে কৌশলে

চন্দ্রকেতুকে ভিখারী করিয়াছি, যে হৃদয়ের কঠিনতায় পিতৃব্য পত্নীকে কারারুদ্ধা করিয়াছি, আজি কি আমার দেহ হইতে সে কঠিনতা দূর হইয়াছে? আমি প্রভাবতীরূপ দুগ্ধের ফেণ রাশিকে করায়ত্ব করিতে পারিলাম না। সে চন্দ্রকেতুর নিকট পলায়ন করিয়াছে!! চন্দ্রকেতু বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সাহায্য পাইয়া মানসিংহের সহিত আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে!! ভিখারীর আশা!! ওঃ! যে পথের ভিখারী সে আমাকে বশীভূত করিবে!! সিংহাসন লইবে, প্রভাবতীকে রক্ষা করিবে!! যদি কেহ কখন স্বপ্নে রাজ্য লাভ করিতে পারে তাহা হইলে চন্দ্রকেতুর সে আশা সফল হইবে, নচেৎ তাহার কোমল বক্ষ আমার এই খর শাণিত অসির আঘাতে দ্বিধা হইবে!! আমি প্রতাপাদিত্য, আমার প্রতাপে স্বয়ং জাহাঙ্গীর কম্পমান, আমি কি মানসিংহকে ভয় করিব!! ছি ছি বঙ্গে আমাকে সামান্য জ্ঞান করিবে? পিতার গতিমতে পুত্রও স্বর্গলাভ করিবে বোধ হয় এই ইচ্ছায় চন্দ্রকেতু আসিতেছে!!"

এমন সময়ে কম্পিত কলেবরে এক জন মহাকায় পুরুষ বর্ম্মাবৃত বেশে তথায় প্রবেশ করিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল;—

"মহারাজ, বীরবল উপস্থিত; প্রশ্ন করুন—আমি উত্তর প্রদান করিতেছি!!"

প্রতাপাদিত্য পশ্চাতে চাহিয়া বীরবলকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেনঃ—

"প্রভাবতীকে দেখিয়াছ?"

বীরবল বলিলঃ—

প্রভাবতী নিরুদ্দিষ্টা!!"

"চন্দ্রকেতুকে দেখিয়াছ?"

বীরবল বলিলঃ—

"চন্দ্রকেতু বঙ্গের মধ্যে সুরক্ষিত!!"

"মানসিংহকে দেখিয়াছ!"

"যদি মহাভারতের কথা সত্য হয় তাহা হইলে অর্জ্জুনের বর্ণনার সহিত মানসিংহ সমান হইতে পারেন।"

"কত সেনা?"

"নদীতীরস্থ বালুকা রাশি তাহার উপমা হইতে পারে!!"

"আচ্ছা তুমি যাও?"

প্রতাপাদিত্য নীরবলকে বিদায় দিয়া উজ্জ্বল চক্ষে একবার গৃহের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া বলিলেন:—

"জননি! পাষাণময়ি! তুমি যে খড়্গ বলে অসঙ্খ্য অসুর সংহার করিয়াছ, আমাকে সেই খড়্গ প্রদান কোরো মা—আমার বড় সাধ যে, আমি একবার রণ সাজে সাজিয়া মানসিংহকে আমার ক্ষমতা দেখাইব!!"

এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মোহের প্রবলতা।

যৎকালে উমা গিরিরাজের আলয়ে জন্মগ্রহণ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রভায় বিমুগ্ধ হইয়া গিরিরাজের মোহ উপস্থিত হয়। গিরিরাজ সেই দিন হইতে এই সংসার যে মায়াজালমাত্র তাহা না বুঝিয়া মোহের ছলনায় ভুলিয়া বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া সতত অবস্থান করেন। একদা যোগেন্দ্রাণী পিতাকে পার্থিব বিষয়ে ভাবিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"পিতঃ! আপনাকে আমি সর্ব্বদা ভাবিত দেখি কেন? আপনার ন্যায় জ্ঞানী আর কে আছে, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিরা আপনার যশোকীর্ত্তন করেন; আপনার এমন কি মোহ উপস্থিত হইয়াছে, যে আপনি সর্ব্বদা তাহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভাবিত হইতেছেন; আমাকে বলুন?"

নগরাজ গিরিকন্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেনঃ—

"বৎসে! আমি মহামোহে আক্রান্ত হইয়াছি; এ সংসারের ভাব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, সমস্ত বস্তুর উপরেই আমার মমতা উপস্থিত হইতেছে, সমস্ত বস্তুই আমার—আমার বলিয়া বোধ হইতেছে; আমার বুদ্ধিশক্তি অন্যপথ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই সংসারে সন্নিবিষ্ট হইতেছে। আমি বোধ হয় পরব্রহ্মের পথ ভুলিলাম। সেই কারণেই সর্ব্বদা তুমি আমাকে মুগ্ধ দেখ?"

পিতার এই প্রকার কথা শ্রবণ করিয়া উমা বলিলেনঃ—"পিতঃ! আপনি যথার্থই আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন জ্ঞানরূপ অনল সত্বেও সংসারবাসী জীব কর্ম্মবন্ধনে পীড়িত হইয়া মোহরূপ তৃণরাশি

ভস্ম করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা অনুশোচনা করে; অতএব পিতঃ! আমি একটী গূঢ়যোগ আপনার সমক্ষে কহিব। আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। এই সংসার একটী মহারণ্য, বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম—উদ্ভিজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এই চারি প্রকার প্রকৃতি উদ্ভাবিত করিয়া এই স্থানে পাঠাইয়াছেন। যেমন বিদেশীর পক্ষে অজ্ঞাত স্থান কষ্টকর, কিন্তু বুদ্ধি সহকারে শান্তির আশ্রয় লইলে বিদেশী শান্ত হইতে পারে; তদ্রূপ এই সংসার জীবগণের অজ্ঞাত পন্থা মাত্র। এক মাত্র মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির যোগবল সকলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই নিয়মের বশীভূত হইয়া নিয়মিত ঋতুতে বৃক্ষাদি পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। নর—নারীর গর্ভে বীর্য্যরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আপনিই নব জীবন গ্রহণ করে; বারি কিম্বা অস্পৃশ্য দ্রব্য বায়ুস্পর্শে মশক প্রভৃতি কীটগণকে প্রসব করে, নাগ পক্ষীকুল অণ্ড প্রসব করিয়া উত্তাপ দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে।

সর্ব্বাপেক্ষা জরায়ুজগণের মধ্যে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি শ্রেষ্ঠ। সেই কারণে ইহারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট বলিয়া কথিত। এই সংসারই স্বর্গ আর এই সংসারই নরক। কেবল দিব্যচক্ষু বিহনে, পরম তত্ত্ব জ্ঞান বিহনে—মানব তাহা ভোগ বা দর্শন করিতে পারে না। যেমন গো পুষিতে হইলে তাহাকে শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের যোগসৃষ্ট এই জগদীয় মায়া—মোহ রূপে আবির্ভূত হইয়া কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুরূপে সকলকে ভুলাইয়া এই সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এ সংসারে সমস্তই পর, আমার শব্দ ব্যবহার করা অহঙ্কার মাত্র। এমন কি দেহের—জীবন বা অণু পরমাণু অবধি যদি [illegible]ইল তবে নিজের কি? এ মোহ জ্ঞানীতেই বুঝিতে পারে!! পিতঃ! [illegible] মোহ পরিত্যাগ করিয়া আত্ম পর বিবেচনা রহিত হউন!! আর মন [illegible] বাসনা দূর করিয়া সর্ব্বদাই প্রফুল্লিত হউন।”

এ জগতে [illegible] অপেক্ষা আর উত্তম দৃষ্টান্ত দিয়া কে মোহের

মীমাংসা করিতে পারিবে। মোহের ক্ষীণতার ইয়ত্তা নাই। এই নবগ্রহ মধ্যস্থ জীব বা সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই সেই মোহের ছলনায় ভুলিয়া রহিয়াছে।

জগতের নিয়ম মতে প্রতাপাদিত্যও আজ মুগ্ধ হইয়া একাকী মন্ত্রণা ভবনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মস্তকই মণির প্রভায় ও তাঁহার নয়নের তেজের প্রভায় স্তম্ভ ও স্থানবিশেষ সজ্জিত মণিগণ প্রতিভাত হইতেছে। তিনি কি ভাবিতেছেন? চন্দ্রকেতু!! আর কি ভাবিতেছেন? প্রভাবতী!! কিয়ৎক্ষণ গাঢ় ভাবনায় নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন ঃ—

"প্রভাবতী নিরুদ্দিষ্টা; তবে প্রতাপের লোভ ফুরাইল। চন্দ্রকেতু বজ্ররূপী মানসিংহের আশ্রয়ে সুরক্ষিত। তবে প্রতাপের উত্তেজিত আশা নির্ব্বাপিত হইল। সেনা ও সমুদ্রতীরস্থ বালুকা উভয়ই সমান; তবে কি প্রতাপের শরীরে শিরারাজি শরীর শোভার হইয়াছিল? ওঃ! আমি প্রতাপাদিত্য; আমার সহিত সমর করিয়া যুদ্ধে কে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। মানসিংহ—মানসিংহ—মানসিংহ!! বটে মানসিংহ ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য!! কিন্তু তিনি এক্ষণে যবন সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্যালক!! পরিহাসের কথা!! তাহার নিকটে বশ্যতা স্বীকার করা অপেক্ষা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করা শ্রেয়!! শীতার্ত্ত কালসর্পের ন্যায় আমার অসি এত দিন কোষে আবদ্ধ ছিল। বোধ হয় সে এক্ষণে তীব্ররূপ ধারণ করিয়া মানসিংহের বক্ষের শোণিত পান করিবে।"

প্রতাপাদিত্য এই প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতুর রক্ষক জীবানন্দস্বামী দ্রুতপদে তথায় প্রবেশ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য জীবানন্দস্বামীকে পাষাণময়ীর পুরোহিত ও আপনার গুরু ভাবিয়া অতিশয় ভক্তি করিতেন। স্বামী প্রবেশমাত্র প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্বামী আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন ঃ—

"বৎস! মহা বিপদ উপস্থিত; চন্দ্রকেতু জাহাঙ্গীরের আশ্রয় লইয়া সসৈন্যে তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। আমি ভাগিরথী তীর্থে গিয়াছিলাম, প্রভাবতী আমার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল। আসিবার কালে পথে এই সংবাদ শুনিয়া বর্দ্ধমানপথ হইতে যশোরাভিমুখে আগন্তু সেনা-মুখ দেখিয়া আসিলাম। সেই কারণ ত্বরায় সেই সংবাদ প্রদান করিয়া তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি।

প্রতাপাদিত্য স্বামীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন:—

"গুরুদেব! আপনি কি ভাবেন যে, যবন শ্যালক মানসিংহ আমাকে সংহার করিবে!! এ কথা সম্ভবপর নহে। দেখুন, পৃথিবী জনাকীর্ণ হইয়া যবনভাবে কাতর হইয়াছেন। সেই কারণে যবন সেনার সহিত বঙ্গীয় সেনার সমর উপস্থিত হইবে। স্বামিন্! কবে প্রতাপাদিত্য রণে কাতর! শুনিয়াছি মানসিংহ মহা ধনুর্দ্ধর! কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে অপরাজিত ভীষ্ম-দেব কি কুরুক্ষেত্র সমরে নিপাতিত হয়েন নাই!! মহাবীর কর্ণ কি ভীমের হস্তে পরাজিত হয়েন নাই। দ্রোণাচার্য্য কি ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে নিহত হয়েন নাই!! যে বসন্তরায়ের প্রতাপে সম্রাট আকবর থর থর কাঁপিতেন, সেই বসন্তরায়কে যখন আমি বধ করিয়াছি, তখন মানসিংহ আমার পক্ষে গরুড় গ্রাসিত সর্পের ন্যায় বোধ হইতেছে। গুরুদেব! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সমরক্ষেত্রে নৃত্য করিয়া বসন্তরায়ের অসি দ্বারা মানসিংহের হস্ত—গ্রীবা—মুণ্ড ছেদন করিয়া মালা রূপে অঙ্গে পরিধানপূর্ব্বক পাষাণময়ীর পদ পূজা করিয়া আপনার পদ পূজা করিতে পারি!!"

স্বামী প্রতাপের বীরত্বে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য ক্রোধ-ব্যাপ্ত নয়ন হইয়া স্বামীর সম্মুখে পদচালনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া জানাইল যে "মানসিংহ প্রেরিত দূত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়া আসিয়াছে।"

মহারাজ তচ্ছ্রবণে দূতকে আনয়ন করিতে বলিলেন। প্রতিহারী অবি-

লম্বেই দূতকে মহারাজের নিকট আনয়ন করিল। স্বামী স্তম্ভিতভাবে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

দূত রাজসমীপে প্রকাশ হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া বলিল ঃ—

"মহারাজ! আপনার যশ পৃথিবীর অষ্টদিকে ধাবিত হইয়া দিগ্‌ধিষ্ঠাতা গজকুলকে চঞ্চল করিয়াছে। আপনি স্বয়ং মহারথি! মহারাজ মানসিংহ এক্ষণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি পদ লইয়া তাঁহার আদেশ ক্রমে আপনার পিতৃব্য পুত্রের সাহায্যার্থে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার নিয়ম মতে তিনি আমাকে দূতপদে নিয়োগ করিয়া ভবদীয় সকাশে প্রেরণ পূর্ব্বক এই উভয় দ্রব্য উপহার দিয়াছেন। আপনার অভিলাষ প্রকাশ করুন।"

দূত এই কথা বলিয়া সুবর্ণপাত্রে একখানি খরসান অসি ও একগাছি শৃঙ্খল রাখিল।

প্রতাপাদিত্য প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে অন্ধ হইয়া ত্বরায় অসি গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"দূত! তোমার স্বামীকে কহিও প্রতাপাদিত্য সন্ধি করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি যে অসি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারি সাহায্যে তাঁহারি বক্ষের শোণিত পরিগৃহিত হইবে; আরো বোলো যে এই শৃঙ্খল যেন তিনি তাঁহার নিজের পদে পরিধান করিয়া অগ্রেই আমার বন্দীত্ব স্বীকার করেন!! তুমি শৃঙ্খল লইয়া যাও?"

দূত এই কথা শ্রবণে অতিমাত্র কাতর হইয়া প্রস্থান করিল। দূত প্রস্থান করিলে, প্রতাপাদিত্য রোষভরে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর পদদেশে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক পদতলে অসি ফেলিয়া বলিলেন ঃ—

"গুরুদেব! আর না! আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি এই সমরে জয়লাভ করি!! দেখুন এ সমর বড় সামান্য ব্যাপার নহে!! এই সমর অবিলম্বেই বেগবতী নদীরূপ ধারণ করিবে। যবন ও বঙ্গীয় সেনাগণের বক্ষের শোণিত নদীর বারিরূপে প্রবাহিত হইবে। তাহাদের

অন্তিম নিশ্বাস প্রবল ঝটিকারূপে সন্তত শোণিত স্রোতকে কম্পিত করিবে। বল্লম প্রভৃতি তীরস্থ বৃক্ষ রূপে শোভিত হইবে। আর্ত্তনাদ ও চীৎকার স্রোতের শব্দ হইবে। উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ ও শবদেহ উপকূল রূপে শোভিত হইবে। ছিন্নমুণ্ড সমূহ প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় শোভিত হইবে। শাণিত অসি সমূহ ফেণরাশির ন্যায় বিরাজিত হইবে। হস্তী, অশ্ব, গবাদি তিমিকুল রূপে তাহাতে বিচরণ করিবে। গুরুদেব! এ সমর স্রোতের বেগ সহ্য করা বড় সামান্য কথা নয়। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই সমর স্রোতে ভাসিয়া মান-সিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া চন্দ্রকেতুর কৌমার্য্যবদন শোভিত মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বরিষার প্রস্ফুটিত ও ভূপতিত শেফালিকার তুল্য বিশোভিত করি!!"

স্বামী প্রতাপের তেজস্বীতায় পরিকম্পিত হইলেন। তিনি আর সে স্থানে অবস্থান করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতাপাদিত্য আপ-নার অসহ্য ক্রোধ মনোমধ্যে সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্ল সরোজ।

স্বামী জানিতেন যে বসন্তরায় প্রণীত দুর্গ এমনি কৌশলে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল যে রণ প্রাঙ্গনে পরাভূত হইয়া সেনাদল উহার ভিতর হইতে সমর করিলে; বিপক্ষগণ অক্ষৌহিণী প্রমাণ সেনা লইয়া আক্রমণ করিলেও জয়লাভ করিতে পারিবে না।

দুর্গের গোপনীয় পথ এক মাত্র প্রভাবতী ও স্বামী ভিন্ন বাহিরের অপর কেহ জানিত না। সেই কারণ প্রতাপবধের উপায় সহজ করিবার কারণ স্বামী পুনরায় প্রভাবতীকে যশোরে আনয়ন করিলেন। প্রতাপাদিত্য প্রভাবতীকে বিশ্বাস করিতেন। কামমুগ্ধ প্রতাপ প্রভাবতীর কথায় সচ্ছন্দেই সকল বিষয়ে সম্মত হইতে পারিবেন। এই ভাবিয়া স্বামী প্রভাবতীকে অপর কথা না জানাইয়া এক দিন বলেন:—"প্রভাবতি! তুমি দুর্গের গুপ্ত পথ দিয়া প্রতাপের সহিত তাঁহার লীলা গৃহে সাক্ষাৎ করিও? আমার একটী মহা যজ্ঞের আয়োজন করিতে হইবে, রাজার সে স্থলে আশা ভাল নহে।" প্রভাবতী প্রতাপকে এই কথা বলিবেন বলিয়া স্থির হইয়া ছিলেন। অভিলাষ সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। অদ্য নিশিযোগে প্রভাবতী পাষাণময়ার মন্দিরস্থ গৃহে বসিয়া আছেন। প্রতাপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন।

প্রভাবতী সেই সময়ে রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে নির্ব্বাসিতা সীতার আগমন ভাগ পাঠ করিতেছিলেন। কোথাও অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘটা, কোথাও লবকুশের মনোহারী সঙ্গীত; কোথাও নব-জলধর-শ্যাম মূর্ত্তি রাম, কোথাও লক্ষ্মণ প্রভৃতি নায়ক সমাবিষ্ট হইয়াছে; এমন সময়ে শিবিকা হইতে আনীতা সীতাদেবী বসন্তবিরহিণী মাধবীলতার ন্যায় ক্ষীণ ভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন।

তিনি এই ভীষণ উৎসুক জনিত ইতিহাস পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য মৃদুপদে প্রভাবতীর সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন:—

"প্রভাবতি!!"

প্রভাবতী চমকিতে চাহিয়া দেখিলেন "প্রতাপ!!" তিনি ক্ষণ পরে বিস্ময় অপনয়ন করিয়া বহুদিনের পরে পুনরায় প্রতাপের মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন:—

"মহারাজ! এই ঘোর নিশায় কেন?"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন :—

"তোমায় দেখিতে।"

প্রভাবতী বলিলেন :—

"আমি সরম পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনার সহিত অনেক কথা আছে; আমি আপনার লীলা গৃহে যাইয়া সাক্ষাৎ করিব। তথায় আপনার দুর্গের গুপ্ত পথ দিয়া যাইতে স্বামী মহাশয় আদেশ করিয়াছেন। আপনি তাহার উপায় বিধান করুন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন :—"আমার সহিত আগমন কর?"

প্রভাবতী বালিকা ভাবে বলিলেন :—

"আমার যখন ইচ্ছা হইবে যাইব। আপনি কি তাহাতে অনিচ্ছা করেন?"

প্রতাপাদিত্য প্রভাবতীর রূপপ্রভাব পরাজিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে অকাতরে তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবার এই একটী প্রধান সূচনা। তিনি বলিলেন :—

"প্রভাবতি! এই অঙ্গুরী লইয়া দ্বাররক্ষককে দেখাইবামাত্রেই তোমাকে সে সকল সময়ে দ্বার খুলিয়া দিবে।"

প্রতাপাদিত্য অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। প্রভাবতী অঙ্গুরী গ্রহণ করিলেন। স্বামীর আশা এক প্রকার সফল হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

— ০ —

সমর সজ্জা।

মহারাজ মানসিংহ দূতমুখে অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া চন্দ্রকেতুকে জানাইলেন। চন্দ্রকেতুও ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হর্য্যাক্ষ অক্ষে সমরে অবগাহন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মহারাজ মানসিংহ সেই দণ্ডেই সেনাগণকে যশোহর যাত্রা করিতে বলিলেন। সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া যশোহর যাত্রা করিল। তাহাদের পদধূলীতে আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি সেনাগণ অবধ্য কবচ ধারণ করিয়া চন্দ্রকেতুর পিতৃসিংহাসন উদ্ধার করিতে গমন করিল। যেন তাহাদের প্রতি পদক্ষেপে প্রতাপাদিত্যের মস্তকের মুকুটমণি কম্পিত হইতে লাগিল। মানসিংহ ও চন্দ্রকেতু একত্রে একটী হস্তী পৃষ্ঠে চাপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের চন্দ্রাঙ্কিত কেতু অকাশে উড্ডীয়মান হইয়া বাতাসে কাঁপিতে লাগিল। রণবাদ্যে বঙ্গ থরথরে কম্পিত হইতে লাগিল।

অহর্নিশা গমন করিয়া সেনামুখ যশোহরে পঁহুছিল। ক্রমে সমস্ত সেনা যশোহরের প্রান্তে অবাধে প্রবেশ করিয়া নগরীকে বেষ্টন করিল। অধিবাসীগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভাবেন নাই যে এত শীঘ্র দীল্লিশ্বরের সেনা আসিয়া পঁহুছাইবে। তিনি রণার্থে প্রস্তুত ছিলেন মাত্র, কিন্তু তিনি এমন ভাবে সেনা সংস্থাপন করেন নাই যে দীল্লিশ্বরের সেনাকে নগর প্রবেশে কেহ বাধা প্রদান করে।

সেনাগণ নগর প্রবেশ মাত্রেই ভয়ানক রূপে জয়ডঙ্কা বাজিয়া

উঠিল। ভীষণ নিনাদে চারিদিক কাঁপিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য সংবাদ মাত্রেই সহস্র সেনার সহিত সেনাপতিগণকে সমরার্থে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং কোন গূঢ় ব্রত সমাপন করিবেন বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

যশোহরের অনতিদূরে বঙ্গীয় ও পাঠান সৈন্যে ভীষণ সমর হইতে লাগিল। কখন বঙ্গীয় সেনা সমরে জয়ী হইল। কখন মুসলমান সেনা সমরে জয়ী হইল। কাহারো শিক্ষা ন্যূন বলিয়া বোধ হইল না। এক এক সময়ে এমন ভয়ানক রূপে বঙ্গীয় সেনারণে এমন কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল যে, স্বয়ং মানসিংহ তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

তিন অহোরাত্র এই ভাবে সমর হইল। অস্ত্রে শস্ত্রে ও জীবনহীন সেনার দেহে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শোণিতস্রোত বরিষার জল প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তুমুল সংগ্রামে কাহারো জয়ের আশা রহিল না।

তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। সেনাগণ ক্লান্ত হইয়া আসিল। উভয় দলের ভয়ানক ক্ষতি হইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতি রণে নিহত হইলেন। চতুর্থ দিবস ভীষণ সমরে যবন সেনা এক প্রকার পরাভূত হইল।

প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ পাইয়া এইবার স্বয়ং রণস্থলে অবতরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই ঘোর নিশাযোগে একবার পাষাণময়ীর পূজা করিয়া রণে বাহির হইবেন, এই ইচ্ছায় সূর্য্যাস্তগমন কালাবধি নিরাহারে রহিলেন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল এমন সময়ে তিনি একাকী বর্ম্ম ধারণ করিয়া অসি হস্তে পাষাণময়ীর উদ্দেশে গমন করিলেন। জীবানন্দস্বামী এই কথা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া প্রতাপকে মোহিত করিবার কারণ তিনিও পাষাণময়ীর মন্দিরের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন।

প্রতাপাদিত্য তেজস্বী মূর্ত্তিতে মন্দিরের সম্মুখে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিলেন।

দুর্গ পরিখার মধ্যেই পাষাণময়ীর মন্দির ছিল। বিপক্ষদল আসিয়া তথায় প্রবেশ করিবার যো ছিল না। সে রাত্রেও আকাশ ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়া ভীমবেশ ধারণ করিয়াছিল। শিবাকুল চারিদিকে অশিব চীৎকার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিল। আকাশের ক্রোড়ে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছিল। মহারাজ প্রকৃতির এবম্বিধ ভীষণ মূর্ত্তির প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন ঃ—

"আজ আমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় কেন? আমি কত শতবার এই মন্দিরে—এই সময়ে—এই পাষাণময়ীর পদ পূজা করিতে আসিয়াছি, তখন তো আমার ভয় হয় নাই, আজ কেন হৃদয় কম্পিত হয়!! আজিকার প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, প্রকৃতি আমাকে গ্রাস করিবে বলিয়া এই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সৌদামিনী রূপে নয়নের ক্রোধাগ্নি প্রকাশ করিতেছেন। মেঘগর্জ্জনরূপে সিংহনাদ করিতেছেন। প্রতি পদে স্খলিত হইতেছি। প্রতি নিমেষে কম্পিত হইতেছি। যেমন বলির পূর্ব্বে ছাগ কম্পিত হইয়া জীবনের কারণ কাতর ভাব প্রকাশ করে, আমি আমার জীবনও সেই রূপ ভাব প্রকাশ করিতেছে। তবে কি আমি সমরে পরাজিত হবো? আমার পবিত্র জীবন যবন সেনাপতি মানসিংহের হস্তে বিসর্জ্জন হবে? পাপাত্মা চন্দ্রকেতু আমার সংগৃহিত অতুল বিভবের অধিকারী হইবে। আমার বক্ষ পরের হইবে। আমি পর হস্তে অনাথের ন্যায় জীবন প্রদান করিব। মাতঃ! পাষাণময়ি!! এ কল্পনা প্রতাপাদিত্যের মনে উদয় হয় কেন?"

এমন সময়ে ঘোর নিস্বনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সৌদামিনী মেঘের ক্রোড়ে প্রকাশিত হইল। প্রতাপাদিত্য সেই কর্ণকুহরভেদী মেঘ নিঃস্বনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"মেঘগর্জ্জন! স্থির হও? প্রতাপাদিত্য তোমার নাদে কম্পিত হইবে না!! মান সিংহ—মান—সিংহ—এই শব্দ আমার হৃদয়ে কেন সর্ব্বদা উদিত হয়। মহাবীর মেঘনাদ ত্রিলোক বিজয় করিয়া মানব লক্ষ্ম

ণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বিভীষণ তাহার সহায় ছিল। তবে কি চন্দ্রকেতুর সহায়ে মানসিংহ আমার জীবন গ্রহণ করিবেন!!"

এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি মন্দিরের দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। সম্মুখেই পাষাণময়ীর মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। প্রতাপ দেবিমূর্ত্তির সম্মুখে অসি নিক্ষেপ করিয়া জানু পাতিয়া বসিলেন। পুনরায় মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল। তিনি কর-যোড়ে বলিলেন:—

"অসুরনাশিনি অম্বিকে! মাতঃ! বার বার তিনবার মা তোমার পদতলে আমি এই অসি নিক্ষেপ করিলাম। একবার আরাধনা করিয়া এই বর্ম্ম ধারণ করিয়াছি। দ্বিতীয়বার আরাধনা করিয়া এই অসি লাভ করিয়া বসন্তরায়ের জীবন গ্রহণ করত রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছি। মাতঃ! এইবার তৃতীয়বার!! মা, মহা আশা করিয়া শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিতে আসিয়াছি!! বসন্তরায়ের পুত্র চন্দ্রকেতু আমাকে সংহার করিয়া পিতৃ সিংহাসন লাভ করণাশয়ে মানসিংহের সহিত নগর অবরোধ করিয়াছে, ব্রহ্মময়ি! এই বর দাও মা, যেন এই অসির মাহাত্ম্য পুনর্জীবিত করিয়া মানসিংহের বক্ষের রক্ত দর্শন করিতে পারি!! চন্দ্রকেতুকে আজীবন কারাবদ্ধ করিতে পারি!!"

দেবীপীঠের পশ্চাতে জীবানন্দ স্বামী লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি মহারাজকে মুগ্ধ করিবার কারণ পশ্চিমাস্য দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া দিলেন। মহারাজ পূর্ব্বকথা স্মরণ করিলেন। এক সময়ে আকাশ বাণী মতে প্রতাপাদিত্যকে দেবী বলেন যে "যদবধি আমি পূর্ব্বমুখী না হইব, তদবধি তোমার সহায় থাকিব। পূর্ব্বমুখী হইলেই অন্যত্র গমন করিব জানিও?"

এ সমস্ত জীবানন্দ স্বামীর কৌশল মাত্র। সেই দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি পূর্ব্বমুখী হইলে বাতাহত কদলীর ন্যায় প্রতাপাদিত্য চমকিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। স্বামী সেই অবকাশে গুপ্ত স্থান হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন:—

"মহারাজ দৈবের মুখাপেক্ষী হওয়া জ্ঞানীর কর্ত্তব্য নয় ; আর প্রতাপাদিত্যের ন্যায় বীরেরও কর্ত্তব্য নয় !! মোহ ত্যাগ করুন, অসি পুনর্গ্রহণ করুন ; সেনাপতি বিহনে বঙ্গ সেনা পরাজিত প্রায় !! ঐ শুনুন, সেনাগণের আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। আত্মীয় কুটুম্বের আর্ত্তনাদে বঙ্গ শ্মশানময় হইয়াছে। যেন এই কাল সমরে ভৈরবের কালাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া বঙ্গকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছে।"

যেমন ডম্বরুর ধ্বনিতে নির্জীব কাল সর্প ফণা ধারণ করিয়া থাকে তদ্রূপ ধরাশায়ী প্রতাপাদিত্য স্বামীর উত্তেজনা বাক্যে উত্তেজিত হইয়া ত্বরায় অসি গ্রহণ করিয়া বলিলেন :—

"গুরুদেব ! আপনি যে কথা বলিলেন, এ সমস্ত কথা নয়, এ অমৃতবর্ষণ মাত্র !! গুরুদেব ! দেবী বিমুখী হইলেন। এক্ষণে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার আশীর্ব্বাদবলে মানসিংহের জীবন গ্রহণ করি, পরে যদি আমি সমরে পরাজিত হই, তবে জীবন প্রদান করি !! মানসিংহের শোণিতের কারণ আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে। পাষাণময়ি ! পাষাণময়ি !!"

এই কথা বলিয়া প্রতাপাদিত্য অসি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্বামীমহাশয় ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া বলিলেন :—

"আজিকার কালরাত্রি প্রতাপের সংহারের কারণ নিশ্চয়ই সৃষ্ট হইয়াছে !! মানসিংহ দিবাভাগে পরাজিত হইয়া নিশারণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতাপ এই নিশারণে পরাজিত হইবেন। প্রতাপের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। আমার চির আশা সফলিত হইবে। চন্দ্রকেতু জননীর দুঃখ মোচন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। শ্মশানময়ী রণভূমির শোভা একবার সন্দর্শন করিগে।" স্বামী এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সমর যাত্রা ।

সেই নিশায় প্রতাপের সভাতল দীপমালায় সমুজ্জ্বলিত হইল। মানসিংহ স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপের সেনাবলের সহিত সেনাপতিগণকে সংহার করিতেছেন। নিশারণ বড় ভীষণ আকার ধারণ করিয়া প্রতাপের সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য চঞ্চল হইয়া সমর সংবাদের কারণ সভাতলে পদচালনা করিতেছেন। মন্ত্রীগণ বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইন্দ্রপুরী তুল্য সভাতলে যেন একটী একটী মুক্তা খসিয়া পড়িতেছে। এমন সময়ে মহারাজ "মানসিংহের জয়', শব্দ উথিত হইল। বন্দুকের আবাজে সভাতল কম্পিত হইল। সেই শব্দে চমকাইয়া প্রতাপাদিত্য বলিলেনঃ—

"একি! একি!! মানসিংহের জয়!! উপহাসের কথা!! দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার কারণ যেমন স্বয়ং ধর্ম্মরাজ অশ্বত্থামা বধ শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন, তেমনি এই শব্দ আমাকে নিরুৎসাহ করিবার কারণ সমুত্থিত হইতেছে!! প্রতাপাদিত্য বর্ত্তমানে মানসিংহের জয়!! এ উপহাসের কথা!! মহাবীর ভীষ্ম যদি শিখণ্ডিকে দেখিয়া ধনুর্ব্বান না পরিত্যাগ করিতেন, তবে কার সাধ্য যে ভীষ্মকে বধ করে!! ভীষ্ম বাণ বিদ্ধ হইয়া বাণসজ্জায় শয়ন পূর্ব্বক অনন্তধামে

গমন করিয়াছিলেন। দেবী পাষাণময়ী যখন আমায় বিমুখী, তখন আমি এই সময়ে জীবন প্রদান করিবই করিব ; কিন্তু এই আশা—যেন অগ্রে মান-সিংহের জীবন লইয়া পরে অপরের হস্তে আমার জীবন প্রদান করি !!"

মহারাজ এই প্রকার মনাভিলাষ প্রকাশ করিয়া পদ চালনা করিতে-ছেন ; এমন সময়ে পুনরায় মানসিংহের জয়ধ্বনি উঠিল। সেই ধ্বনির বিরামে বীরবল ত্বরায় সভাতলে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে প্রণাম করিল

"বীরবল—সংবাদ কি ?—"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

বীরবল তেজস্বীতা সহকারে বলিল :—

"মহারাজ ? তিনি যেরূপ সাগর মধ্যে ক্ষুধাতুর হইয়া ক্ষুদ্র মৎস্য-গণকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ক্রোধান্ধ মানসিংহ এই নিশারণে আপনারসেনা ও সেনাপতিগণকে সংহার করিতেছেন। আপনার সেনাগণ দিবাভাগে মানসিংহকে পরাজিত করিয়াছিল। এক্ষণে তাহারা সিংহ সম মানসিং-হের পরাক্রমে বশীভূত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছ। আর দুই দণ্ড এই ভাবে সমর হইলে বঙ্গ মানসিংহের হইবে। যদি কেহ বজ্রের ক্ষমতা ও সিংহের বিক্রম স্থির করিতে পারে, তথাপি সে চন্দ্রকেতুর সহিত মিলিত মানসিংহের ক্ষমতার স্থির করিতে পারিবে না।"

বীরবর এই বলিয়া অধোবদনে অবস্থান করিল।

প্রতাপাদিত্য প্রজ্জ্বলিত নয়নে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ ভরে বলিলেন :—

"যেমন দাবানলস্পর্শে বন—বাঁড়বানলস্পর্শে বারি—ও অনল স্পর্শে যেমন তৃণরাশি ভস্মীভূত হয় ;—তেমনি মানসিংহের ক্ষমতা অদ্য আমার হস্তে ভস্মীভূত হইবে। কোথায় বিরেন্দ্র সেনাপতিগণ ! আমার সহিত রণে প্রবেশ কর ? দেখি কোন দৈববলে বলী হইয়া মানসিংহ—প্রতা-পাদিত্যের সেনাগনকে সংহার করিতেছে !! স্বর্গে দেবগণ, মর্ত্যে নরগণ,

অন্তরীক্ষে বসুগণ সকলে শ্রবণ কর? আজ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, রণাঙ্গনে প্রবৃত্ত হইয়া মানসিংহের সেনাগণকে সংহার করিব। আমার হস্তে মানসিংহ সেনাহীন হইবে। সমরক্ষেত্র নদীরূপ ধারণ করিয়া মানসিংহের সেনারক্তে প্লাবিত হইবে। চন্দ্রকেতু—চন্দ্রকেতু; সে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে। বঙ্গ—বঙ্গ—বঙ্গ! হয় তুমি আজি নিশা প্রভাতে মানসিংহ ও চন্দ্রকেতু হীন হইয়া প্রতাপকে বক্ষে ধারণ করিবে, না হয় প্রতাপের রক্তে রঞ্জিত হইবে। আর নয়—রণক্ষেত্র—রণক্ষেত্র!!"

এই বলিয়া মহাবেগে প্রতাপাদিত্য সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার গমনকালীন আকাশ হইতে রক্তবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিংহ কবলিত ব্যাঘ্র।

চন্দ্রকেতু সমরাঙ্গণে অপর সেনাপতির সহিত সমর করিতে করিতে যে দণ্ডে চন্দ্রের আলোকে প্রতাপের খড়্গাঙ্কিত কেতু উড়িতেছে দেখিলেন, সেই দণ্ডেই তাহার মোহ উপস্থিত হইল। তিনি কি করিয়া প্রতাপের সহিত সম্মুখ সমর করিয়া তাঁহার জীবন গ্রহণ করিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার লঘু হস্তে তরবারি থাকাপ্রযুক্ত অসংখ্য সেনা তাঁহার হস্তে নিপাতিত হইল। লোকে চক্ষের নিমিষের প্রতি লক্ষ করিতে পারিল, তথাপি চন্দ্রকেতুর হস্ত চালনার উপর লক্ষ করিতে পারিল না। বিদ্যুতের গতির ন্যায় তাঁহার হস্তের অসি চক্‌মক্‌ করিয়া চন্দ্রের কিরণে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য সমরে প্রবেশ মাত্রেই মানসিংহ সসৈন্যে তাঁহার সহিত সমরে প্রস্তুত হইলেন। প্রতাপাদিত্য মানসিংহের চন্দ্রাঙ্কিত কেতু দেখিয়া সেনাগণকে সেই দিকে ধাবিত করিলেন। মানসিংহও প্রতাপের খড়্গাঙ্কিত কেতু দেখিয়া সেনাগণকে সেই দিকে ধাবিত করিলেন। উভয় সৈন্য একটী প্রশস্থ ধান্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। দ্বিসহস্র হস্ত পরিমিত ভূমি ব্যবধান রাখিয়া প্রতাপাদিত্য মানসিংহের প্রতি আক্রমণ আস্ত করিলেন। প্রতাপাদিত্যের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত সেনাগণ মানসিংহের সেনাগণকে আক্রমণ করিল। একপক্ষ মানসিংহের নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, আরপক্ষ প্রতাপাদিত্যের নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ঘোর রণ বাধিল। অসির ঝঞ্চনা, তীরের সনসনা,

বন্দুকের আবাজ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত, উষ্ট্রের চীৎকার ও গোমহিষের নাদে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

প্রতাপাদিত্যের সেনা দুই পক্ষ ধারণ করিল। এক পক্ষ মহাবীর চন্দ্রকেতুর সহিত সংগ্রাম করিল। আর এক পক্ষ মানসিংহের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। যেমন প্রস্তরে লৌহে আঘাত মাত্রেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হয়, তেমনি প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহের সমরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ হইতে লাগিল। ঘোর রণ। সেনার শোণিতে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেনাগণের উষ্ণীষ প্রবাহের ফেণরূপে তদুপরি ভাসিতে লাগিল। শকুনী, গৃধিনী ও শিবাকুল নিজ নিজ আলয়ে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নিশারণে যবনসৈন্য বড় পটু। প্রতাপাদিত্য বহু কষ্ট করিয়া কোন মতে মানসিংহের সমকক্ষ হইতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য পাষাণময়ীর নাম দৃঢ়রূপে উচ্চারণ করিয়া প্রাণপণে সমরারম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রভাবে মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া না হটিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না। তিনি চন্দ্রকেতুর সাহায্য আবশ্যক বিবেচনায় স্বীয় অশ্ব তদুদ্দেশে ছুটাইয়া দিলেন।

প্রতাপাদিত্য প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া উগ্রমুর্ত্তি ধারণ করিয়া মানসিংহকে আক্রমণ করিবার কারণ বিশেষ প্রয়াস পাইয়া সেনাগণের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু স্বীয় অধীনস্থ সেনাগণকে সমরে জয়ী করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি অপনোদনের কারণ স্বীয় সেনা প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে একটী অশ্বথমূলে দণ্ডায়মান হইয়া স্নিগ্ধসমীরণ সমীরণ সেবন করিতেছেন। সেই স্থানে মানসিংহ ত্বরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন ঃ—

"বন্ধু চন্দ্রকেতু! আমি সহস্র ক্ষত্রিয়বীরের সহিত সমর করিয়াছি, কিন্তু এমন শিক্ষিত বীরের সহিত কখন সমর করি নাই। আজিকার রণে বোধ হয় পরাভূত হইতে হয়! যদি এই নিশাযোগে প্রতাপাদিত্যকে

পরাভূত করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ সূর্য্যোদয়ে বঙ্গীয় সেনার সহিত যবনসেনার কি সাধ্য যে সম্মুখে সমর করে!!"

চন্দ্রকেতু বলিলেন :—

"সেনাপতি! আপনার কথা সমস্তই সত্য!! আমার পিতৃব্য ভ্রাতা আমার পিতা অপেক্ষা সমরে ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু আর এক কথা, আমাদের যশোরাধিষ্ঠাত্রী দেবী ভ্রাতার সহায় ছিলেন। শুনিলাম ভ্রাতার ক্রূরাচরণে তিনি বিমুখী হইয়াছেন। সেনাপতি এই নিশাযোগে যদি তাঁহাকে সংহার করিতে না পারেন তাহা হইলে কল্য কার সাধ্য যে তাঁহার অমিত তেজসম্পন্ন সেনাগণকে পরাজিত করিতে পারে।"

মানসিংহ বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু তুমি সেনা লইয়া আমার সহিত আগমন কর? আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ঐ দেখ প্রতাপাদিত্যকে রক্ষা করিতে সহস্র চক্ষু গগনে আরোহণ করিবেন বলিয়া উষা বুঝি পৃথিবীতে আগমন করিতেছেন।"

ক্ষণপরে প্রতাপাদিত্যের জয়ধ্বনি তথায় প্রবেশ করিল। সেই শব্দে উভয় বীর কম্পিত হইয়া রণে বাহির হইলেন। সিংহের সহিত সিংহ মিলিল। একা ব্যাঘ্র কি করিবে। সেই স্থলের অদূরে উভয় পক্ষে ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। উভয় বীরের প্রতাপে প্রতাপ ক্রমে হীনতেজ হইয়া আসিলেন। বিপক্ষীয় তীরের আঘাতে প্রতাপের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত হইতে লাগিল। রক্ত ধারা শরীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিপক্ষের গুলি লাগিয়া প্রতাপের অশ্ব হত হইল। হতাশ্ব হইয়া প্রতাপ পদাতিকের সহিত সমর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে সেনাগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অসি ও তীরধনু হস্তে স্বয়ং কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় প্রতাপ সেই অশ্বত্থমূলে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন :—

"হে ক্ষত্রিয়প্রবর মানসিংহ, তুমি কোথায়! অশ্বযুদ্ধ পরিত্যাগ কর? ক্ষত্রিয় নিয়ম মতে আমার সহিত ভূমে যুদ্ধ কর? স্বর্গের ইন্দ্রও যদি

আজ তোমার রক্ষী হয়েন তাঁহাকেও পরাস্ত করিয়া তোমার বক্ষে শাণিত তরবার প্রবেশ করাইব !! জয় পাষাণময়ীর জয় !!"

সেনাগণ "পাষাণময়ীর জয়" উচ্চারণ করিল। মানসিংহ অসি চালনে অতি পটু ছিলেন। তিনি সংসপ্তক কুরুবীরগণের মধ্যবর্ত্তী অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম দেখাইয়া সেনা সাগর ভেদ করিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে লম্ফ দিয়া প্রকাশিত হইলেন।

সিংহ যেমন হস্তীকে দেখিয়া তাহার মস্তকে লম্ফ প্রদান করে, প্রতাপাদিত্য সেইরূপ মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। সেই ভীষণ সমরে উভয় বীরের অঙ্গ দিয়া রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কতকক্ষণের পরে মানসিংহ বলিলেন ঃ—

"ধন্য বঙ্গ !! বঙ্গের গর্ভে পূর্ব্বে তোমার ন্যায় রত্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ !! কিন্তু বীর, আমার অমোঘ অসিযুদ্ধে পরাস্ত হইলে বলিয়া ক্ষোভ করিও না ; সমরই বীরের আরাধ্য বস্তু !!"

মানসিংহ এই কথা বলিয়া ভীষণ নিনাদে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। মানসিংহের সেনাগণ সেই অবসরে প্রতাপের সেনাগকে পরাভূত করিয়া প্রতাপের উপরে আক্রমণ করিল। মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিতে বলিলেন। সেনাগণের হস্তে প্রতাপ বন্দী হইয়া বলিলেন ঃ—

"নিশানাথ ! আর কেন গগনে কিরণ বিতরণ কর ? মানসিংহের হস্তে জীবন প্রদান করিলে স্বর্গ হইত, আমার সে আশাও বিফল হইল। পাষাণময়ি !! প্রভাবতি !!"

সেনাগণ তাঁহাকে সুরক্ষিত করিয়া লইয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতীর দৌত্য।

প্রতাপ বন্দী হইলেন। প্রতাপের সেনাপতিগণ যতক্ষণ পারিল সমর করিল, অবশেষে চন্দ্রকেতুর হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিয়া ভূমি অলঙ্কৃত করিয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিল। ক্রমে শর্ব্বরী প্রভাত হইল। চারি-দিক পরিষ্কার হইল। মানসিংহ ও চন্দ্রকেতুর জয় ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরি-পূর্ণ হইল। শোণিত স্রোতে রণভূমি প্রবাহিত হইল। শিবা প্রভৃতি মাংসাহারী জীবগণ বীরগণের দেহ লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। একা প্রতাপাদিত্যের সহিত এত দিনের বঙ্গের গৌরব নির্ব্বাপিত হইল। অব-শিষ্ট সেনাগণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইল।

মানসিংহ তাহাদের বশীভূত করা বিবেচনাসিদ্ধ ভাবিয়া দুর্গের সমীপে গমন করিলেন। দুর্গের পরিখা ও দৃঢ়তা দর্শন করিয়া দুর্গ আক্রমণ চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে পরিখার উপরে একটী ক্ষুদ্র কুঞ্জমধ্যে সেতু দেখিতে পাইলেন। তিনি সেতু দেখিয়া তাহার উদ্দেশে আসিয়া দেখিলেন ঃ—তদুপরি একটী কামিনী আলুলায়িতা কেশে সেতুর উপরে পা ঝুলাইয়া রহিয়াছেন।

মানসিংহ সেতুর সমীপবর্ত্তী হইয়া অশ্বকে দূরস্থিত আম্রবৃক্ষে আবদ্ধ করত ভাল করিয়া দেখিলেন—কামিনী—প্রভাবতী !!

মানসিংহ চমকাইয়া দ্রুতপদে সেতুর উপরে উঠিয়া বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি !! তুমি কি কামচারিণি !!"

প্রভাবতী চাহিয়া দেখিলেন—মানসিংহ। তিনি হাসিয়া বলিলেন :—

"সারারাত্রি লড়াইয়ের শব্দে আপনার নাম শুনিয়া আমার নিদ্রা হয় নাই, তাই প্রভাতে স্নান করিয়া এইখানে কেশ শুখাইতেছি !! সেনাপতি ! এ কার্য্যে কি আপনার বাধা আছে ; থাকে তো আমি যথাস্থানে প্রস্থান করিতে পারি !"

মানসিংহ হৃদয়ে বিষের আগুন জ্বালাইয়াছিলেন ! এক্ষণে সেই অগ্নি পুনর্ব্বার জ্বলিল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন :—

"প্রভাবতি ! তুমি কোথায় থাকো ?"

প্রভাবতী উত্তর করিল :—

"পাষমণময়ীর মন্দিরে, ঐ দেখা যাচ্ছে !!"

মানসিংহ বঙ্গে শান্তি স্থাপন করিয়া পরে নিজের হৃদয়েও শান্তিলাভ করিতে পারিবেন সেই কারণে ভাল করিয়া পাষাণময়ীর মন্দির দেখিয়া লইলেন। কতক্ষণের পরে তিনি বলিলেন :—

"প্রভাবতি ! এ সেতু দ্বারা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যায় ?"

প্রভাবতী বলিলেন :—

"আমি সেই দৌত্য করিবার কারণ এইখানে বসিয়া রহিয়াছি !! স্বামীর মুখে শুনিলাম :—"

এই কথা বলিয়া প্রভাবতী দণ্ডায়মান হইয়া চুলগুলি সামলাইয়া এক-ধারে রাখিল।

মানসিংহ বলিলেন :—

"প্রভাবতি ! তোমার নিকটে আমি কোন কথা গোপন করিব না বলো, কি জিজ্ঞাসা কোচ্ছিলে? আমি আপাততঃ এখানে অধিক সময় অপেক্ষা করিতে পারি না !! কারণ চারিদিকেই শত্রু। দুর্গ জয় না করিতে পারিলে শান্ত হইতে পারিতেছি না। চঞ্চলভাব পরিত্যাগ করিয়া বল ?"

প্রভাবতীর চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। তাহা মানসিংহ দেখিলেন। তিনিও নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিলেন। ক্ষণপরে প্রভাবতী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি! প্রতাপাদিত্যের জীবন কি সংহৃত হইয়াছে?"

মানসিংহ বলিলেন :—

"দুর্গ জয়ের পরে হইবে!!"

প্রভাবতী বলিলেন ঃ—

"সেনাপতি! আমি দেখেছি শিমুল ফুল কেমন শোভাকর; কিন্তু যাহার নিকটে ভ্রমরে আশ্রয় লয় তথাপি শিমুলের অমন শোভা দেখিয়া তাহার নিকটেও যায় না। তার পরে জানিলাম তাহাতে মধু নাই!! সেনাপতি! একটী ভিক্ষা; বঙ্গ আপনার হইল; আমি আপনার প্রজা হইলাম। এই ভিখারিণী প্রজা কি আপনার অধিকারে স্থান পাইবে?"

প্রভাবতীর চক্ষে পুনরায় অশ্রু প্রকাশিত হইল। মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন :—

"সেনাপতি! আপনাকে আবার আমি গুটীকতক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন; প্রমত্ত গজ কমলিনীকে মৃণালের সহিত উৎপাটন করে!! আমার দশা কি কখন তাহার সমান হইবে!! দেখুন; অকাশে এখনো চন্দ্র বিরাজিত রহিয়াছে, ঐ চন্দ্রমার সাক্ষাতে আমি হৃদয় খুলিয়া আপনাকে বলিতেছি; যে যদি কেহ আপনার শ্রীচরণে আজ হইতে জীবন সমেত দেহ—বিক্রীত করে। আপনি সে দেহকে লইয়া কি করেন?"

প্রভাবতী এই বলিয়া ভুমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

মানসিংহ তাঁহাকে ভূতল হইতে সত্বরে তুলিয়া বলিলেন :—

"প্রভাবতি! আমি অনেকবার তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, কিন্তু তোমাকে স্বামী মহাশয়ের কন্যা ভাবিয়া আমি সে আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভাবতি এখনো বল—তুমি কি স্বামী মহাশয়ের কন্যা?"

প্রভাবতী কাঁদিয়া ফেলিলেন! উভয় চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিলেনঃ—

"সেনাপতি! আমি এজগতে দুঃখিনী বলিয়াই সকলের নিকটে পরিচিতা; আমি যে হৃদয় খুলিয়া আমার জন্মের কথা কাহাকেও কোন সময়ে, বলিব সে আশা করি নাই!!

পরে চন্দ্রকেতু বিবাগী হইলে স্বামী মহাশয় আমাকে পালন করেন সেনাপতি! আমি দুঃখিনী; দুঃখিনীকে সুখী করা বড় সহজ কথা নয়!

এই কথা বলিয়া প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন। মানসিংহ তথা হইতে দুর্গের গুপ্ত পথ দেখিয়া অবিলম্বেই সেনা সংগ্রহ করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দুর্গের একটী কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চতুর্দ্দিকে চন্দ্রকেতুর জয় শব্দ নিনাদিত হইতে লাগিল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—০—

মিহিরের স্বপ্ন।

মিহির চন্দ্রকেতুকে বিদায় দিয়া অবধি দিন গণনা করিতেছিলেন, কত দিনে চন্দ্রকেতু বাঙ্গালায় পঁহুছিবেন ; কত দিনে তিনি সমরে জয়ী হইবেন, কত দিনে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন, এই ভাবনাই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়াছিল।

যে দিন চন্দ্রকেতু নিশারণে প্রতাপকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই নিশায় মিহির সুখপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াআছেন। কিঙ্করীগণ তাঁহার সেবা করিতেছে। এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেনঃ—চন্দ্রকেতু সমরে জয়ী হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। চন্দ্রকেতু লজ্জায় কথা কহিতেছেন না। শৈবলিনীকে যেন মিহির পরিহাস করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন। চন্দ্রকেতু যেন লজ্জায় শৈবলিনীর সংবাদ আধ আধ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মিহির যেন চন্দ্রকেতুকে শৈবলিনী নিরুদ্দিষ্টা হইয়াছেন এই সংবাদ দিলেন। চন্দ্রকেতু যেন সেই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রে হতচৈতন্য হইলেন। মিহির সেই অবকাশে চন্দ্রকেতুর মুখে বারি সেচন করিয়া—চন্দ্রকেতুর অঙ্গস্পর্শ করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রকেতু চৈতন্য লাভ করিলেন। মিহির যেন লুকাইত শৈবলিনীকে তাঁহার সাক্ষাতে আনিয়া দিলেন। চন্দ্রকেতু মিহিরের অনুগ্রহে রাজ্য ও শৈবলিনী পাইয়া পরম আনন্দে হৃদয়ের সহিত মিহিরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, মিহির

সে ধন্যবাদ না লইয়া, চন্দ্রকেতু যে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া তাঁহাকে জাহাঙ্গীরের অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছেন সেই কৃতজ্ঞতার পরিশোধ এত দিনে করিলেন, সেই কথা বলিতেছেন। চন্দ্রকেতু মিহিরের কথায় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; ঝর ঝরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। মিহির স্বীয় অঞ্চলে চন্দ্রকেতুর মুখ মুছাইয়া শৈবলিনীর হস্ত ও চন্দ্রকেতুর হস্ত একত্র করিয়া যেন শৈবলিনীকে বলিলেন :—

"শৈবলিনি! তুমি ভাই পূর্ব্ব জন্মে কত পুণ্য করেছিলে তাই এমন স্বামী রত্ন লাভ করিলে? দেখো ভাই, স্বামীর প্রতি অতিশয় যত্ন করিও? স্বামীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে তোমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হয়; এই ভাবে স্বামী সেবা কোরো? আরো বলি; আমি তো এ জন্মের মত পুণ্যপথে—পুণ্যপথে কাঁটা দিয়াছি। আমার অস্থির ও পাপিষ্ঠ মনের কথা কাহাকে বলিব; এ জগতে আমার ন্যায় পাপিষ্ঠ মন যেন আর কাহারো না হয়!! আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিলাম তাহা জানি না, কে আমার মাতা, পিতা—তাহাও জানি না!! যে স্বামী হইল তাহাকে ভক্তি করিলাম না!! আমার নয়ন রূপরাশি দেখিলেই পাগল হয়; তাই আমি সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী হইয়াছি!! তাই বলিয়া আমি পুণ্যবান নহি; পাপ আমার প্রতিশিরায় অবস্থান করিতেছে।"

এই প্রকার উপদেশ দিয়া তিনি যেন চন্দ্রকেতুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন :—

"চন্দ্রকেতু! আমি তোমাকে ভাল বাসিতাম, ভাল বাসিতেছি, ভালবাসিব!! চন্দ্রকেতু! কেন ভালবাসিতাম, কেন ভালবাসিতেছি, আর কেনই বা ভাল বাসিব; তাহার কোন অর্থই তোমাকে প্রকাশ করিতে পারিলাম না!! শৈবলিনীরত্ন আমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ!! ঐ রত্নকে কণ্ঠে ধারণ কোরে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন কোরে সুখী হও? এক অনুরোধ তুমি যেন কখন না কখন একবার আমাকে অন্তরে ভাবিও? কিন্তু আমি তোমায় অহর্নিশা ভাবিব!!"

এই প্রকার কল্পনা মিহিরের নিদ্রাঘোরে উপস্থিত হওয়াতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি কক্ষের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রণে জয় হইবার পরেই চন্দ্রকেতু রসুলকক্কাকে সংবাদের সহিত মিহিরের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। রসুল হস্তী সংযোগে অদ্য নিশায় আসিয়া স্বীয় মসজিদে পঁহুছাইল। হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিবামাত্র পেসমানকে দেখিল। পেসমানকে দেখিয়াই সে সকল কষ্ট ভুলিয়া তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিল। সকল মনের কথা শেষ হইলে রসুল—চন্দ্রকেতু দত্ত পত্রিকা মিহিরকে দিবার কারণ পেসমানের হস্তে দিল। পেসমান তাহা লইয়া আপনার গৃহে ফিরিল।

মিহির চন্দ্রকেতুর শুভ সংবাদের কারণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি পেসমানকে বলিয়াছিলেন যে—যে কেহ চন্দ্রকেতুর কুশল সংবাদ আনিয়া দিতে পারিবে, সে যদি কাঙ্গাল হয় মিহির তাহাকে ধনবান করিবেন।

পেসমান স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া ভাবিল মিহিরের সহিত সে একটু নূতন প্রকার আমোদ করিবে। এই নিমিত্ত সে সিন্ধুকের চাবি খুলিয়া একটী পুরাতন পোষাক পরিধান করিয়া চন্দ্রকেতুর পত্র হস্তে করিয়া মিহিরের কক্ষে প্রবেশ করিল। মিহিরকে জাগরিত দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে পেসমান গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গাহিল :—

"বিধি এত দিন পরে মনো আশা পুরাইল।
কিংশুকে হইল মধু ইক্ষুতে ফল ফলিল॥
চাতকে পাইল বারি ঃ—
চকোরে পাইল সুধা :—
হৃদয়ের যত আশা ঃ—
এত দিনে মিটিল॥"

মিহির গীত শুনিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন ঃ—

"কার মিটিল পেসমান ?"

পেসমান বলিল ঃ—

"তোমার !!"

পেসমান চন্দ্রকেতুর পত্র দিয়া একবারে দাঁড়াইল। মিহির পত্রপাঠে আনন্দিত হইলেন। পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া শেষের আর পংক্তি দীর্ঘস্বরে পাঠ করিতে উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"বেগম! আমি তোমার নিকটে যখন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর বলিতে কি? প্রত্যুত্তরে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শৈবলিনীর সংবাদ লিখিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।"

মিহির এই কয় ছত্র আর দুইবরে পাঠ করিলেন। শৈবলিনীর নাম চারিবার পাঠ করিলেন। কতক্ষণের পরে বলিলেন ঃ—

"এক সূর্য্যের রশ্মিকে প্রতি পুষ্প, প্রতি জীব, প্রতি পশু সকলেই অভিলাষ করে!! কিন্তু কমলিনী যেমন তাহা উপভোগ করে, তেমন আর কেহ পায় না!! এক চন্দ্রকেতুকে শৈবলিনী থাকিতে আমার আশা করা বৃথা!! মন স্থির হও? আর পাপপথে ধাবিত হইও না?"

তিনি আপনা আপনি এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া পেসমানকে বলিলেন ঃ—

"পেসমান! তুমি যে কার্য্য করিয়া আজ আমাকে শীতল করিয়াছ; তাহার সামান্য পুরস্কারের স্বরূপ এই কণ্ঠের মুক্তার মালা লও। আর একটী কথা, শৈবলিনীর সংবাদ জানিয়া আইস?

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শৈবলিনীর অবস্থা।

যত দিন শৈবলিনী চন্দ্রকেতুকে কাছে পাইয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি সময় নাই অবসর নাই, এক একবার চন্দ্রকেতুকে দেখিতে আসিতেন মাত্র!! কেন আসিতেন? কিছু বলিতে বা কোন প্রয়োজনে আসিতেন, তাহার স্থির করিতে পারিতেন না।

তবে তিনি এই মাত্র বলিতে পারিতেন যে, ফুলের ভূষণ প্রস্তুত করিলে চন্দ্রকেতুকে পরাইতে ভাল বাসিতেন; বহুক্ষণ চন্দ্রকেতুকে না দেখিলে তাঁহাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছা হইত বলিয়া তিনি দিবারাত্র তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন।

চন্দ্রকেতু যে দিন বিদায় লয়েন, সেই দিন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ফুলের ভূষণ না গাঁথিলেই চন্দ্রকেতুকে ভুলিতে পারিবেন। চন্দ্রকেতু যে গৃহে থাকিতেন সেই গৃহে না যাইলেই তিনি চন্দ্রকেতুকে ভুলিতে পারিবেন।

তাঁহার সে আশা সিদ্ধ হইল না। যত দিন যাইতে লাগিল—ততই তিনি চন্দ্রকেতুকে ভাবিয়া কাতর হইতে লাগিলেন। এক দিন তিনি মনে ভাবিলেন; ফুল তোলা ত্যাগ করিয়া বুঝি এই কষ্ট সহ্য করিতেছেন। তাহা ভাবিয়া তিনি ফুল তুলিয়া মালা গাথিতে বসিলেন; যতই মালা গাঁথেন ততই চন্দ্রকেতুর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে গ্রথিত হয়!! ক্রমে ক্রমে

তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে চন্দ্রকেতু কি গুণ জানেন, সেই গুণ দ্বারা তিনি তাঁহাকে পাগল করিয়া পলায়ত করিয়াছেন।

শৈবলিনী উন্মাদিনী প্রায় হইয়া কখন কখন চন্দ্রকেতু যে ঘরে থাকিতেন, সেই গৃহের সম্মুখে বসিয়া সংগীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সমবয়স্কারা তাঁহাকে অস্থিরচিত্তা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সকলকে বলেন যে, কে তাঁহাকে পাগল করিয়াছে? তাই তিনি অস্থিরচিত্ত হইয়াছেন।

যে দিবস মির্জার চন্দ্রকেতুর সংবাদ পাইলেন। সেই নিশার অবসানে শৈবলিনী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উষা সমীরণ সেবনপূর্ব্বক হৃদয় শীতল করিতে পারিবেন ভাবিয়া ভ্রম বশতঃ যে গৃহে চন্দ্রকেতু থাকিতেন, সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিলেন।

গৃহের দ্বার আবদ্ধ ছিল। তিনি ভ্রম বশতঃ চন্দ্রকেতুকে নিদ্রিত ভাবিয়া দ্বারে আঘাৎ করিলেন। ক্ষণপরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি স্থির হইয়া কত ভাবিলেন, শেষে বলিলেন ঃ—

"এত দিনে জানিলাম ব্যাধের বংশীধ্বনিতে কেন হরিণী বিমুগ্ধ হয়! মরিচীকা দেখিয়া কেন হরিণীর বারি ভ্রম হয়? এ জগতে আমার এক মাত্র পিতা বই আর কে আছে? মন তুমি কাঙ্গালিনীর অন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এক মাত্র তুমি বই আমার বস্তু বলিতে এ সংসারে শৈবলিনীর আর কি আছে? তুমিও পরের হইলে? তবে আমার রহিল কি! ভাবনা—ভাবনা—চন্দ্রকেতুর নাম!! চন্দ্রকেতুর মূর্ত্তি!! ফুলের ভূষণ!! আকাশের নক্ষত্র ও চন্দ্র!!—না—না—না—কি ভাবছিলেম!! মাধবীর উচিত সহকারের আশা করা!! সামান্য লতার সে প্রয়াস করা অনুচিত? আমি কাঙ্গালিনী! চন্দ্রকেতু রাজকুমার। তিনি আমাকে পদমূলে স্থান দেবেন কেন? আমি বা তাঁহাকে ভাবিয়া উন্মত্ত হই কেন?"

শৈবলিনী এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিলেন। অবশেষে সম্মুখের ফুলগাছ হইতে ফুল তুলিয়া বিনা সূতের

হার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে চারিদিক পরিষ্কার হইল। কাক কোকিল ডাকিল। সকলে জাগিল। তথাপি শৈবলিনী মালা গাঁথিতে লাগিলেন। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে চারিদিক চাহিয়া বলিলেন ঃ—

"পূর্ব্বেও যেমন ভাবে প্রভাত হইত, আজিও তেমনি ভাবে প্রভাত হইল। পূর্ব্বেও যেমন ভাবে কাক কোকিল ডাকিত, আজিও তাহারা তেমনি করিয়া বৃক্ষশাখায় ডাকিতেছে। পূর্ব্বেও যেমন ফুল ফুটিত আজিও তেমনি ফুটিয়াছে। সকলি পূর্ব্বের মত আছে। সকলি পূর্ব্বের মত আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আমিও পূর্ব্বে যে ভাবে মালা গাঁথিতাম, আজিও সেই ভাবে গাঁথিতে চেষ্টা করিতেছি, তবে কেন পূর্ব্বের মত পারিতেছি না। আমি বিনাসূতের হার গাঁথিয়া আপনার গলায় পরিয়া পূর্ব্বে কত সুখী হইতাম, আজ কেন সুখভোগ করিতে পারিতেছি না। অবশ্য চন্দ্রকেতু নামের কোন গুণ আছে, তা না হোলে চন্দ্রকেতুর নাম না জপিলে কেন সুখোদয় হয় না। চন্দ্রকেতুর মূর্ত্তি ভাবিলে কেন আনন্দিত হই!! চন্দ্রকেতু—চন্দ্রকেতু!!"

শৈবলিনী কোমল হৃদয়ে চন্দ্রকেতুকে ভাবিয়া মহাবিপদে পতিত হইলেন। চন্দ্রকেতুকে ভুলিতেও পারিলেন না এবং তিনি কোন কালে যে চন্দ্রকেতুকে আবার দেখিতে পাইবেন সে আশা করিতেও পারিলেন না।

এ দিকে মিহির সেই নিশায় জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জাহাঙ্গীর মিহিরাস্ত প্রাণ ছিলেন। মিহির তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার নবজিত বঙ্গরাজ্য দেখিতে বড় অভিলাষ হইয়াছে; এই সুযোগে তিনি একবার দেখিয়া আসিবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর মিহিরের কথায় সম্মত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে বঙ্গে পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। চন্দ্রকেতু যে উপকার করিয়া মিহিরকে কৃতজ্ঞ পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে মুক্ত হইবার কারণ নানাপ্রকার উপায় অবধারণ করিয়া বঙ্গে যাত্রা করিতে মিহির প্রস্তুত হইলেন।

মিহির যাইবার কালে শৈবলিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন বলিয়া হরনারায়ণকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলাম। হরনারায়ণ তাহাতে সম্মত হইলেন। মিহির পর দিবস বঙ্গে যাত্রা করিবেন বলিয়া সেই দিবস প্রভাতে শৈবলিনী আনিবার কারণ পেসমানকে পাঠাইলেন।

শৈবলিনী বিনাসুতে হার গাঁথিয়া আপনার গলায় পরিয়া ভাল বিবেচনা না করিয়া খুলিলেন। পুনরায় ভাল করিয়া গাঁথিয়া বলিলেন :—

"মন! এ মালা তুমি কাহাকে দিতে ইচ্ছা কর? চন্দ্রকেতুকে!!" পেসমান সেই সময়ে তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ হইয়া বেগমের অনুমতি জানাইল। শৈবলিনী চন্দ্রকেতুকে পুনরায় দেখিতে পাইবে ইহা শুনিয়া পিতাকে না বলিয়া ত্বরায় শিবিকায় উঠিলেন।

বেগম তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বঙ্গে যাত্রা করিলেন। পেসমান সমভিব্যাহারে রহিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতীর সুখস্বপ্ন।

রণে জয়ী হইয়া মহারাজ মানসিংহ চন্দ্রকেতুর নিকটে যখন বলিলেন, যে দুর্গ মধ্যে স্বামির কুটীরে প্রভাবতীকে তিনি দেখিয়াছেন, তখন তিনি প্রথমে বিস্মিত হয়েন ; যখন জীবানন্দ স্বামী বলেন যে, তাঁহার জননীও জীবিত আছেন ; এই উভয় অসম্ভাবী সংবাদ শ্রবণে নির্ব্বাপিত প্রায় দুঃখানল চন্দ্রকেতুর পক্ষে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। কতক্ষণে জননির উদ্ধার করিবেন, কতক্ষণে প্রভাবতীকে একবার তিনি দেখিবেন ; সেই উৎসুকে তিনি কাতর হইয়া মানসিংহকে কোন উত্তর না দিয়া নিজের শিবিরে ফিরিলেন।

এ দিকে মানসিংহ শিবিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রভাবতীর পরিচয় লইবেন এই ইচ্ছা করিয়া, জীবানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিতে গোপনে পুনরায় তাঁহার কুটীরে দুর্গ মধ্যে যাইলেন। পরে চন্দ্রকেতুকে তথায় আনিবার জন্য তাঁহাকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

ঘোর অমানিশা, ঘোর অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রবল প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। বৈশাখের চঞ্চল বায়ু চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। বৈশাখের অবিশ্বাসী নিশার আকাশ মেঘদামে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। শিবাকুল ক্ষণে ক্ষণে চীৎকার করিতেছে। অদূরে অরণ্য মধ্যে হিংস্র শ্বাপদকুল স্বীয় স্বীয় ইচ্ছামত চীৎকার করিতেছে। সেই দণ্ডের প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয় যেন—ভীমা রূপিণী প্রকৃতি জগৎকে গ্রাস করিবেন বলিয়া এইরূপ ভীষণ বেশ ধারিয়াছেন।

এমন ভীষণ সময়ে জীবানন্দ স্বামীর কুটীরের অভ্যন্তরস্থ একটী কক্ষে স্তিমিত প্রদীপালোকে আলোকিত যেন প্রভাতকালীন প্রকাশ্য শুকতারা প্রকাশ হইয়াছে।

সেটী আর কিছুই নয়ঃ—একটী যৌবনাঙ্কুরে সুশোভিতা ললনা রত্ন। পূর্ব্বপরিচিতা প্রভাবতী।

প্রভাবতী জীবানন্দ স্বামীর পালিত কন্যা মাত্র। প্রভাবতী রূপের আধার!! এবং কামিনিগণের যে যে গুণ থাকিলে তাহারা সংসারে সুখ্যাতি লাভ করে, প্রভাবতী তাহাতেও বিভূষিতা।

প্রভাবতী শিক্ষিতা কামিনী। সর্ব্বদাই তিনি জীবানন্দ স্বামীর নিকটে শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন; এবং স্বীয় আশা কত দিনে চরিতার্থ করিতে পারিবেন তাহা জানিবার কারণ যশোরে পাষাণময়ীর আরাধনা করিতেন।

অদ্য তিনি কপোলহস্তে বসিয়া একমনে প্রদীপের শিখার প্রতি চাহিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষের পল্লব স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিশ্বাস সভাবে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি দেখিতেছেন যেন প্রদীপের আলো-কের সহিত তাঁহার হৃদয়ের আলোকও স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

তিনি ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভাবিয়া বলিলেনঃ—

"হৃদয়! আশা একেবারে পরিত্যাগ করিও না? কিন্তু যাহাকে তুমি হৃদয়ের সার বস্তু ভাবিয়াছ; তাহাকে যদ্যপি ভোগ করিতেই না পাইবে, এমন জানিতে পারিতেছ!! তবে কেন সে আশায় ব্যাকুল হও?"

প্রভাবতী আবার কি ভাবিতে লাগিলেন; পরে বলিলেনঃ—

"প্রণয়! তুমি কি অর্থ—লোভি! অর্থে তোমার কি প্রয়োজন? তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ তিনি যদি মহাধনী না হয়েন! তাহা হইলে তুমি কি সন্তুষ্ট হও না!! তুমি দেহ, রূপ, প্রিয়ভাষ শুনিয়া মজিয়াছ, আর তোমার সিংহাসন রূপ অলঙ্কারশোভিত কোন বস্তু দর্শনে কি প্রয়োজন!!"

প্রভাবতী আবার ক্ষণেক কি ভাবিলেন তিনি জানিতেন না যে রণে সম্পূর্ণ জয় হইয়াছেঃ—কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেনঃ—

"যদি তাহার এ সময়ে জীবন যায়!! তাহা হইলে জীবনের সাধ মিটিল কৈ?"

প্রভাবতী প্রদীপের শিখার সম্মুখ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া লইলেন। ক্ষণেক প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন, শেষে আপনা আপনি গাহিলেন ঃ—

"হৃদয়ের যত দুখ জানাইব কারে।
বিধি প্রতিবাদী হ'লে কেমনে পাইব তারে।
গগনে চন্দ্রমা হেরি ঃ—
যদি কেহ লোভ করি ঃ—
আশায় বাড়ায় হাত ঃ—
হাতে চন্দ্র পাবে বলি ঃ—
কি কাজ এ হেন আশে ঃ—
কার্য্য হেরি লোকে হাসে ঃ—
মরি গো মরমে পুড়ি ঃ—
অন্তরে সে রূপ হেরে।।"

প্রভাবতী মনে মনে এক অলৌকিক ভাবের আন্দোলন করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিবার কারণ এই গীত গাহিলেন। গীতটি সমাপন করিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ—

"মানসিংহ!—মানসিংহ!! কি মধুর নাম!! আহা! মানসিংহ নাম উচ্চারণ করিয়া প্রভাবতীর হৃদয় সন্তুষ্ট হয় কেন? মানসিংহকে দেখিবে বলিয়া প্রভাবতী এত কাতর হয় কেন তাহা প্রভাবতীরই মন জানে!!"

প্রভাবতী আবার কি ভাবিলেন, শেষে বলিলেন ঃ—

"লোকে এই আজন্ম দুঃখময় সংসারে জীবন ধারণ কোরে এক দিবসের তরে সুখী হইয়াই জীবনের সকল দুঃখ বিস্মিত হয়; তবে যদি আমি অন্ততঃ এক দিনও তাহার পদসেবা করিতে পারি তাহা হইলে কি আমার জীবনের আশা সফল হইবে না? কেন না হইবে!! আরাধ্য—সতী সাবিত্রী

তবে কি মনে করিয়া ক্ষণজীবনধারী সত্যবানের গলে মাল্য দিয়াছিলেন !! কে কোথায় চিরকালের জন্য কোন বস্তুর উপাসনা করিতে পারে !! আজ কুসুম ফুটিল, কাল তাহা শুকাইল, তাহা বলিয়াই কি মানব কুসুমের আদর করিবে না। মন ! স্থির হও ? যদি এক দিনের তরেও মানসিংহের সেবা করিতে পার—তাহা হইলেও জীবনের সার ব্রত উদ্যাপন হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ ভাবিও !

প্রভাবতী এই প্রকারে মনোভাব প্রকাশ করিয়া আবার বিনম্র বদনে বসিলেন। প্রভাবতী জানিতেন না যে মহারাজ মানসিংহ এক জন ক্ষত্রিয় রাজা অথচ যবন সম্রাটের সেনাপতি।

এমন সময়ে হঠাৎ তরবারি ঝঞ্ঝনা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন বীরবেশে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত।

মহারাজ মানসিংহ অদ্য অমাবস্যায় স্বয়ং স্বামীমহাশয়ের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। দেখা করিতে আসিয়া জীবানন্দ স্বামীকে অন্বেষণ করিতে এই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মানসিংহকে দেখিয়া প্রভাবতী সলাজে গাত্রোত্থান করিয়া প্রস্থান করিলেন। মানসিংহ প্রভাবতীর অদ্যকার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

তিনি প্রভাবতীকে ভাল বাসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভাবতীর কৌশলে স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি মহারাজ বটেন, কিন্তু এই কামিনীর নিকটে সময়ে সময়ে বুদ্ধির চাতুর্য্যে পরাজিত হইতেন।

প্রভাবতী মনে করিলেন যে সেনাপতি তাঁহার স্বগত মনোভাব অন্তরে থাকিয়া শ্রবণ করিয়াছেন এই কারণে তিনি প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেনঃ—

"মহাশয় ! আজ এমন ভাবে এখানে কেন ? যদি স্বামীর সহিত দেখা করিতে আগমন হইয়া থাকে, তবে সেই কার্য্যই সম্পাদন করুন।"

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেনঃ—

"সুন্দরি ! তোমার বিচক্ষণতায় আমি পরাস্ত হোলেম। আমি

তোমাকে শারদীয় আকাশের ন্যায় ভাবি !! তুমি কি কামরূপিণী !!

প্রভাবতী বালিকাভাব প্রকাশ করিয়া হাস্যের সহিত বলিলেন :—

" মহাশয় ! তবে কি আমি আকাশের উপরে উঠিতে পারি ! যে যা ভাবে তা জাস্তে পারি !! যে যা ভাবে তা বোল্‌তে পারি !! তবে বোধ হয় মহাশয়ের মনোভাবও প্রকাশ করিতে পারি !!

প্রভাবতী গম্ভীরা হইয়া বলিলেন :—

" আমি কুমারী, আমার সাধ্য কি যে আপনাকে কোন কথা বলি ; কিন্তু ইহা জানিবেন যে :—বিদ্যুৎ হইতেই বজ্র প্রকাশ হয় !! মহাশয় ! আমি আপনাকে একটী মহা সংবাদ প্রদান কোর্ব্বো ; আপনি তাহাতে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন।" প্রভাবতীর হৃদয় এখন শারদীয় আকাশের ন্যায়—বৈশাখী অপরাহ্ণের নদীস্রোতের ন্যায়—চঞ্চল রূপ ধারণ করিয়াছে !! এক পক্ষে স্বামীর উপদেশ—আর এক পক্ষে মানসিংহের প্রেমময়ী মুর্ত্তি !! বুদ্ধিমতী প্রভাবতী হৃদয়ের ভাব সহজে প্রকাশ না করিয়া কৌশলে প্রকাশ করিতেন ; এই কারণে তিনি বলিলেন :—

সেনাপতি ! আমি প্রগল্‌ভা !! আমার কথা শ্রবণ করিয়া যদ্যপি রুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে, আমাকে এইবার মার্জ্জনা করুন, আর আমি আপনাকে কোন কথা বলিব না।

মানসিংহ বিস্ময় হিল্লোলে দুলিতেছেন। এক পক্ষে কামিনীর মনোভাব জানিয়া স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবেন। অপর পক্ষে জীবানন্দস্বামীর অনুমতি না হইলে কিরূপে প্রভাবতীকে গ্রহণ করিবেন। মানসিংহ বলিলেন :—

প্রভাবতী ! তুমি কি মোহিনী শক্তি বলেই আমাকে বশীভুত করিয়াছ !! কিন্তু প্রভাবতী একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—প্রণয়ের নিকটে ধনী ও নির্দ্ধনী, মহারাজ ও ভিখারী—ভিন্ন অবস্থার লোক নহে ; তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর ?

প্রভাবতী উচ্চ হাস্য হাসিয়া বলিলেন :—

লোকে সরসীর স্বচ্ছ সলিলে বা দর্পণেই আপনার মূর্ত্তি সন্দর্শন করে— যদি দর্পণ ও সলিল—ছায়া ধারণ গুণ না ধরিত, তাহা হইলে কেহই আপনার আকৃতি দেখিতে পাইত না!! তেমনি মহাশয় আপনার হৃদয় সরসীতে খুঁজিয়া দেখুন আমার মূর্ত্তি তাহাতে পতিত হইয়াছে কি না—কিন্তু আমি আমার হৃদয়ে আপনাকে বেশ দেখিতে পাচ্চি। দেখা দেখি হয় বলিয়াই কি পদ্মে ও চন্দ্রে মিলন হইবে!! অসম্ভব!! সেনাপতি, আমি অধিক নিশা জাগি না, অনুমতি হয় তো গমন করি!!

প্রভাবতী গম্ভীর বক্তৃতা শেষ করিয়া বাল্য চাপল্য ভাব সন্দর্শন করাইয়া মানসিংহকে আশ্চর্য্য করিলেন।

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন:—

"কুমারি! তুমি তোমার মনোভাব বিশেষ রূপে প্রকাশ করো! আমি তাহা স্বামীকে জানাইয়া সম্পাদন করিব!! কারণ আপন আশামতে আমি বলপূর্ব্বক তোমার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না, কেবল আমার হৃদয়ের উত্তেজনায় আমি সময়ে সময়ে তোমার হাস্যমণ্ডিত বদন দেখিয়া কম্পিত হইতেছি!! কোমল কুসুমের আঘ্রাণও বিষে পরিণত হয়, এ কথা অগ্রে বিশ্বাস করিতাম না!!"

প্রভাবতী সহসা মনোভাব প্রকাশ করিবে না বলিয়া মানসিংহকে গম্ভীর হইতে দেখিয়া স্বীয় মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া বালিকা ভাবে বলিলেন:—

"মহাশয়! আপনি আমাকে দাসী করিবেন!! আমি বেশ বিন্যাস করিতে জানি, আমি আপনার ও আপনার রমণীগণের বেশ বিন্যাস করিব!!"

প্রভাবতী হাসিতে লাগিলেন:—

মানসিংহ বলিলেন:—

"প্রভাবতি! তুমি তোমার গাম্ভীর্য্য কোথায় ফেলিলে? আমি পরাস্ত হলেম!! আমি বালক নহি, বালিকার মনোভাব বুঝিতে

পারিলাম না ; কথা কও ? তোমার কথা শুনিতে আমি নিতান্ত ইচ্ছা করি !! ”

প্রভাবতী সেনাপতির মনের গতি বুঝিয়া স্বীয় মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া সরলা ও লজ্জাবতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গদগদ ভাবে বলিলেন ঃ—

“ মহাশয় ! আপনি যখন এই সামান্য চপলতা সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন আপনার এত মূল্যবান বস্তু নাই যে তদ্বারা আমাকে আপনার দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে পারেন !! ’

এই কথা শুনিয়া মানসিংহ গৃহের চতুর্দ্দিকে পদচালনা করিতে লাগিলেন। প্রভাবতী তদ্দর্শনে বুঝিলেন তাঁহার মনে ক্ষোভের উদয় হইয়াছে ; তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহা দূর করিয়া সেনাপতির জ্ঞান সঞ্চার করাইবার কারণ স্বীয় অঞ্চলের মধ্যে কোন বস্তু ধারণ করিয়া বলিলেনঃ—

“ বীরবর ! আমি পাগলিনী, বলুন দেখি আমার অঞ্চলে কি ? ”

কুমারীর সামান্য ভাব দেখিয়া সেনাপতি ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া কুমারীর প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ;—পরে বলিলেন ঃ—

প্রভাবতি ! তোমার উপরে আজ আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোলেম ; তুমি দীনা তোমার যদ্যপি কোন বস্তুর আবশ্যক হয় আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে অবশ্য আমি তাহা পুরণ করিব, আমি তোমার বিদ্যুৎময়ী ক্রীড়া দেখিয়া হৃদয়কে আর জ্বালাইতে পারি না।

প্রভাবতী পুনরায় হাসিয়া অঞ্চলস্থ বন্ধন খুলিয়া কতক গুলি বকুল ফুল বাহির করিলেন, এবং তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ—

“ সেনাপতি ! দেখুন, মৌমাছিগুলো এখনো ইহার সহিত আমোদ করিতেছে, কাল ইহারা কোথায় প্রস্থান করিবে তাহার ঠিক নাই !! তাই বলি পুরুষ বড় শঠ !! মহাশয় ! আর কেন জ্বালাতন হয়েন। আমার বুদ্ধি অতি মন্দ। আকাশের সৌদামিনির জন্যে বজ্র উন্মাদ, কিন্তু সৌদামিনী কি বজ্রকে ভাল বাসে না—অবশ্য বাসে, বজ্রের দুর্ম্মতির কারণ সে তাহাকে আলিঙ্গন করে না—হা—হা—হা !! আমি কত পুস্তক পাঠ

করিলাম; আমি আপনার মনোভাব জানিয়া, আপনার বিশেষ পরিচয় না জানিয়া, কেমন করিয়া আত্ম সমর্পণ করি। হরিণী হইলে বংশীধ্বনিতে ভুলিতে পারিতাম।”

ইহা শুনিয়া মানসিংহ আশ্চর্য্য হইলেন। এবং আপনার বিশেষ পরিচয় দেওয়া ও আত্ম মনোভাব জ্ঞাপন করা উচিত বোধ করিলেন। সেই দণ্ডে সেই স্থানে স্বামী মহাশয়ের সহিত চন্দ্রকেতু প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রকেতু দূর হইতে উভয়কে একত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি নিকটে আসিবা মাত্র স্বামী মহাশয় ভিতরের কথা গোপন করিবার কারণ, অপর আভাষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ—

“মহারাজ! বৎস চন্দ্রকেতুকে আনিয়াছি, প্রভাবতী আমার পালিকা আপনাকে জ্ঞাত নহে, বালিকার আতিথ্যসৎকারে ক্ষুব্ধ হইবেন না।”

স্বামী মহাশয়ের মুখে প্রভাবতী মানসিংহকে মহারাজ বলিতে শুনিয়া যেমন চমকিত হইলেন, অমনি চন্দ্রকেতুকে দেখিলেন। উভয়ে ক্ষণেক নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। প্রভাবতীর চক্ষে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন ঃ—“ভগ্নি! মা আমার কেমন আছেন। প্রভাবতী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অবশেষে সকলে উপস্থিত হর্ষে ও শোকে বিস্মিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যাইবার কালে আবদ্ধ প্রতাপাদিত্য সুরক্ষিত হইয়াছেন কি না তাহা দেখিতে গেলেন।

সেই ভীষণ মহামারীপূর্ণ যশোরের মধ্যে কেবল দুর্গ মধ্যস্থ সেই অংশই নিস্তব্ধ ছিল। প্রভাবতী একা তত্রস্থ স্বামীর কুটীরে রহিলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখে সুখ।

প্রতাপাদিত্যকে বন্দী গৃহে সুরক্ষিত করিতে গিয়া তাঁহার সহিত সম্মুখ মল্লযুদ্ধে মানসিংহ জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেও দক্ষিণ হস্তে ভীষণ আঘাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই ক্ষত স্থান হইতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হওয়াতে তিনি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

তিনি চন্দ্রকেতুর উপরে শান্তি স্থাপনের ভার দিয়া কিয়ৎ কালের বিশ্রামের কারণ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি শিবিরে প্রবেশ করিবামাত্রেই চিকিৎসক আসিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে লাগিল। তিনি ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রদান করিয়া কিয়ৎকালের কারণ বিরাম করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সমরস্রোত নির্ব্বাপিত হইল। শান্তি স্থাপিত হইল। চন্দ্রকেতু স্বীয় কৌশলে যশোহরের বক্ষে স্বীয় কেতু উড়াইয়া প্রতাপের কেতু ভুমিতলে নিপাতিত করিলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিগণের মধ্যে যাহারা রণে গতায়ুঃ না হইল বা প্রস্থান না করিল, তাহারাই চন্দ্রকেতুর হস্তে বন্দী হইল।

মহারাজ মানসিংহ সুস্থ হইলে সকলকে বিচারিকৃত করিয়া তাহাদের উচিত মত দণ্ড দিবেন; তিনি এই ভাবিয়া তাহাদের কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

সেনাগণ জয়লাভ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। বঙ্গের সকলেই সর্ব্বমান দুঃখসাগরে ভাসিতে লাগিল।

এমন সময়ে প্রভাবতী স্বামী মহাশয়ের নিকটে শুনিলেন যে মান-সিংহ আঘাতিত হইয়া শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি সেই ক. শ্রবণ করিয়া অন্তরে আঘাতিত হইলেন। সে ভাব স্বামী বুঝিতে পারিলেন। একা স্বামীর কৌশলে বঙ্গ আবার বসন্তরায়ের বংশধরকে পাইল। স্বামী প্রভাবতীর মন ও মানসিংহের মন বুঝিয়াছিলেন; এবং প্রভাবতী যে মানসিংহের উপযুক্ত পাত্রী তাহাতেও তিনি নিঃসন্দেহ হইয়া বিচার সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী সর্ব্বদাই চঞ্চল ছিলেন। অদ্য তিনি কি ভাবিয়া চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিলেন। আপনার যাহা কিছু অলংকার ছিল, সমস্ত পরিধান করিলেন। তিনি গেরুয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দেশীয় পোষাক পরিধান করিলেন। তিনি সর্ব্বাঙ্গ পেসোয়াজে ঢাকিলেন। তদুপরি তিনি ওড়না পরিধান করিলেন।

তিনি তাম্বুল রাগে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন, আঁখিতে অঞ্জন পরিলেন, পদে নুপুর পরিলেন।

চন্দ্র স্বভাবতঃ সুন্দর; তাহাতে যদি আবার শরতের সমাগম হয় তাহা হইলে চন্দ্র অতীব শোভাসম্পন্ন হয়। প্রভাবতীও তদ্রূপ শোভায় শোভিত হইলেন। যদি দেবাসুরের পক্ষে অমৃত বণ্টন কালে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ কল্পনা না হয়, তাহা হইলে প্রভাবতী আজ সেই মুর্ত্তিতেই শোভিতা হইলেন বলা যায়।

শোকাচ্ছন্ন বঙ্গের বক্ষ হইতে বঙ্গীয় রবি প্রস্থানোদ্যত হইলেন। বঙ্গের হৃদয় হইতে শোণিতাহারী শকুনী গৃধিনীকুল গগনে উড়িতে লাগিল। রণে পুত্রগণের বিনাশে দুঃখার্ত্তা জননীগণ সারাদিবা মৃত পুত্রদেহের উপরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দেহকে অগ্নিসাৎ করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রাণসমা প্রেয়সীগণ নিজ নিজ প্রিয়তমগণের সহগামী হইয়া

চিতায় আরোহণ করিতে লাগিলেন। তপনের অস্ত গমনের সহিত বঙ্গ ভীষণাকার ধারণ করিল। যেমন একটী বন অর্দ্ধ দগ্ধ হইলে শেষে বারি কর্ত্তৃক অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে বনের যে ভাব উপলব্ধি হয়; আজ যশোহরও ঠিক সেই ভাব ধারণ করিল। সর্ব্বদাই যশোহরকে শশ্মানময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সতীগণ নিজ নিজ পতির অনুগমন করিল। জনক জননী আত্মীয় প্রভৃতি ক্রন্দন করিতে করিতে তাহাদের হৃদয়ের নিধিকে জন্মের মত বিদায় দিয়া গৃহে ফিরিতে লাগিল।

এই ভীষণ শোক সমাচ্ছন্ন সময়ে সুখী কে? এমন দুঃখে সুখ করে? প্রভাবতীর!!

প্রভাবতী অদ্য হৃদয়ের ভাব হয় সফল করিবেন না হয় সকল আশা জন্মের মত বিসর্জ্জন করিবেন, এই ভাবিয়া মূল্যবান পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। তিনি মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

মানসিংহ যে স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথা হইতে মন্দির বহু ব্যবধান নয় এবং অরক্ষিত স্থান হয়। দুর্গের যে পার্শ্বে মন্দির ছিল; তাহার নিকটে ও দুর্গ পরিখার মধ্যে মানসিংহ শিবির স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাবতী কত আশা মনে করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, তাহা লেখনী বর্ণনে অক্ষম।

প্রভাবতী পদব্রজে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিয়া রক্ষিগণের সমক্ষে মৃদুপদ বিক্ষেপে মানসিংহের শিবির দ্বারে আসিলেন।

মানসিংহ বিশ্রাম করিবার পুর্ব্বে প্রহরীগণকে বলিয়াছিলেন যে যদি কোন সাক্ষাৎকারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে, তাহা হইলে, সাক্ষাৎকারী যদি অস্ত্রহীন স্ত্রীলোক হয় তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে, আর যদি পুরুষ হয় না জানাইয়া প্রবেশ করিতে দিবে না।

এই নিয়মে প্রভাবতী নির্ব্বাধে শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই ভীষণ দুঃখময় বঙ্গে একাই তিনি অদ্য সুখভোগ করিলেন। বিজয়ী চন্দ্রকেতু

এখনো সুখভোগ করিতে পারেন নাই। সমরজয়ী মানসিংহ আঘাতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন। এ সময়ে কাহাকেও সুখী বলা যায় না, কেবল প্রভাবতী এই মহাদুঃখ সাগরে ইচ্ছা করিয়া নিজের কারণ সুখের ভেলা ভাসাইলেন।

শিবিরের যে অংশে মানসিংহ চিকিৎসিত হইয়া সুখ নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন; সেই অংশে গমন করিলেন। তিনি নিদ্রিত মানসিংহকে দেখিলেন। মানসিংহ যে পুরুষপ্রকৃতির সর্ব্বাংশেই সিংহ—তাহাও তিনি দেখিলেন। তিনি মানসিংহের অজ্ঞাতসারে মানসিংহের দেহের সমস্ত সৌন্দর্য্য হরণ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের ছায়া যে তাঁহাকে এক সময়ে কাতর করিয়াছিল, এ কথা তাহার পক্ষে স্বপ্নবৎ বোধ হইল। তিনি সর্ব্বত্রই মানসিংহময় অবলোকন করিলেন। তিনি কতক্ষণ একদৃষ্টে মানসিংহের পদের প্রতি চাহিয়া বলিলেনঃ—

"মন! তুমি কি স্বার্থাভিলাষী! পরের দুঃখে সুখী হও? যেমন শিকারীর পক্ষে সিংহের বন্ধনই মঙ্গল, তেমনি মানসিংহের আঘাত প্রাপ্তে আমার হৃদয় কেন আনন্দিত হইতেছে? আমি কি শিকারী—আমি কি মানসিংহের কিছু শিকার করিতে আসিয়াছি!! আসিয়াছি—বই—কি!! মন!! যদি মানসিংহ আঘাতিত না হইতেন তাহা হইলে এমন সুখনিদ্রায় অভিভূত হইতেন না, আমারও হৃদয়ের আশা সফল হইত না। সরোবরে পদ্ম ফুটিলে তাহার শোভা দেখিয়া খঞ্জন কাঁপিত!! আমিও ঠিক সেই ভাব ধারণ করিতাম!! মন! তুমি কি সেই ভাবিয়া পরের দুঃখে সুখ প্রকাশ করিতেছ—কর "লোকে বলে হৃদয়ে যাহার মূর্ত্তি স্থান পায়; তাহার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইলে প্রণয়িণীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়!! কৈ? আমিতো মানসিংহের মূর্ত্তি হৃদয়ের মধ্যে যত্ন করিয়া ধারণ করিয়াছি; মানসিংহের আঘাতে আমার সুখের বৃদ্ধি বই দুঃখ হইতেছে না কেন? তবে বুঝি সকলের হৃদয় সমান হয়!! কিন্তু হৃদয়ে বলিব যে মানসিংহ আমার জীবন সর্ব্বস্ব; তথাপি তাঁহার দুঃখে

হাসিব, কেন না মানসিংহ আঘাতিত না হইলে তাঁহাকে আমি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইতাম না।”

প্রভাবতীর ভাব দেখিয়া প্রহরীগণ অলক্ষ্যে শিবির রক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু প্রভাবতী যে সর্ব্বসমক্ষেই সেনাপতির সর্ব্বস্ব চুরি করিলেন তাহা কেহ স্থির করিতে পারিলেন না।

প্রভাবতী ইচ্ছা করিলেন যে মানসিংহকে জাগরিত করেন, তিনি প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

“সেনাপতি কতক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন?”

প্রহরী উত্তর করিল :—

“চিকিৎসকের উপদেশ মতে উনি আরো এক প্রহর নিদ্রা যাইবেন, তিনি যে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার এই গুণ!!”

প্রভাবতী প্রহরীকে বিদায় দিয়া সেই শিবিরে পদচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক প্রহর অতীত হইল। প্রভাবতী বারংবার মানসিংহের উপরে নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মানসিংহের নয়ন নিমীলিতই রহিল। উন্মীলিত হইল না।

তিনি কত কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে মনে কি ভাবের স্থির করিয়া মানসিংহের পদদেশে বসিলেন। তিনি একদৃষ্টে মানসিংহের পদের প্রতি চাহিয়া তাহা যে তাঁহার পক্ষে কিছু স্বর্গের ভক্তি অন্তরে অমূল্য বস্তু হইবে ইহা ভাবিয়া সেই চরণে চুম্বন প্রদান করিলেন।

সেনাপতি ঔষধের গুণে অচেতন ছিলেন, ক্রমে চৈতন্য লাভ করিতেছিলেন। তিনি প্রভাবতীর করস্পর্শে একেবারে কম্পিত কলেবর হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন। প্রভাবতী তাঁহাকে জাগরিত দেখি শয্যা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। মানসিংহ প্রভাবতীকে পূর্ব্বাবধি গৈরিক বসনাবৃতাই দেখিয়াছিলেন, তাঁহার এ রূপ তো তিনি কখন দেখেন নাই সেই কারণে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

প্রভাবতী সেনাপতিকে জাগরিত দেখিয়া বলিলেন :—

"বীরেন্দ্র! কেমন আছেন?"

মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিলেন;

প্রভাবতী পুনরায় বলিলেন :—

"বীরবর! শত অপরাধ সত্বেও নারী বীরের বধ্য নহে, যদি নিদ্রাপনোদনের কারণ আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন?"

প্রভাবতী ক্ষমা প্রার্থনা করিবার কারণ জানু পাতিয়া করযোড়ে বসিলেন।

মানসিংহ আর শায়িত থাকিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি! তুমি কি স্বর্গীয় অপ্সরী; তুমি কি আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে বলিয়া আগমন করিয়াছ? প্রভাবতী এ বেশ পরিত্যাগ কর। মানসিংহ সমর ভালবাসিত, সমর ও অসি তাহার জীবনের আরাধ্য বস্তু ছিল। প্রভাবতী তোমার রূপজ্যোতিতে এই দণ্ডে তাহা আবৃত হইল কেন? তাই বলি প্রভাবতী তুমি ও বেশ পরিত্যাগ কর? প্রভাবতি! তোমাকে আমি যে ভাবে বনলতা ভাবিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলাম তাহাই আমার পক্ষে বিষলতার কার্য্য করিতেছিল, এক্ষণে তোমার এই মণিমণ্ডিত কালমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় একেবারে আকুল হইয়া উঠিল। তোমাকে বনলতা ভাবিয়া অল্প আয়াসে হৃদয়ে ধারণ করিতে পাইব তাহাই আমি ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু এ বেশ কেন ধারণ করিয়াছ?"

প্রভাবতী গম্ভীর ভাব পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন :—

"সেনাপতি! আমি পরের দুঃখে সুখী হই, সেই কারণে আজ এই বেশ পরিধান করিয়াছি!! আপনি আঘাতিত হইয়াছেন, আপনি সেই আঘাতের যাতনায় শয্যায় শায়িত আছেন, আপনার জ্বালা দেখিয়া আনন্দিত হওত নিজের যাতনা বিনাশ করিতে আসিয়াছি!! আমার এই রূপ ব্যবহারে, আপনি কি আমায় ভালবাসিবেন?"

সেনাপতি প্রভাবতীর কথার ভাব বুঝিয়া আশ্চর্য্য হইয়া রহিলেন। তিনি নির্নিমেষ নয়নে প্রভাবতীকে দেখিতে লাগিলেন। প্রভাবতী পুনরায় বলিলেনঃ—

"বীরেন্দ্র! আমি যে কয়েকটী কথা বলিয়াছি, তাহার অর্থ মনোহর। দেখুন সিংহ আবদ্ধ না হইলে শিকারী আনন্দিত হয় না!! কিন্তু পরের দুঃখে কি শিকারী কাতর নহে? সে কথা মিথ্যা, এ জগতে পরের দুঃখে কাতর সকলেই হয়!! সিংহের জীবনে শিকারীর প্রয়োজন আছে। সিংহ যে বলবান; তাহাকে আবদ্ধ না করিলে শিকারীর মনস্কামনা পূর্ণ হয় কই সেই স্বার্থ পূরণের কারণ শিকারী সিংহের বন্ধনে আনন্দিত হয়!! তাই বলি বীরেন্দ্র! আমিও আমার স্বার্থের কারণ অদ্য আনন্দিত হইয়াছি!! আপনার সৌন্দর্য্য, আপনার নয়ন, আপনার বাক্য ও আপনার হৃদয় এই কয়টী বস্তুতে আমার লোভ জন্মিয়াছে, আপনাকে কোথায় পাইলে ঐ কয়েকটী ভাল করিয়া দেখিব। সেই কারণে অদ্যকার দুঃখে আমি সুখী হইয়াছি। আপনি আঘাতিত না হইলে আমার সে আশা পূর্ণ হইত না!! আপনি আমার জীবন হরণ করিলেন, আমি কি আপনার সৌন্দর্য্যও হরণ করিতে পারি না?"

মানসিংহ প্রভাবতীর কথায় আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়াস পাইলেন। এমন সময়ে প্রতিহারী অন্তরাল হইতে বলিলঃ—

"কুমার চন্দ্রকেতু সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন!!"

মানসিংহ তচ্ছ্রবণে কম্পিত হইয়া প্রভাবতীর হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

প্রভাবতীও অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

চন্দ্রকেতু ত্বরায় তথায় প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বিস্মৃত হইয়া প্রবেশ অনবিধেয় ভাবিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কারণ পশ্চাৎ ফিরিলেন। এমন সময়ে প্রভাবতী ত্বরায় যাইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, নম্রত

"দাদা!! তুমি যে আজ আমাকে দেখিয়া, আমাকে আদর না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলে? বল ভাই! আমি তোমার নিকটে কোন অপরাধে অপরাধিনী!! আমি যে তোমার ভগ্নী;—ভাই আমাকে একেবারে বিস্মৃত হোয়েচ?

প্রভাবতী এই কথা বলিয়া চন্দ্রকেতুর পদধারণ করিলেন। চন্দ্রকেতু আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—প্রভাবতী!! চন্দ্রকেতুর পূর্ব্বশোক উথলিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন ঃ—

"প্রভাবতি—ভগ্নি প্রভাবতি!! তুমি—!!"

সেই সময়ে মানসিংহ আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ঃ—

'চন্দ্রকেতু!! মানসিংহ অদ্যাবধি যাহা করিয়াছে, তোমার অগোচর নাই; কিন্তু হৃদয়ের এক মাত্র গুপ্ত অংকুর আজ তোমার সাক্ষাতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল!!"

মানসিংহ এই কথা বলিয়া অধোবদনে রহিলেন। সেই সময়ে প্রভাবতী বলিলেন :—

"দাদা! এই জন্মদুঃখিনীর আজ এক সুখ কাহিনী শ্রবণ কর। পিতার কাল হইলে আমি তোমার চরণ ভিন্ন আর কিছুই সেবা করি নাই!! কিন্তু তোমার পালিত সেই হৃদয়—এই মত্তহস্তীর পদসেবা করণ ইচ্ছা করিতেছে; আজি লজ্জা পরিত্যাগ করিলাম, তোমার সমক্ষে হৃদয় খুলিয়া বলিলাম, তুমি যে করুণাবলে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে, আজ সেই করুণাবলে, সেই জীবনকে এই মত্তহস্তীর পদতলে প্রদান কর!!"

চন্দ্রকেতু কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া তখন প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সহিত প্রভাবতীও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পরিণাম।

যেমন সমুদ্র হ্রদ-নদ-নদী-তড়াগ প্রভৃতির গর্ভস্থ জল সাধারণতঃ সূর্য্যের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া বাষ্পরূপে আকাশে উত্থিত হয়। পরে তাহা প্রাবৃট্ সমাগমে মেঘরূপে পরিগণিত হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে শান্ত করে; আজ তেমনি এই "প্রতাপসংহার" নামক উপন্যাস এত দিবস বিন্দু বিন্দু রূপে ইতিহাসরূপ সাগর হইতে প্রণেতার হৃদয়রূপ সূর্য্যের অকর্ষণে আকর্ষিত হইয়াছিল, এক্ষণে পরিণাম কীর্ত্তন করণার্থে তাহা পাঠকসমাজে বৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হইল।

যে দণ্ডে চন্দ্রকেতু মানসিংহের শিবির হইতে প্রভাবতীকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন, সেই দণ্ডেই প্রভাবতী প্রত্যাগমন করিয়া এক ছড়া মাল্য লইয়া মানসিংহের কণ্ঠে প্রদান করিয়া বলিলেন:—

"বুদ্ধিমান? শাস্ত্রকারের মতে মানবের মন মত্তহস্তী অপেক্ষা বলিষ্ঠ। আমি আমার প্রবোধের কারণ এই সামান্য মাল্যে তাহাকে বন্ধন করিব মনে করিয়াছিলাম, আজ বাঁধিলাম। বন্ধন ছিন্ন হইবে কি থাকিবে তাহা জানি না। বীর! আর এক কথা! লোকে জানে যে ঈশ্বর জগৎরূপী। তিনি এক স্থানে থাকিবার নন। তাঁহা কর্ত্তৃকই এই সংসার সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যাহা সৃষ্ট করেন নাই তাহা জগতে জন্মায় নাই। ইহা জানিয়াও লোকে একা সেই ঈশ্বরকে দেখিতে আশা করিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান বালকের ন্যায় প্রলোভন দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে

প্রয়াস পাইয়া তাঁহারি সৃষ্ট কুসুম তাঁহারি উদ্দেশে অর্পণ করে। কেন করে? মনকে প্রবোধ দিবার কারণ। ঐ উপায়ে সাধনা করিয়া যে কষ্টসাধ্য হয়, সেই উপাসনার ফল লাভ করে। তাই বলি—হৃদয়েশ্বর! আমি হৃদয়কে প্রবোধ দিবার কারণ আপনার কণ্ঠে মাল্য আরোপণ করিলাম। ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহা জানি না; কিন্তু প্রভাবতী হৃদয়ে মানসিংহ বই আর কাহাকেও পূজা করিবে না।"

প্রভাবতী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মানসিংহ সারা নিশা অনিদ্রায় প্রভাবতীকে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রভাবতী লাভ তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছার মধ্যে পরিগণিত হইল। মানসিংহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনি সুস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া সভার অধিবেশনের আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

মানসিংহের আজ্ঞায় সভায় অধিবেশন হইল।

এদিকে চন্দ্রকেতু প্রভাবতীর করুণবাক্য শ্রবণে অনিচ্ছুক হইয়া সর্ব্বাগ্রে জীবানন্দস্বামীর সহিত জননীর চরণ দর্শনার্থে গমন করিলেন।

আনন্দময়ী সুরবালার মুখে সমরসংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন মাত্র। কোন পক্ষ জয়ী হইল, কোন পক্ষ পরাজিত হইল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, ক্রূরমতি প্রতাপের হস্তে তাঁহার নয়নের মণি চন্দ্রকেতুর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি মনে মনে ঐ ভীষণ কল্পনা স্থির করিয়া জীবনধারণে অসহ্য ভাবিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রতাপাদিত্যের যাতনা ভুলিবেন বলিয়া সেই দণ্ডে তৎকার্য্যে সম্মত হইলেন।

সুরবালা নিদ্রা যাইতেছিল। আনন্দময়ী নিশাযোগে উপযুক্ত অবসর দেখিয়া আপনার উত্তরীয় রজ্জুরূপে ধারণ করিয়া তাহাতে ফাঁস নির্ম্মাণ করত তাহার এক ভাগ উচ্চ স্থানে বন্ধন করিলেন। তিনি মনের দুঃখে ক্ষণের ক্রন্দন করিয়া বলিলেন:-

"চন্দ্রকেতু বাপ আমার! ক্রূরমতি প্রতাপ তোর জীবনও সংহার

করিয়াছে; তুমি শুভগতি লাভ করিয়াছ। যাদুমণি! আমিও পুণ্য-বলে এদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইতেছি !! মা ! সর্ব্ব-মঙ্গলে, কৃপা কর মা !!"

আনন্দময়ী ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। সেই শব্দে সুরবালা জাগিয়া উঠিল। সে এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল। সেই দণ্ডেই জীবানন্দস্বামির সহিত চন্দ্রকেতু তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র-কেতু জননীকে এই অবস্থায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপূর্ব্বক বলিলেন :—

"মাত ! মাতঃ! জননি, তোমার চন্দ্রকেতু তোমার পদদেশে এ কার্য্য কেন মা ?"

জীবানন্দস্বামী বিলম্ব না করিয়া উত্তরীয় ছিন্ন করিয়া আনন্দময়ীর জীবন রক্ষা করিলেন। জলসিঞ্চনে আনন্দময়ী ক্ষণপরে চৈতন্য লাভ করিয়া সম্মুখে জীবনাধিক রত্নকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ঃ—

"কেরে আমার চন্দ্রকেতু ! দুঃখিনীর হৃদয় রত্ন ! বাপরে ! তুই কি রাক্ষস, প্রতাপের গ্রাস হইতে নিস্তার পাইয়াছিস ? আয়, বাপ আয়, আর আর এ পাপ রাজ্য কাজ নাই। তোর মুখ দেখে আমি অরণ্যে সুখে বাস কর্ব্বো !"

চন্দ্রকেতু জননীর নয়ন মুছাইয়া বলিলেন :—

"জননি ! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া আপনার শ্রীচরণ দেখিতে আসিয়াছি। পাপিষ্ঠ খুল্লতাত বন্দীভাবে আছেন। জননি ! আর ক্রন্দন করিবেন না।"

সুরবালা ও আনন্দময়ী উভয়ে আশ্চর্য্য হইল। জীবানন্দস্বামী তাহা-দের সকলকে লইয়া প্রাসাদে গমন করিলেন।

চন্দ্রকেতু পিতৃব্যের জীবন নাশ স্বচক্ষে দেখিতে অনিচ্ছুক হইয়া লেন। সেই নিশাযোগে তিনি শৈবলিনীকে স্বপ্ন দেখিলেন। শৈবলিনী

বিচারের ভার সংপূর্ণরূপে মানসিংহের উপরে প্রদানপূর্ব্বক ক্ষণকালের কারণ অন্তঃপুরে জীবানন্দস্বামীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে সভার অধিবেশন হইল। মানসিংহের তাম্বুতেই সভা স্থাপিত হইল। বন্দীগণকে একে একে সেই সভায় আনয়ন করা হইল। মহারাজ মানসিংহ সেই সভাস্থলে উচিতমত বিচার করিয়া সকলকে বিচারিকৃত করিলেন। অবশেষে প্রতাপাদিত্যকে তথায় আনিতে আদেশ করিলেন। কৌশলধৃত সিংহের ন্যায় প্রতাপমণ্ডিত প্রতাপাদিত্য তথায় আসিয়া রক্তকটাক্ষে সভার চারিদিকে চাহিয়া মনের দুঃখে হৃদয়কে কাতর করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"বঙ্গেশ্বর! তুমি এক্ষণে বন্দী; তুমি যে দোষে বন্দী হইয়াছ, তাহাতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিয়মমতে দুইটী শাজা তোমাকে ভোগ করিতে হইতেছে। তাহার একটীতে তোমাকে মস্তক মুণ্ডিত হইয়া গর্দ্দভারোহণে দেশান্তরী হইতে হয়। আর একটীতে কুক্কুরের দ্বারায় দংশিত হইয়া জীবন হারাইতে হয়। ইহার মধ্যে কোনটী তোমার অভিপ্রেত?"

প্রতাপাদিত্য মানসিংহের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন :—

"আমার অভিলাষ—আমার অভিপ্রায়—কাহার নিকটে প্রকাশ করিব—কাফের—যবনদাস—ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার মানসিংহের নিকটে বলিব। ওঃ—আমি না প্রতাপাদিত্য!!"

প্রতাপাদিত্য ক্রোধে অন্ধ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ কম্পন করিলেন। তাহাতে তাহার শৃঙ্খল ছিন্ন হইল। তিনি ছিন্নশৃঙ্খল হইয়া উত্যক্ত সিংহের ন্যায় ভীষণ চীৎকারে মানসিংহের উপরে ঝম্প প্রদান করিলেন। মানসিংহ অসাবধান ছিলেন। তিনি প্রতাপের জীবন বিনাশের কারণ বন্দুক ছুড়িতে ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরীগণ উভয় দিক হইতে বন্দুক ছুড়িল। ঔর্ব্বানলের তেজে প্রতাপ এত সাধের সুখজীবন হারাইলেন। বঙ্গ বীর্য্যের সহিত প্রতাপশূন্য হইল। সেই সময়ে এক জন পত্রবাহী

একখানি পত্র লইয়া মহারাজকে দিল। মহারাজ সভাকার্য্য শেষ করিয়া বিশ্রামে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিং পরিচ্ছেদ।

—০—

উপকারের পরিশোধ।

মানসিংহ পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। মিহিরুন্নিশা শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রকেতুকে উপকৃত করিতে আসিয়াছেন। তিনি বেগমের অভ্যর্থনার কারণ ত্বরায় শিবিরে গমন করিলেন। মিহির তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া যে উপায়ে চন্দ্রকেতুকে তিনি প্রত্যুপকৃত করিয়া স্বাধীন জীবন-লাভ করিবেন, তাহার কল্পনা করিলেন। মানসিংহ আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দিত হইলেন। চন্দ্রকেতু ইহার কোন সংবাদই পাইলেন না।

মিহিরের ইচ্ছামতে মানসিংহ চন্দ্রকেতুকে রাজপদে অধিষ্ঠীত করাইবার কারণ ঘোষণা প্রকাশ করিলেন। আগামী কল্য চন্দ্রকেতুর পিতৃরাজ্য চন্দ্রকেতু পাইবেন। তাঁহার জীবনের অভিলাষ এত দিনে পূর্ণ হইবে। আনন্দময়ীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিবে। ইহা জানিয়া সকলেই আনন্দিত হইল।

মিহিরের অনুমতিক্রমে সভাশিবির স্থাপিত হইল। তাহার একদেশে সিংহাসন সজ্জিত হইল। অন্যত্র অপরাপর সভাগণের বসিবার স্থান সজ্জিত হইল। বঙ্গীয় নিয়মানুসারে মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে শোভিত হইল। পরদিবস প্রভাতে চন্দ্রকেতু রাজা হইবেন বলিয়া অধিবাস করিয়া রহি-

কৃশা হইয়া দ্বিতীয়বার চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূতা হইলেন। চন্দ্রকেতু চঞ্চল হইলেন।

মিহির আপনার কৌশল সুসিদ্ধ করিবার কারণ আপন কার্য্যেই ব্যস্ত রহিলেন; নিশা প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে সুখনিদ্রার ক্রোড়ে সেনাপতি মানসিংহ শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পদদেশে আর একটী কামিনী বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। কামিনী—প্রভাবতী। প্রভাবতী পদসেবা করিয়া মনে মনে কল্পিত সুখানুভব করিয়া একটী গীত গাহিলেন। সেই গীতধ্বনিতে সেনাপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। সেনাপতি চাহিয়া দেখিলেন—প্রভাবতী!! আকাশে চাহিয়া নিশার অল্প মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাৎ করিল। সেনাপতি ত্বরায় দ্বার খুলিয়া দিলেন। চন্দ্রকেতু ও জীবানন্দস্বামী শিবিরগৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রভাবতী ও মানসিংহ লজ্জিত হইলেন।

চন্দ্রকেতু দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামী প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন ঃ—

"বৎস মানসিংহ! আমি তোমার পিতা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ; আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করা উচিত। বৎস; তুমি যে কার্য্য করিয়া মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্রকে পুনরায় সিংহাসনে উপবেশন করাইলে; যে কার্য্যের পুরস্কার আর কি দিব, আমি ভিখারী, কিন্তু এই ললনা রত্নকে যত্নের সহিত পালন করিয়াছিলাম, আজ ইহার জীবন তোমাকে প্রদান করিলাম। বৎস! প্রভাবতী ক্ষত্রিয়াণী, মহারাজ বসন্তরায় আকবর সাহের নিকট হইতে একটী সুদক্ষ সেনাপতি প্রার্থনা করেন, বাদশাহ তাঁহার সমীপে তোমার আত্মীয় অমরসিংহকে প্রেরণ করেন। এই প্রভাবতী অমর সিংহের দুহিতা। পাপিষ্ঠ প্রতাপ কর্ত্তৃক অমর বিনষ্ট হইলে আমি প্রভাবতীকে রক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে তোমার হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি এই মাতৃপিতৃহীনা বালিকাকে যত্ন করো?"

চন্দ্রকেতু ও স্বামী প্রস্থান করিলেন। সেই দণ্ডেই উপযুক্ত নিয়মে বিবাহক্রিয়া সমাহিত হইয়া প্রভাবতী মানসিংহের হইলেন। প্রভাত হইল। মঙ্গলবাদ্য চারিদিকে বাজিতে লাগিল। শুভক্ষণে জননী কর্তৃক আশীর্ব্বাদিত হইয়া চন্দ্রকেতু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতে আগমন করিলেন। সভ্যগণ আনন্দচিত্তে জয় উচ্চারণ করিল। চন্দ্রকেতু মহারাজ হইলেন। সভা ভঙ্গ হইল। এমন সময়ে মিহিরুন্নিশা তথায় প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রকেতু মিহি-রকে দেখিয়া তাঁহার মান্যার্থে সিংহাসন হইতে ভূমে অবতরণ করিলেন।

তদ্দর্শনে মিহির বলিলেনঃ—

"চন্দ্রকেতু! তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে বলিয়া আমার জীবন তোমার নিকটে বিক্রীত ছিল। তোমার রাজ্য তুমি গ্রহণ করিলে? এখন কি আমার জীবন আমি স্বাধীনভাবে গ্রহণ করিতে পারি?"

চন্দ্রকেতু অবনত বদনে রহিলেন। মিহির ইঙ্গিত করিবামাত্রেই সখী-গণ শৈবলিনীকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া তথায় আনয়ন করিল। চন্দ্র-কেতু আশ্চর্য্য হইলেন। মিহির চন্দ্রকেতুর বামে শৈবলিনীকে দণ্ডায়মান করাইয়া বলিলেনঃ—

"রত্নে রত্ন মিলাইলাম; চন্দ্রকেতু, এখন কি আমি আমার জীবনকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে পারি?"

এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইল। মহারাণী আনন্দময়ীর সহিত পুরাঙ্গনারা তথায় আগমন করিল। স্বামী ও মানসিংহ তথায় আসিলেন। সর্ব্বসমক্ষে মিহির—চন্দ্রকেতু ও শৈবলিনীকে হস্তে ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে মঙ্গল হুলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি হইল। মিহিরের সখীগণ মিলন সঙ্গীত গাহিল। মিহিরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মিহিরের শেষ প্রকৃতি।

প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্গণে কহেন যাহার অন্তর স্বভাবত কোমল হয়; যাহার অন্তর স্বভাবত সরল হয়; তাহার অন্তরে স্বভাবিক জ্ঞান নিহিত থাকেই থাকে। সরলতা বা কোমলতা কাহাকে বলি? যাহার স্বভাবকে বা চরিত্রকে রিপুসমূহ একেবারে আক্রান্ত করে নাই। ক্রোধ যাহার প্রকৃতিকে আক্রমণ করে সে একেবারে ক্রোধী হয়। কাম যাহার প্রকৃতিকে আক্রমণ করে সে অতিশয় কামুকা হয়। রিপুসমূহের মধ্যে কেবল মোহটী সহজ কিন্তু অতি তীব্র। কি সরল কি ক্রুর সকলের অন্তরেই মোহ ত্বরায় প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানাগ্নির কণা সুলগ্ন হইবার মাত্রেই তৃণ যেমন দীপশিখায় ভস্মীভুত হয় তদ্রূপ মোহের লয় হয়।

মিহির বিজ্ঞানের বিচারে সরল; মায়াতে পতিত হইয়া, উত্তম শিক্ষা বিহীনে কিছু মোহাক্রান্তা ছিলেন। আকবরের কৌশলে মিহির সের আফগানের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাণ ছিল জাহাঙ্গীরের হস্তে, কেবল দেহ মাত্র আফগানের নিকটে ছিল। সরসফল ভক্ষী পক্ষীকে পিঞ্জরে যে রাখে তাহারি দোষ—তাহারি অপরাধ; মিহির বিবাহিতা হইয়াছিলেন বলিয়া—জাহাঙ্গীরকে ভালবাসিতেন বলিয়া অপরাধিনী এ কথা প্রকৃতি স্বীকার করিবে না।

সের আফগান স্বামীত্ব পাইলেও তাঁহাকে যথোচিত পীড়ন করেন, যাহাতে মিহিরকে হৃদয়ে আনিতে পারেন, মিহির যাহাকে তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করেন, সের আফগান এই চেষ্টা করিতেন, তরল বারি অগ্নিতে মিশ্রিত কখনই হইতে পারে না। ইহাতেও মিহির অপরাধিনী নহেন।

মোহই মিহিরের অপরাধ। অশিক্ষিতা হেতু। যৌবনাবস্থায় জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বিচ্ছেদ হেতু মিহিরের মনে সেই নবীন অবস্থায় এক প্রকার এই আশক্তি জন্মিয়া ছিল, যে তিনি যেমন কোমল, কাহাকেও কোমল দেখিলে তিনি মিলিতে পারেন। তিনি যেমন সরল, কাহাকেও সরল দেখিলে তিনি তাহার সহিত মিলিতে পারেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় কঠিন গঠন আফগানের সহিত অনেক চেষ্টা করিয়াও মন মিলাইতে পারেন নাই।

জাহাঙ্গীর কোমল ছিলেন। যৌবনে প্রফুল্ল গোলাপ ছিলেন। মিষ্টভাষী ছিলেন, সদাশয় ছিলেন, কামিনীর কোমল প্রাণের সহিত সেই নবীন বয়সে উপযুক্ত কথা কহিতে পারিতেন। কোমল হাসি হাসিতে পারিতেন। কোমল মনে ক্রীড়া করিতে পারিতেন। মিহির তাহাতে একবার মিশিয়া কোমল হইয়াছিলেন আবার কি পাষাণে মিলিয়া কঠিন হইতে পারেন? গোলাপ পর্ব্বতের অঙ্গেই প্রফুল্ল হউক বা নদীর সৈকতে প্রফুল্ল হোক, কোমলতা ধরিবেই ধরিবে। কোমল হস্তে পতিত হইলে, কোমল কণ্ঠে ধৃত হইলে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হইবেই হইবে।

সের আফগানের গৃহে মিহিরের কোমলতা ও সরলতার সহিত মিলনের অভাব হইয়াছিল। সেই প্রফুল্ল যৌবনে তিনি কোমল ও সরল স্বভাব হেতু তাহাই খুঁজিতে ছিলেন। না পাইয়া মনের দুঃখে দামোদরে ঝম্প প্রদান করিতে গিয়া ছিলেন।

দামোদরের কোমল জল; তীরে কোমল তৃণ; তটে কোমল বালুকা;

চারিদিকে কোমল বায়ু; উপরে কোমল সুধাংশুবেষ্টিত আকাশ। এই সকল কোমল দেখিয়া মিহির জন্মের মত মিলিতে পারিবেন বলিয়া কোমল ও তরল জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সকল কোমলতায় পতিত হইয়া তিনি সেই সময়ে নূতন কোমলতা প্রাপ্ত হইলেন। চন্দ্রকেতুর কোমল কান্তি-পূর্ণ হস্তে উদ্ধার পাইলেন। কোমল অঙ্গে কোমল হস্ত স্পর্শ হইবার মাত্রে কোমল নয়নে চন্দ্রকেতুর কোমল কান্তি দর্শন মাত্রে, মিহিরের স্বভাব সিদ্ধ কোমলতা চন্দ্রকেতুর সরলতায় মিলিল। চন্দ্রকেতুর কোম লতায় জ্ঞানপ্রাবল্য হেতু মোহ ছিল না বলিয়া কর্ত্তব্য ভাবে তাহা মিলিল। কিন্তু মিহিরের হৃদয়ের কোমলতায় অজ্ঞান মাখা থাকা প্রযুক্ত তাহা সরল ভাবে চন্দ্রকেতুতে মিলিল। মিহির স্বর্ণ চন্দ্রকেতু হীরক। উভয়ের মিলনে শোভা হইল বটে। কিন্তু ভেদ করা গেল। উভয়ের ধন এক হইল না।

এখন পাঠকবর্গ আপনাদের সমক্ষে মিহিরের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দিলাম। মিহির চন্দ্রকেতুর সাহায্যে জীবন ও জীবন রত্ন জাহাঙ্গীর পাইলেন। তাঁহার আরাধ্য কোমলতা কোমলতায় মিলিল। তথাপি মোহ প্রযুক্ত চন্দ্রকেতুকে কখন না কখন দেখিলেই মিহিরের মোহ হইত। ইহা অজ্ঞানের কার্য্য। মোহের কার্য্য!! তাই বলিয়া কি মিহির জাহাঙ্গীরের নিকট পাপিষ্ঠা!! তাই বলিয়া কি মিহির অপরাধিনী!! কখন নহে। যে সামান্য পাপ তিনি মনে মনে করিয়াছেন, তাহার সামান্য প্রায়শ্চিত্ত তিনি আপনি জ্ঞানোদয়ে করিবেন। ধন্য প্রকৃতি! তোমার মায়া বোঝা ভার, তোমার মায়াবলে কত জীবের হৃদয় কত রূপে যে সংগঠিত তাহা বলিতে পারি না!!

বঙ্গ বিজেত হইল। প্রতাপাদিত্য আপনার পাপে আপনি নিহত হইলেন। সতী আনন্দময়ীর দুঃখ নিশা প্রভাত হইল। দুঃখিনী প্রভাবতীর দুঃখ বিমুক্ত হইল। চন্দ্রকেতু রাজা হইলেন। শৈবলিনী রাজ্যেশ্বরী হইলেন। এ সমস্তই একা মিহিরের কৌশলে ও চন্দ্রকেতুর চেষ্টায়

সংসাধিত হইল। মিহির এই সমস্ত অপূর্ব্ব ঘটনা সমাপণ করিয়া কিছু দিন বঙ্গের ইতস্ততঃ দর্শন ভ্রমণাদি করিয়া দীল্লিতে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন।

জাহাঙ্গীরের সাহায্যে, কিম্বা মিহিরের সাহায্যে জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন বলিয়া চন্দ্রকেতু একবার বেগমের মাঙ্গার্থে এবং বাদসাহের অভিবাদনার্থে মহারাজ মানসিংহের সহিত দীল্লিতে আসিতে লাগিলেন। আগমনে মহাসমারোহ হইল। রথ, হস্তী, অশ্বারোহী, পদাতিক, যান বাহনাদি সারি সারি জয়ানন্দে নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারি দিকে নহবৎ, জয়ডঙ্কা বাজিতে লাগিল। ভাঁড় সকল প্রধান প্রধান নায়ক ও মানসিংহ এবং চন্দ্রকেতু প্রভৃতির যানাদির অগ্রে অগ্রে ভাঁড়ামী করিতে লাগিল। নর্ত্তকী গায়ক প্রভৃতিরা আপন আপন কার্য্যটী প্রতিপালন করিতে লাগিল।

প্রভাবতীকে জীবানন্দস্বামী বর্দ্ধমান অবধি অগ্রসর করিয়া দিয়া দামোদরের তীরে সে দিন সকলকে অবস্থান করিতে বলিলেন। মানসিংহের মন প্রভাবতীর প্রতি নিতান্ত আশক্ত ছিল। পথে স্বামী মহাশয় রক্ষক হইয়া আসিতেছেন, এই জন্য তিনি আর কোন বিপদের আশংকা না করিয়া চন্দ্রকেতুর সহিত সদালাপে দামোদরের তীরে আসিয়া পঁহুছাইলেন। বেগম মিহিরুন্নিশাকে সমুজ্জ্বল স্বর্ণের কারুকার্য্যে মণ্ডিত শিবিকায় সহচরী পেসমানের সহিত নানা প্রকার আনন্দে আনন্দিত হইতে হইতে সেই স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন, সকলে আপন আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভাবতীকে লইয়া জীবানন্দস্বামী মহারাজ মানসিংহের নিকটে আসিলেন।

চন্দ্রকেতু ও মানসিংহ সলাজ হইলেন। স্বামী কহিলেনঃ—

বৎস! মানসিংহ! তুমি আমার বৈকণ্ঠ পথের কণ্টক আজ মুক্ত করিয়া দাও; তুমি মহাবীর। ভারতের বিপদ উদ্ধার করিতে পার। তাহার সাক্ষী বৎস চন্দ্রকেতুর প্রত্যুপকার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, গৃহবাসী নহি। আমি একটী প্রাণী মাত্র, আমাকে সংসার মায়া হইতে উদ্ধার কর। প্রভাবতীর পিতা অমর সিংহের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে আমি পরম পথে কণ্টক রোপণ পর্য্যন্তও করিয়াছি। জীবনের বন্ধু বসন্ত রায়, চন্দ্রকেতু পিতার অনুরোধে মহা পাপ করিয়াও পরম যোগ ভুলিয়াছি। আমার আশা সফল হইয়াছে, আমি পাপী হই তাহাতে দুঃখ নাই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী প্রভাবতী পথের কাঙ্গালিনী হইয়াছিল, উহাকে দেখিয়া আমার শুষ্ক স্নেহ পুনরায় স্মরণ হইয়া ছিল; আজ প্রভাবতীকে তুমি লও, আমাকে বিদায় দাও। আমি অরণ্যে গিয়া নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। বৎস চন্দ্রকেতু! ধর্ম্ম পথে থাকিও, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ীকে প্রত্যহ স্মরণ করিও? আর জননীর পদসেবা করিও? তাহা হইলে কখন দুঃখ পাইবে না। দেখ শৈবলিনী আমার শিষ্যকন্যা; উহার পিতাকে স্বদেশে আনিয়া ভক্তি করিও এবং শৈবলিনীকে যত্নে রাখিও, রাজ্য-লক্ষ্মী তোমার মঙ্গল করিবেন। ইহাই বলিয়া স্বামী মহাশয় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রভাবতীকে মানসিংহের করে দিয়া তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। একেবারে মায়াভরে অদৃশ্য হইলেন। কেহ তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সকলে কাতর হইলেন। প্রভাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

ওদিকে দামোদরের তীরে বেগমের তাম্বু স্থাপিত হইয়াছিল। বেগম পেসমানের সহিত অপরাহ্ণ বায়ু সেবনের জন্য সেই নদীতীরে গমন করিলেন। সময় অপরাহ্ণ, তপনরাজ অস্তমিত হইয়াছেন, কিন্তু দিব-সের প্রভা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই।

উভয়ে সেই মনোহর সময়ে, মনোহর নদী শৈকতে বিহার করিতে-ছেন; আর কত সদালাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে পেসমান গাহিল:—

" অবসান দিনমান শশী প্রকাশিল।
গগনে আনন্দ মনে তারাগণ সুশোভিল॥
পাখীকুল লয় শাখা :—
ঘোর নিশা দিল দেখা :—
সময় হইল গত :—
সময়েতে ফুরাইল॥
তাই বলি শুন মন :—
কেন মোহ পরায়ণ :—
কেন মত্ত মায়া ভ্রমে :—
ভাব যে জন সৃজিল॥

পেসমানের সংগীত শ্রবণ করিয়া আজ হঠাৎ মিহিরের মনে এক নবীন ভাবের উদয় হইল। মন যেন কি চাহিল মিহির বুঝিতে না পারিয়া পেসমানকে তিনি পুনরায় গাহিতে বলিলেন। পেসমান গাহিতে লাগিল। শেষে মিহির বলিলেন :—

পেসমান! চন্দ্রকেতুকে ভালবাসা আমার মোহ?—না—!! চন্দ্রকেতুই কি জাহাঙ্গীইর কি! যাহাকেই আমি ভালবাসি সে—কে? সকলি তো মায়া!! আমি মানবি! সকলি তো ভ্রম! আমি কি? ললনা জন্ম পাইয়াছি কি কেবল উপভোগ করিব ও উপভোগ্য হইব বলিয়া!! পরমেশ্বর কি আমাকে মোহপর করিয়া ভাল বাসিতে দিয়াছেন। তবে তো আমার নিস্তার নাই!!"

এই কথা বলিয়া মিহির অন্যমনা হইয়া মৃদুসমীরণোত্থিত উর্ম্মিকুল দেখিতে লাগিলেন। একটী উর্ম্মির সহিত আর একটী উর্ম্মি যেমন আসিতেছে অমনি আঘাৎ লাগিয়া কত কত উর্ম্মি উঠিতেছে। ইহা দেখিতে দেখিতে তিনি বলিলেন :—

দেখ পেসমান! দুই বস্তু কখন এক হইতে পারে না। যতক্ষণ বেগ বা শক্তি থাকে ততক্ষণ এক হইতে চেষ্টা করে। ক্ষণেক উভয়ে সমর

হয় পরে উভয়েই কে কোথায় যায় তাহার স্থির হয় না। যথার্থ কথা; সেই জন্য কঠিন আফগানে আর আমাতে মিলিল না। তাহার গতি—মনের গতি—প্রাণের গতি—কাম বুভুক্ষায় নিরত ছিল, আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম; সে যতক্ষণে আমায় বশীভূত করিতে না পারিত, ততক্ষণ ধন রত্ন ও প্রেমের ভাণ দেখাইত শেষে দাসী করিত। তাহাতেই আমার সহিত তাহার মিলন হয় নাই। দেখ পেসমান! বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু আর আমি লুকাইব না, আমি যোগিনী হইব। মসজিদে ঈশ্বরের নাম করিব তাই কৃত পাপের স্বীকার করিতেছি। দেখ, চন্দ্রকেতুর হৃদয়ও যে গঠনে গঠিত; আমারো সেই গঠনে গঠিত; সেই জন্য তাহার সহিত আমার মন মিলিয়া গিয়াছিল, কৈ মিলিল কৈ? দুই জনের গতিতে শেষে দুই ধারে গেলেম। পুনরায় জাহাঙ্গীর! জাহাঙ্গীর আমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে সেই জন্য যতক্ষণ মোহ ততক্ষণ আমাকে মস্তকে রাখিয়াছে। নারীর যৌবন নদীর প্রবাহ একই কথা! আমার যৌবন ফুরাইলে, জাহাঙ্গীর নবীনাতে আশক্ত হইবেন, আমি দাসী হইব, তাঁহার ক্রীত অশ্ব ঘোটকাদির ন্যায় একটী সুরক্ষিত পদার্থ হইব; স্বাধীনতা যাইবে, জ্বলিয়া মরিব!! হতভাগা যৌবন! তুমি রমণীকে দগ্ধ করিতে তাহাদের দেহে আসিয়া থাক!!

পেসমান! তোমার সঙ্গীতে এবং নদীর গতিতে আমার মোহ গিয়াছে, আর আমি দীল্লিতে ফিরিব না, আর কাহাকেও ভালবাসিব না। ভালবাসা মিথ্যা কথা। যদি ভালবাসা থাকে মানব প্রকৃতিতে থাকিতে পারে! আমাতে আছে, জাহাঙ্গীরে নাই, আর সের আফগানে ছিল না। জাহাঙ্গীরের শত মহিষী, প্রেম কি—রূপে—না—যৌবনে? পেসমান! তুমি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ আর তুমিও কাহারো অধীন হইও না, আমিও কাহারো অধীন হইব না। দুঃখিনী হইয়াছি, মাতৃপিতৃহীনা হইয়াছি, দুঃখ কাহাকে বলে তাহা জানিয়াছি, আফগানের প্রাসাদে ছিলাম, বর্দ্ধমানের নবাবপত্নী হইয়াছি, আরো বাদ-

সাহের হৃদয়েশ্বরী হইয়াছি আর আমার সুখের চিত্র দেখিতেও বাকি নাই !! তবে আর কেন ! সুখ দেখিলাম, দুঃখ দেখিলাম ; যে সুখ বা দুঃখ কেহ কখন দেখে নাই কিম্বা দেখিবে না, এমন দেখিলাম। আর আমার বাকী কি ? পেসমান আর আমি দীল্লিতে যাইব না।"

এই কথা বলিয়া উভয়ে শিবিরে ফিরিলেন। শিবিরের উত্তম শয্যা ত্যাগ করিয়া ভূশয্যায় শয়ন করিলেন। সে নিশা মহাবৈরাগ্যে অতি-বাহিত করিলেন। একে ভূশয্যা তাহাতে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া চিন্তা ; উভয় অনাচারে তাঁহার জ্বর হইল। চিন্তাবেগে তাঁহার পীড়া একেবারে বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। পীড়ার বিকারে একবার তিনি চন্দ্রকেতু আর একবার জাহাঙ্গীর এই দুইটী নাম অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

পেসমান সেই সংবাদ সেনাপতিকে জানাইলে ; সেনাপতি চন্দ্রকেতু ও চিকিৎসকাদি সকলে বেগমকে দেখিতে গেলেন। চিকিৎসকেরা পীড়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মানসিক অত্যন্ত উদ্বেগ ও শ্লেষ্মাধিক্যে পীড়া হইয়াছে এবং এ দেশের জল হাওয়ায় বিকার দাঁড়াইয়াছে ; আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। এই কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতুর চক্ষে জল আসিল। মানসিংহ স্তম্ভিত হইলেন। ত্বরায় তাঁহারা বেগমকে লইয়া চিকিৎসক-গণের সহিত দীল্লিতে ফিরিলেন।

বাদশাহ মিহিরকে আন্তরিকে আপাততঃ ভালবাসিতেন। তিনি আপনার শোধ ও শ্বেত মর্ম্মরময় প্রস্তর গঠিত প্রাসাদের ত্রিতলে মিহিরকে রাখিয়া স্বয়ং সেবা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা পুরস্কারের লালসায় বহু যত্নেও তাঁহার রোগ শান্তি করিতে পারিল না। শেষে নবীনা বিরাগিণী মিহিরুন্নিসা, জগৎ যাঁহাকে নুরজিহান বলিয়া জ্ঞাত আছে ; তিনি জাহাঙ্গীরের ক্রোড়ে মস্তক দিয়া রোগের এক-বিংশতি দিনে অস্ফুটভাব—আমার বাদশাহ—"আমার চন্দ্রকেতু" এই দুইটী ভাব প্রকাশ করিয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। বাদশাহও তাঁহাকে বহু সম্মানের সহিত কবর দিলেন ও চিরশোকাচ্ছন্ন হইলেন। অদ্যাপি

তাঁহার কবর চিহ্ণকে "তাজমহল" কহে। জগতে যাহার কীর্ত্তি তুলনা হয় না। অতুল প্রেমের বিচ্ছেদে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া উহার তুলনা কেহ অদ্যাপি করিতে পারে নাই।

ইতি প্রতাপসংহার সমাপ্ত।